"ইউনিয়নের নাম ঘুমধুম"

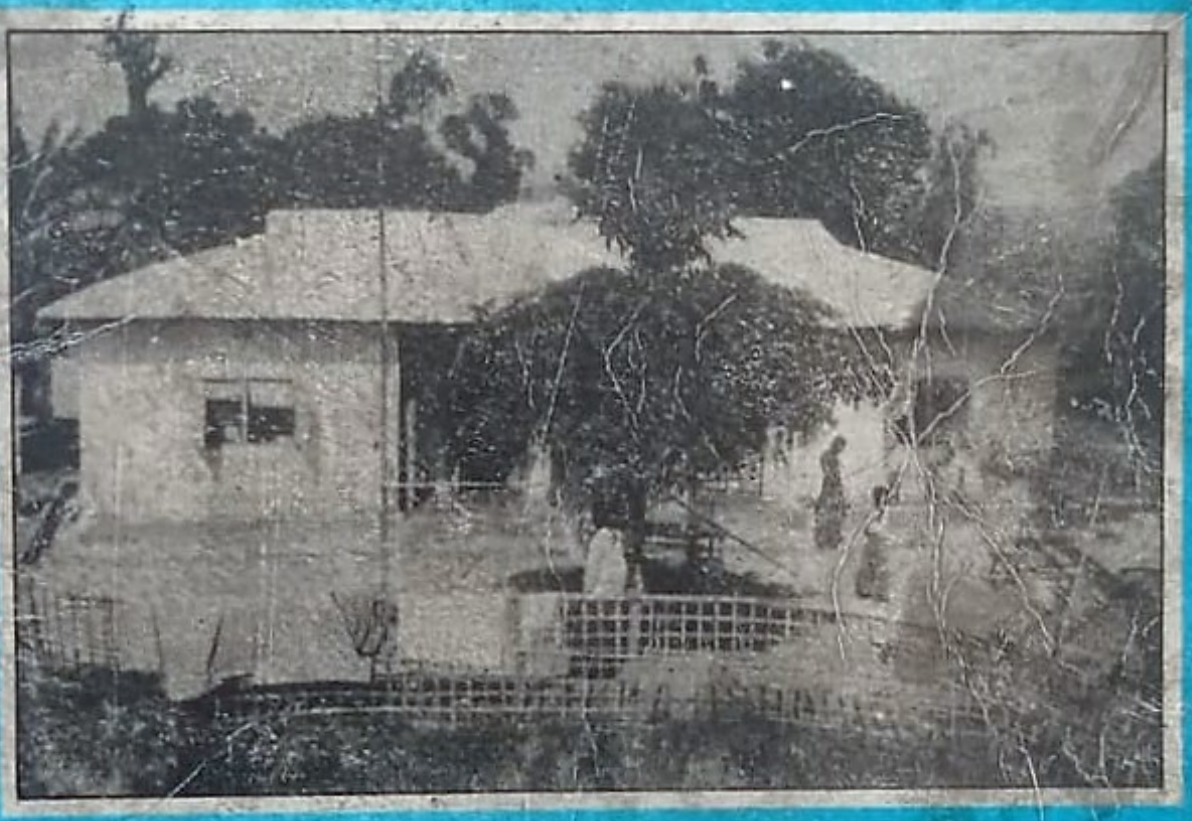

প্রকাশনায়ঃ
"ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদ"
পোঃ-বালুখালী, থানা-নাইক্ষ্যংছড়ি
জেলা-বান্দরবান পার্বত্যজেলা।

"ইউনিয়নের নাম ঘুমধুম"

Mohammed Shahjahan
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
Cell Phone : 01827656816

নদী নাফের লোনা জল করে যেথা আগমন,
গিরি স্রোতের শীতল বারির সাথে হয় তার মিলন।
দুহে মিলে হয়ে একাকার, চলে যায় দূর দুরান্তে
রেখে যায় স্মৃতি চিহ্ন মানুষের জীবনের প্রান্তে।

প্রকাশনায়ঃ

"ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদ"
পোঃ-বালুখালী, থানা-নাইক্ষ্যংছড়ি
জেলা-বান্দরবান পার্বত্যজেলা।

"ইউনিয়নের নাম ঘুমধুম"

উপদেষ্টাঃ

বাবু অরবিন্দ বড়ুয়া,

থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, নাইক্ষ্যংছড়ি।

সম্পাদনায়ঃ

আলহাজ্ব মোঃ খাইরুল বশর

চেয়ারম্যান, ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদ

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ

সকল সদস্যবৃন্দ

ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদ।

সম্পাদনা সহযোগিতায়ঃ

জনাব, মোহাম্মদ ফরিদ,

গ্রাম-তুমব্রু, প্রভাষক, আলহাজ্ব মোস্তাফিজুর রহমান কলেজ,

লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

জনাব, মোঃ খাইরুল বশর

প্রধান শিক্ষক, ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়।

জনাব, মোঃ সাজেদ উল্লাহ

প্রধান শিক্ষক, দক্ষিণ ঘুমধুম প্রাথমিক বিদ্যালয়।

জনাব, মোঃ হামিদুল হক

সহকারী শিক্ষক, তুমব্রু প্রাথমিক বিদ্যালয়।

জনাব, মোঃ নূরুল হক হেডম্যান

২৬৭ নং ঘুমধুম মৌজা।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ

চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

প্রকাশকালঃ

মে/১৯৯৬ ইং।

কম্পোজঃ

গ্রন্থিক কম্পিউটার, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণেঃ

সীমান্ত আর্ট প্রেস

আল-মুবিন কমপ্লেক্স, (পরাগ মার্কেট)

প্রধান সড়ক, কক্সবাজার।

Mohammed Shahjahan
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
Cell Phone : 01827656816

জেলা প্রশাসকের বাণী

বান্দরবান পার্বত্য জেলার সর্বশেষ দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে "ইউনিয়নের নাম ঘুমধুম" নামে একটি প্রকাশনা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। ইউনিয়ন পর্যায়ে এ ধরনের প্রকাশনার উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়।

এই এলাকাটি খুবই সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। এই ইউনিয়নটির বয়স যদিও মাত্র বার বৎসর, তথাপি উন্নয়ন কর্মকান্ডের দিক দিয়ে এ অল্প সময়ে এর প্রভুত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কর্মতৎপরতা, সৎ ইচ্ছা, দেশ প্রেম ও নিরলস প্রচেষ্টা এবং পরিষদ সদস্যবর্গ ও স্থানীয় জনগণের সার্বিক উন্নয়ন ও সচেতনতাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ উদ্যোগ সত্যি প্রশংসনীয়।

এই প্রকাশনাতে ইউনিয়নের সকল তথ্য সমৃদ্ধ বিষয়গুলি জনগণের জন্য বয়ে আনুক ভবিষ্যত কর্মতৎপরতা এবং আরও উন্নয়নের অনুপ্রেরণা ও দিক নির্দেশনা।

এই প্রকাশনার উদ্যোগ সফল হোক।

(মোঃ আতিকুল ইসলাম চৌধুরী)
জেলা প্রশাসক
বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

"কথকতা"

বিশ্বে চলছে অবিরত, সৃষ্টি স্থিতি লয়ের খেলা
চিত্ত ও বিত্ত আছে যার, গড়ে তাজমহল।
অমরত্বের অভিপ্রায়ে কেউ,
অন্য অবিনশ্বর কীর্তি রেখে যায়,
কেউ খ্যাতি পায়, কেউ বা হারিয়ে যায়
কালের গভীরে।
এ কালের জনৈক খায়রুল বশর, সপারিষদ স্বপ্ন দেখেন
ঘুমধুম ইউনিয়নের ইতিহাস ছাপাবেন।
শব্দের হিরন্ময় হাতিয়ারে, তৈরী হরেক ভাস্কর্য,
নিপুন শিল্পীর আঁকা, হাতে রুলী পায়ে মল
পাহাড়ী তরুণীর বাঁকা কামরাঙা হাঁসি
থাকবে এর পাশাপাশি।
সুউচ্চ রেজু পাহাড়ের অপরূপ রূপ
অংকিত হবে অস্তাচলের রাঙা আবীর
ও নীলিমার অপার নীল এর বিন্যাসে।
পর্বত গাত্রে আঁকড়ে থাকা, শ্যাওলার ছোপ আরণ্যক
বন্যতার সাথে, মিশে একাকার হবে।
রূপোলী ফিতার মত শীর্নকায়া নাফ নদী
নিরবধি কত গড়িয়েছে জল
ইউনিয়নে উন্নয়নের চাকা ঘোরাতে
ঝরালে কে কত মুক্তোর মত
অজস্র স্বেদবিন্দু, এলাকার তথ্য ও উপাত্ত
জীবন যাত্রার মান পাবে স্থান।
আমার একান্ত কামনা
এটি হোক এক সমৃদ্ধ প্রকাশনা।।

অরবিন্দ বড়ুয়া
থানা নির্বাহী কর্মকর্তা
নাইক্ষ্যছড়ি
বান্দরবান পার্বত্য জেলা

অভিনন্দন

বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে নাফ নদীর তীরে অবস্থিত ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিবেষ্টিত এই ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক 'ইউনিয়নের নাম ঘুমধুমঃ উন্নয়ন পরিক্রমা" প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। প্রথম বারের মত প্রকাশিত এই প্রকাশনা ঘুমধুম ইউনিয়নের শিক্ষা, যোগাযোগ, কৃষি তথা সঠিক উন্নয়নের একটি দর্পন। বৃটিশ আমলের ঐতিহ্যবাহী এই ঘুমধুম সকল ক্ষেত্রে অনেকটা পরিপূর্ণতা লাভ করায় আমি খুবই আনন্দিত ও গর্বিত।

আমি এই প্রকাশনার উদ্যোক্তাদের পরিশ্রম ও আন্তরিক সদিচ্ছার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাই।

(মুহাম্মদ ইকবাল)
সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান
নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান।

এ প্রকাশনা সম্পর্কিত কিছু কথা

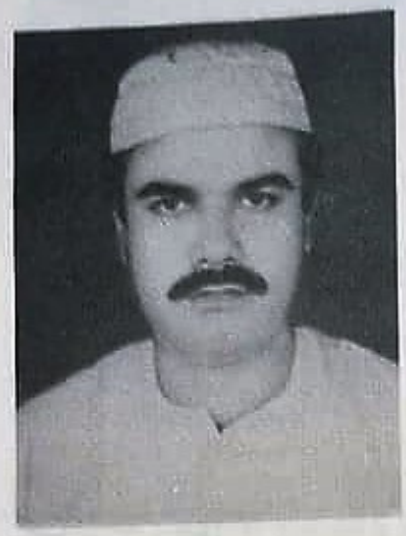

এই এলাকা একটি পুরাতন স্মৃতি বিজড়িত স্থান। দীর্ঘদিন অবহেলিত অবস্থায় থাকে, জেলা সদর, থানা সদর ও ইউনিয়ন সদর ছিল অনেক দূরে। তাই এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ড ও সার্বিক অবস্থায় এসেছিল একটি স্থবিরতা। বর্তমান আধুনিক সভ্যতার আলো পৌঁছানো, এলাকার সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতির লক্ষ্যে দীর্ঘদিন নিরলস প্রচেষ্টার ফসল হিসাবে এই ইউনিয়ন কায়েম হয়। বর্তমানে এই ইউনিয়নের বয়স বার বছর পূর্ণ হয়ে চলছে। বিগত বৎসরগুলোতে এলাকার উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক অবস্থার প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

এই প্রকাশনাতে এলাকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বিভিন্ন তথ্য ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। জনগণের দায়িত্ব গ্রহণের পর পর এই অনুন্নত এলাকাকে সার্বিকভাবে উন্নয়নের মাধ্যমে অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কষ্টসাধ্য এবং কঠিন কাজ ছিল পর-পর দুইটি বড় ধরণের ঘূর্ণিঝড়, সীমান্ত পরিস্থিতি, শরনার্থী সমস্যা মোকাবেলা করা ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা। দূরত্বের ব্যবধান এবং কঠিন দায়িত্ব পালনরত থাকা সত্বেও অল্প সময়ে প্রশাসনের সকল স্তরে, এলাকার সার্বিক অবস্থার চিত্রটি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। তার জন্য প্রয়োজন ছিল শক্ত মনোবল, ধৈর্য্য, দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টা এবং এলাকা সম্পর্কিত সার্বিক অবস্থার বাস্তব চিত্রটা প্রশাসনের সর্বস্তরে তুলে ধরার কৌশল ও তার গ্রহণযোগ্যতা লাভ। যার পরিপ্রেক্ষিতে অল্প সময়ে এলাকায় এসেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। এলাকার শিক্ষা, কৃষি, যোগাযোগ, বিদ্যুতায়নসহ বিভিন্ন ভৌতিক পরিবর্তন যেভাবে হয়েছে তাহা একটি বিরল দৃষ্টান্ত। বিগত বৎসরগুলোতে বর্তমান পরিষদের হাতে এলাকার প্রায় তিন কোটি টাকার উর্দ্ধে উন্নয়ন কাজ হয়েছে। এই এলাকা যেমনি ছিল, অনুন্নত অবহেলিত, তেমনি মানুষ আজ খুজে পেয়েছে উন্নয়নের ছোঁয়াছ। তার জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সর্বস্তরের জনগণকে, প্রশাসনের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে এবং আমার বিজ্ঞ পরিষদবর্গকে, যারা আমাকে একান্ত বিশ্বাসের সাথে একাগ্রচিত্তে দীর্ঘদিন কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন।

সার্বিক উন্নয়নের মূলে রয়েছে, বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসন ও নাইক্ষ্যংছড়ি থানার থানা প্রশাসনের অফুরন্ত অবদান। যার জন্য জনগণের ও পরিষদের পক্ষে জানাচ্ছি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

এলাকার বড় বড় প্রকল্পগুলোতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে বাস্তবায়িত করে তুলেছেন স্থানীয় সরকার পরিষদ, বান্দরবান পার্বত্য জেলাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, শান্তকরণ কর্মসূচী, থানা পরিষদ ইউ, এন, এইচ, সি, আর, কার্যক্রম এবং গণস্বাস্থ্য, এন,জি,ও-সহ বাংলাদেশ বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ড ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বান্দরবান। এলাকার জনগণ ও অত্র পরিষদ এ সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার নিকট চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

আশা করি এই উন্নয়ন প্রক্রিয়া ধরে রাখতে পারলে, ভবিষ্যতে এই ইউনিয়ন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ইউনিযনগুলির মডেল হিসাবে স্থান লাভ করবে ইনশাল্লাহ। জনগণের দায়িত্ব গ্রহণ করে আজ এই প্রকাশনা জনগণের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত ও গর্বিত।

আলহাজ্ব মোঃ খাইরুল বশর

চেয়ারম্যান, ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদ।

"ইউনিয়নের নাম ঘুমধুম"

পটভূমিঃ

বান্দরবান পার্বত্য জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি থানাধীন একটি ইউনিয়নের নাম ঘুমধুম। জেলার সবচেয়ে পুরাতন, ঐতিহ্যবাহী একটি ঐতিহাসিক স্থান। ১৯৮২ ইং সনে এই ইউনিয়নের উৎপত্তি হলেও তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান আমলে প্রথম মৌলিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠালগ্নে ঘুমধুম, তুমব্রু, রেজু, সেনাইছড়ি ও পাগলি মৌজা মিলে গঠিত হয়েছিল তৎকালিন "তুমব্রু ইউনিয়ন কাউন্সিল"। পরবর্তীতে নানা কারণে ১৯৬৭-৬৮ ইংরেজীর দিকে তৎকালিন সরকার ইউনিয়নটি বিলুপ্ত করে এই এলাকাকে বৃহৎ নাইক্ষ্যংছড়ি ইউনিয়নের সাথে যুক্ত করে দেয়। ইহাতে এই এলাকার মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এবং উন্নয়নের পথে বিরাট বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং এলাকাটি থানা হেডকোয়াটার হতে যেমনি বিচ্ছিন্ন অনেক দূরে তেমনি ইউনিয়ন হেডকোয়াটার থেকেও অনুরূপ অবস্থায় পড়ে যায়। তখন এই এলাকাই একমাত্র বিচ্ছিন্ন এক কোণে পড়ে থাকা অনুন্নত ও অবহেলিত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যায়।

যুগে যুগে যে কোন সমাজ, দেশ, জাতি, নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য দূরাবস্থার অমানিশায় পতিত হলে, স্বপ্নের বীজ বপন করে তার জন্য সংগ্রাম করে। এক দিন সত্যিকারের সার্থকতার স্বাদও তারা লাভ করে। তেমনি তৎকালিন এলাকার তরুণ শিক্ষিত সমাজ, মুরুব্বীরা, সচেতন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, নানা ভাবে এই এলাকাকে একটি ইবউনিয়ন করার জন্য সাকারের নিকট জোর দাবী দাওয়া ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ ইংরেজীতে ঘুমধুম, তুমব্রু, রেজু ও পাগলি ০৪টি মৌজা নিয়ে উত্তর দক্ষিণ অনেক লম্বা ৩৯ বর্গমাইলের আয়তন বিশিষ্ট এই ইউনিয়ন "ঘুমধুম ইউনিয়ন" নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৮৩ ইংরেজীর শেষভাগে এই ইউনিয়নের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন হিসাবে কার্য্যক্রম চালু হয় ১৯৮৪ ইং সন হইতে। বর্তমানে এই ইউনিয়নের বয়স একযুগ পূর্ণ হয়ে চলছে।

এই ইউনিয়নের উত্তরে নাইক্ষ্যংছড়ি ইউনিয়ন। দক্ষিণে মায়ানমার। পূর্বে মায়ানমার ও পশ্চিমে উখিয়া থানা ও রামু থানার অংশবিশেষ। উখিয়া ও রামু থানার যথাক্রমে, পাঁচটি ইউনিয়ন আড়াআড়ি ভাবে এই ইউনিয়নের প্রতিবেশী ইউনিয়ন হিসাবে অবস্থিত। এই ইউনিয়নের অধিবাসীদের মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে মুসলিম, হিন্দু, বড়ুয়া, মার্মা ও তংচইঙ্গ্যা উপজাতি। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সুন্দর সৌহার্দ্যপূর্ণ সহ অবস্থান ও প্রতিবেশী ইউনিয়নগুলির সর্বস্তরের মানুষের সহিত সকল ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে একটি সুন্দর জীবন যাত্রা।

এলাকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হেথা নিসর্গের অপরূপ রূপ,
বলিহারি প্রবাহমান পাহাড়ী
ঝর্ণার কলতান সদানন্দ বিহঙ্গেরা
কাকলীমুখর গিরি কন্দরে,
বন্য শ্বাপদেরা সশংকিত
দুঃসাহসী মানবের পদচিহ্ন
গহীন অরণ্যে, ঘামে ভিজে
কঠিন প্রস্তর হেথা পেয়েছে প্রাণ
চারিদিকে তাই শুধু সবুজের গান
আর আনন্দ প্লাবন, হেথা গড়ে
উঠেছে বিক্ষিপ্ত জনপদ তুমক্র,
ঘুমধুম, রেজু, পাগলী,
যেথা জন্ম মৃত্যু ঘটছে প্রতিনিয়ত।
সেই ক্ষণজন্মাদের, কেউ সযত্ন প্রয়াসে এই
বনাঞ্চল করেছে সুন্দর, কেউবা উন্নয়নের
গথিকে করেছে আরো বেগবান।
রোমাঞ্চ জাগে সেই সুখ স্মৃতি রোমন্থনে।
কত স্বপ্ন কত আশা প্রত্যাশা,
নিয়ে এগিয়ে চলেছে অবিরাম,
নাইক্ষ্যংছড়ি থানার একটি
ইউনিয়ন ঘুমধুম যার নাম।

কালের স্রোতে পৃথিবীর অনেক কিছুর পরিবর্তন। কত জনপদ বিলুপ্ত, নূতন কত কিছুর সৃষ্টি, অতীতের শহর পরিণত হয় পরিত্যাক্ত স্থানে, অনাবাদী জায়গায় গড়ে উঠে নূতন জনপদ। এভাবে যাচ্ছে ঘূর্ণিয়মান কালের চাকা। অতীতকে স্মরণ করে বর্তমানকে কেন্দ্র করে রচিত হয় ভবিষ্যৎ। অতীতের সব স্মৃতিগুলো আজকের ইতিহাস, আজকের প্রতিটি কার্যকলাপ আগামী দিনের স্মৃতি। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় ইতিহাস হল অতীতের সাক্ষী বর্তমানের চাকা, ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শক।

কোন এলাকা, অঞ্চল বা স্থানের পরিচয় সম্পর্কিত কিছু লিখতে হলে তা প্রজন্ম পরম্পরায় জানার জন্য ধরে রাখতে হলে আবশ্যক তার ইতিহাস জানা। এই এলাকা এক সময়ে

জম-জমাট ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাণ কেন্দ্র ছিল, তুমব্রু ঘুমধুম এলাকা জুড়ে এক কালে গড়ে উঠেছিল উত্তর অঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভাবে আদান প্রদানে সেতু বন্ধন। দেশ বিভাগ সহ পরবর্তী নানা পরিবর্তনের স্রোতে আজ তাহা বিলুপ্ত। যুগ যুগ ধরে নানা জনশ্রুতি বিভিন্ন আঞ্চলিক গীত, প্রবাদ প্রভৃতি হতে এই এলাকার একটি সুন্দর অতীত সম্পর্কে অনেক তথ্য কাহিনী জানা যায়। সংক্ষেপে তাহা এখানে তুলে ধরা হল।

নামের উৎপত্তিঃ

এই এলাকার নামগুলির উৎপত্তি অনেক পুরাতন মূলতঃ বার্মিজ শব্দ হইতে এই গুলির উৎপত্তি হয়েছে। বর্তমান লিখিত নাম গুলির বিকল্প বাংলা নামও জানা গিয়েছে। বর্তমানে নানা ভাবে বিভিন্ন সময়ে নাম গুলি পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছে।

ঘুমধুমঃ পূর্বে, ঘুংধুং, গংদং, ঘংদেং, ঘংটুং প্রভৃতি শব্দের রূপান্তরিত নাম বর্তমান ঘুমধুম। বার্মিজ ভাষায় ঘং অর্থ মাথা, টুং অর্থ শেষ। মাথার শেষ বা "শেষ মাথা"। মাথার সর্ব শেষ চুড়া বা স্থান। "নাফ নদীর শেষ মাথা" আবার কারো কারো মতে ঘং অর্থ মাথা। দেং অর্থ-অঞ্চল বা এলাকা। মাথার এলাকা বা আগার অঞ্চল। নাফ নদীর আগার অঞ্চল ঘুমধুম এলাকার ভৌগলিক অবস্থান দেখা যায় দক্ষিণে নাফ নদী বিধৌত উভয় এলাকার সর্ব শেষ একটি উপনদীর উৎপত্তিস্থল এখানে অর্থাৎ এখানে, এসেই নাফ নদী শেষ হয়েছে। সুতরাং নাফ নদীর 'শেষ মাথা' বা নাফ নদীর আগার অঞ্চল, দুটো অর্থই যুক্তি যুক্ত। বিভিন্ন জনশ্রুতি রয়েছে যে-ঘুমধুম এলাকার এই নামের পরিচিতি লাভের পূর্বে নাকি স্থানীয় ভাবে নাম ছিল 'নয়া পাড়া' অদ্যবধিও ঘুমধুম নয়া পাড়া নামে পরিচিতি আছে। যেখানে লঞ্চ ষ্টেশন ছিল বর্তমানের পুরাতন লঞ্চ ঘাট তাহা এবং তার আশে পাশের এলাকায় বসবাস করিত নাফ নদীর মৎস্যজীবিরা, তাদের অগণিত নৌকাসমূহ ঐ ঘাটে ভিড়ত এবং অবস্থান করিত। আঞ্চলিক ভাষায় 'ন' অর্থ নৌকা, নৌকার পাড়া বা 'ন পাড়া' হতে নয়া পাড়া।

তুমব্রুঃ বিভিন্ন জনশ্রুতি রয়েছে যেঃ তুমব্রু নামে পরিচিতি লাভ করার পূর্বে এই এলাকা, "শিলের কুল নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে তাহা তুমব্রু নামকরণ হয়েছে। নাফ নদীর আর একটি উপনদী তুমব্রু খাল নামে যাহা পরিচিত তাহা তুমব্রু এলাকার বাইশপারী অঞ্চলের পাহাড়সমূহের স্রোতধারা হইতে উৎপত্তি। এই খাল তুমব্রুকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে বর্তমানে একটি মায়ানমারে অপরটি বর্তমান 'তুমব্রু' বাংলাদেশে। এই পাড়টিকে বলা হতে "শিলের কুল"।

বার্মিজ ভাষায়-টং অর্থ পাহাড়। ম্রু অর্থ-শহর। পাহাড়ের শহর অর্থাৎ পাহাড়ের উপর শহর। পূর্বে যে সময় তুমব্রু বাজার একটি জম-জমাট বড় ব্যবসা বাণিজ্য ও কাজ-কারবারের স্থান ছিল। সেই সূত্রে মনে হয় আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজনেরা তুমব্রু খাল দিয়ে নৌকা সাম্পানে এখানে আসত এবং টং ম্রু নাম দিয়েছিলেন। এখনও দেখা যায় তুমব্রু বাজারটি খালের তীরে একটি ছোট টিলার উপর অবস্থিত।

আবার কারো কারো মতে টং অর্থ পাহাড়, প্রু অর্থ সাদা ভাঙ্গা সাদা পাহাড়, দক্ষিণ দিক হইতে তৎকালিন লোকজনেরা উত্তর দিকে তুমব্রু খাল দিয়ে নৌকা সাম্পান যোগে একটি সাদা ভাঙ্গা পাহাড়কে সামনে রেখে আসত বলিয়া এই নাম দিয়েছে ইত্যাদি জনশ্রুতি রয়েছে। টং ম্রু ও টং প্রু শব্দ হতে তুমব্রু নামের উৎপত্তি।

দেশ বিভাগের সময় এবং ১৯৩৫ ইং সনের ভারত শাসন আইনের ধারায় বার্মাকে পৃথক প্রদেশ করার সময় তুমব্রু ও ঘুমধুম এলাকার বিশাল অংশ ওপাড়ে পড়ে গিয়েছে।

রেজুঃ বার্মিজ ভাষায় রি-অর্থ পানি। সু-অর্থ মিঠা। অর্থাৎ মিঠা পানি। উখিয়া থানার উপর দিয়া একটি খাল রেজু খাল নামে (মিঠা পানির খাল) বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এই খালের উৎপত্তির স্থল বর্তমান রেজু এলাকা তার নামানুসারে রেজু। সুউচ্চ পাহাড়ের পাদ ঘেষে রেজু এলাকাটি একটি সুন্দর পাহাড়ী উপত্যকা, এক কালে "পাহাড়তলা" নামে পরিচিত ছিল বলিয়াও জনশ্রুতি রয়েছে।

পাগলীঃ অনুরূপ ভাবে উখিয়া থানার উপর দিয়া পাগলির খাল নামে আরও একটি স্রোতস্বিনী বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে এই খালের উৎপত্তিস্থলের নাম পাগলী মৌজা। এই মৌজাতে এখনও ব্যাপক ভাবে জন বসতি গড়ে উঠেনি। বর্তমানে মুষ্টিমেয় লোকজন আস্তে আস্তে খামার বাড়ী করে জন বসতি গড়ে তুলছে। মহাকবি আলাওল, সৈয়দ মুসা, দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন ও হযরত আবদুস ছালাম আরকানী (রাঃ) এর স্মৃতি বিজড়িত প্রাচীন রোসাঙ্গ রাজ্য আধুনিক আরাকান তথা মায়ানমারের পাশ ঘেষে নাফ নদীতে পতিত কয়েকটি প্রবাহমান স্রোত ধারার উৎপত্তিস্থল, নাফ নদীর লোনা জল যেখানে ছুঁয়েছে পাহাড়ী ঝর্ণার শীতল বারী, নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি, অনেক পুরাতন স্মৃতি কথার সাক্ষ্য বহনকারী একটি ঐতিহ্যবাহী জনপদের নাম 'ঘুমধুম' বান্দরবান পার্বত্য জেলার তথা বৃহৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্ব দক্ষিণ ও সর্ব শেষ সবচেয়ে পুরাতন একটি অঞ্চল। যার রয়েছে সুন্দর গৌরবময় ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক পঠভূমি। গুরত্বপূর্ণ একটি সীমান্ত অঞ্চল বিধায় এই এলাকার জনগণ যুগ যুগ ধরে পালন করে আসছে দেশ রক্ষার মহান দায়িত্ব ও এদেশের স্বধীনতা সংগ্রামে রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

বর্তমান মায়ানমার দেশের আরাকান প্রাচীন রোসাঙ্গ রাজ্যের সাথে, সুদূর অতীত কালে ইংরেজ শাসনামলে এবং তারও পূর্বে এক মাত্র যোগাযোগের মাধ্যম ছিল এই এলাকা, তৎকালীন উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের কাজ-কারবার ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য একমাত্র যাতায়াত এবং বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল ক্রমান্বয়ে তুমব্রু ও ঘুমধুম এলাকা। আরকানীদের বার বার বর্মীদের হাতে পরাজিত হযে বাংলার দিকে পালায়ে আসার একমাত্র সাক্ষ্যও বহন করে আসছে এই অঞ্চল। প্রাচীন জনশ্রুতি, বিভিন্ন আঞ্চলিক গীত এবং অন্যান্য সুত্র হইতে আমরা এই অঞ্চল সর্ম্পকে অনেক তথ্য ও কাহিনী জানতে পেরেছি।

যেই সময় আরাকান রোড সৃষ্টি হয় নাই। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পূর্বে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে এবং তারও পূর্বে, চট্টগ্রামের দক্ষিণে যোগাযোগ মাধ্যম সমুদ্র পথ বাদ দিলে, পায়ে হাঁটার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মানুষ যাওয়া আসা করিত। দূর দূরান্তে কাজ কারবার ও ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে। জানা যায় তখন উত্তর দিক হইতে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন পায়ে হেঁটে ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে রামু হইয়া উখিয়া থানার বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে আরাকানের নানান এলাকা ও দক্ষিণাঞ্চলের অভিমুখে তুমব্রু বাজার এসে উপস্থিত হত। রামু হতে দক্ষিণে রওয়ানা দিলে মধ্যে তুমব্রু ছিল নাকি তখন একটি উল্লেখযোগ্য প্রসিদ্ধ স্থান ও কাজ কারবারের জায়গা এবং নদী বন্দর। দক্ষিণ চট্টগ্রামের সমস্ত এলাকা ও আরাকারেন বিভিন্ন স্থানের এক মাত্র ব্যবসা বাণিজ্য ও যোগাযোগ মাধ্যম ছিল নাকি তমুব্রু বাজার। তমুব্রু বাজার হইতে নৌকা-সাম্পান যোগে আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলসহ হ্নীলা, টেকনাফ, শাহপরীর দ্বীপ প্রভৃতি স্থানের সাথে যাওয়া আসা করিত। বর্তমান তুমব্রু পুরাতন বাজার যেখানে অবস্থতি তাহা ছিল নাকি বিশাল বাজার। নদীটি ছিল নাকি বড় গভীর ও নাব্য। তুমব্রু হতে উত্তর দিকে পায়ে হেঁটে রামু হইয়া এবং রামু হতে দক্ষিণ দিকে তুমব্রু হইয়া গড়ে উঠেছিল ব্যবসা বাণিজ্য ও কাজ কারবারের যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দু। আমরা নানা জনশ্রুতি ও আঞ্চলিক গীতসহ যে সকল সূত্রে এই সম্পর্কে জানতে পারি তৎ মধ্যে এখানে একটি সূত্র উল্লেখ করা হল। এটি একটি আঞ্চলিক গীত, চট্টগ্রামের তৎকালিন আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। যেই গীতটির জনপ্রিয়তা ও সমাদর ছিল যুগ যুগ ধরে এই এলাকা, কক্সবাজার, চট্টগ্রামের বিভিন্ন দক্ষিণাঞ্চলে ও আরাকানের বিভিন্ন স্থানে। এই গীতটি কক্সবাজারের সাংবাদিক জনাব নূরুল ইসলামের লিখা হইতে জানা গিয়েছে। কক্সবাজার থানার ঈদগাঁও এলাকার জনৈক আবদুল করিম গায়েন (প্রকাশ বরকেথা গায়েন) নামক ব্যক্তির লিখা। এই গীতটি আমাদেরকে তুমব্রু এলাকা সম্পর্কে একটি সুন্দর অতীত ও উন্নত জন কোলাহল মুখর জনপদের আভাস দিয়েছে।

সম্ভবতঃ গীতটি প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে লিখা। এই গীতটি আঞ্চলিক ভাষায় নিম্নরূপঃ যাহা এখনও কোথাও কোথাও মাঝে মধ্যে গ্রামের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে, কিংবা রাখালের কণ্ঠে সুমধুর সুরে শুনা যায়। গীতটির নাম - "রং বাহার এবং গোলবাহার কন্যার গীত"।

রং বাহার লৈ, গোল বাহার লৈ,
দুনোজনে পাইত্তে সই (২)
দুনো সয়ে গবের সল্লা,
ফুলগাছ তলা বই।
ফুল গাছ তলে বসিয়া
ফুলের মালা গাঁথিয়া
অনাসুতে গাঁথের মালারে,
গলাতে লাগাইয়া।
গলাতে লাগাইয়া হার
রাস্তা রাস্তা বেড়াই যাই,
উড়ি যাইতে কাল ভ্রমরা
ধইর জ্যেরে বেড়াই।
বেড়াই ধইরজ্যেরে মাথার চুল
পেঁচি মারিরে চাম্পা ফুল।
রেশম ডোরা মেথির ছড়া
জোঁড়া গইরজ্যেরে গোল,
গোল জোঁড়া ওয়া মাথার পর
ময়ুর মার্কা ফুল চাদ্দর
ধরি চাইবার ইচ্ছা হইলেরে
লাগেরদ্দে আদর।
আদরের পরাণ বিদরে
দেখে আইলামরে নজরে
তারা দুজন বার্মার মায়ারে
হ্নীলার বাজারে,
হ্নীলার বাজারে এক করে
খিলি বানাইরে পান বেচে

এক খিলি পান চারি আনা দি
খাইত ন পারে,
রসিক ভাই অরে ফের করি,
এক খিলি পান লৈল কিনি,
তুমক্রুত্তো উখ্যার ঢালারে
পালং পারাইল
পালং পারাইলে হইল খুশী
ত অনজার লে সুগন্ধি
রংবাহার লৈ গোলবাহার লৈ,
পানত দিয়ে কি,
কি, দিয়ে কি দিয়ে বলি
রাস্তা রাস্তা হাঁডি যার
যাইতে যাইতেরে বহুত যার
রামুর না দং এর দিঘীরে
সামনে দেখা যার।
দং এর দিঘীর লে পারত যাই,
পানি খাইলরে পেট পুরাই
রং বাহারর পানর সুগন্ধি
গেলগৈরে ফুরাই।

বাংলা অর্থঃ রং বাহার এবং গোল বাহার কন্যা অপূর্ব সুন্দরী দুই জনে সই পাতছে, দুইজনে মিলে ফুল গাছ তলে বসে বসে সল্লা করছে এবং ফুলের মালা গাথিতে আছে। একাগ্রচিত্তে মালা গেঁথে গলাই লাগাচ্ছে। গলাতে ফুলের মালার হাঁর লাগাইয়া রাস্তা রাস্তা বেড়াচ্ছে কাল ভ্রমরা উড়ি যাইতে মাথার চুল ধরেছে, মাথার চুল ধরে খোঁপার চাম্পা ফুল স্পর্শ করছে। রেশমের ফিতা ও মেথির ছড়া দিয়ে গোল করে খোঁপা বাঁধছে। মাথার গোল খোঁপার উপর ময়ুর মার্কা ফুলের চাদর বা উড়না, ধরার জন্য সাধ জাগে এবং আদর লাগছে,

আদরের মন গলিয়া যায়, নজরে পড়ছে, তারা দুইজন বর্মার সুন্দরী মেয়ে হ্নীলার বাজারে খিলি বানাইয়া পান বিক্রি করছে। চারি আনা দামের পানের খিলি খাওয়া অসম্ভব। তবুও রসিক সুজনের মন আকৃষ্ট হল এক খিলি পান কিনে খেতে খেতে হ্নীলার বাজার হতে সাম্পান যোগে তুমক্রু বাজার এসে পৌছল, সাম্পান থেকে তুমক্রু হতে উখিয়ার গিরি পথ অতিক্রম করে পালং এলাকায় পৌছে মনে মনে ভাবছে খুশী মনে পানের সুগন্ধি রয়ে

গেছে রং বাহার এবং গোলবাহার পানের মধ্যে কি দিয়েছে। এই চিন্তা করতে করতে হেটে বহু দূরে যাই রামুর দং এর দিঘী পর্যন্ত পৌছল দিঘীর পাড়ে গিয়ে পেট ভরে পানি খাইল, পানের সুগন্ধি শেষ হয়ে গেল।

এই গীতের মাধ্যমে আমরা স্পষ্ট ভাবে জানতে পারি তৎকালিন রামু হইতে তুমব্রু, তুমব্রু হতে হীলার বাজার সহ দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে এবং নিঃসন্দেহে আমরা ধরে নিতে পারি তৎকালিন তুমব্রু বাজার যে একটি ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাণ কেন্দ্র ছিল এবং প্রসিদ্ধ স্থান ও নদী বন্দর ছিল।

অনুরূপ এখানে আরও একটি সূত্র উল্লেখ করা যেতে পারে, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় তুমব্রু ঘুম ধুম এলাকা জুড়ে যে বৃটিশের প্রথম ঘাটি স্থাপিত হয়েছিল, সেই সম্পর্কে নানা জনশ্রুতিও গ্রাম্য পন্ডিতদের বিভিন্ন ছড়া, গীত, প্রভৃতি এখনও শুনা যায়-যদিও বর্তমানে এই সব গীতের সমাদর কমে যাচ্ছে। দু-এক যুগ পূর্বেও এই গুলির যথেষ্ট সমাদর ছিল। আরও একটি গীতের কয়েক লাইন এখানে উল্লেখ করা হ'ল।

অ ভাই যুদ্ধ বাজিলরে (২)
জাপান বৃটিশে যুদ্ধ হইল শুরু
বৃটিশের পইল ঘাটি তুমবুরু
আগে যারগৈ গাড়ী ঘোড়া
পিছে যারগৈ খচ্চর।
তার পিচেনে চলি যারগৈ,
বৃটিশের লস্কর,
হাতে তোপ কামানরে ঐ।

অর্থঃ অভাই যুদ্ধ লেগে গেছে। জাপান এবং বৃটিশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু। বৃটিশের প্রথম ঘাটি তুমব্রু। আগে যার গাড়ী ঘোড়া পিছনে যার খচ্চর তার পিছনে যার তোপ কামান হাতে করে বৃটিশ সৈন্যের দল। আরও বহু জনশ্রুতিও এই ধরণের আঞ্চলিক গীত রয়েছে।

এই এলাকা একটি সুন্দর জম-জমাট ব্যবসা বাণিজ্য ও কাজ কারবারের স্থান ছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ এবং তার পরও এই স্থান এই ভাবে চালু ছিল। ক্রমান্বয়ে কালের স্রোতে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। নদীটি আস্তে আস্তে ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং ক্ষীণ হচ্ছে নাব্যতা নাই। সর্বোপরি নদীর পুরো অংশ যাহা যোগাযোগ রক্ষাকারী অংশ তাহা বার্মায় পড়ে গেছে।

অপর দিকে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় আরাকান রোড সৃষ্টি হলে তাহা সরাসরি ঘুমধুম গ্রামকে অতিক্রম করে বার্মার ভূচিদং পর্য্যন্ত চলে যায় তখন ঘুমধুম এলাকায় গড়ে উঠে বিশাল ষ্টেশন। নদী বন্দর ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাণ কেন্দ্র। এখনও পর্য্যন্ত যার স্মৃতির উজ্জ্বল স্বাক্ষর বিরাজমান। তখন তুমব্রুর পরিবর্তে ঘুমধুম দিয়ে শুরু হয়েছিল বেশীর ভাগ কাজ কারবার ব্যবসা বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা। কারণ সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার কারণে আরও আধুনিক রূপ ধারণ করে। এই অবস্থা চলতে চলতে ১৯৪৭ ইং সনের দেশ বিভাগের পর হতে ১৯৭১ সনের বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পর্যন্তও এই ভাবে চালু থাকে। ঘুমধুম সংলগ্ন উখিয়ার ঘাট বাস ষ্টেশন, ঘুমধুম লঞ্চ ষ্টেশন, এবং বিশাল কাজ কারবারের স্থান ও নদী বন্দর গড়ে উঠে, তখন বৃহৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে খুবই প্রসিদ্ধ স্থান হিসাবে ঘুমধুম এর পরিচিতি ছিল। অনুরূপ দেশের সর্বত্রও একই ভাবে পরিচিতি ও সুনাম ফুটে উঠে। তখন কক্সবাজার হতে বাস পৌছত এখানে এবং লঞ্চ ও নৌকা-সাম্পান, লঞ্চ প্রভৃতিতে ভরপুর থাকত সর্বদা এই ঘুমধুম। রবিবার ছুটির দিন দেশের দূর দূরান্ত থেকে পর্যটকেরা বার্মা সীমান্ত দেখার জন্য আসত এখানে। বহু বিদেশী পর্যটকবৃন্দও কক্সবাজার হইয়া আসত সীমান্ত দেখার জন্য। তৎকালিন পাকিস্তান সরকার ও বার্মার মধ্যে বিভিন্ন প্ল্যাগ মিটিং হত ঘুমধুমে, বহু বড় বড় পদস্থ লোকজনের সমাগম হত।

পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলের ঘুমধুম হইতে টেকনাফ পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হলে ১৯৭১ ইং সন হতে টেকনাফের সাথে সড়ক যোগযোগ শুরু হয়ে যায় তা পরিপূর্ণ ভাবে রূপ লাভ করার ফলে। এই এলাকার সকল কর্মকান্ড এবং প্রাণ চাঞ্চল্য সব কিছু বন্ধ হয়ে যায় এবং বিলুপ্ত হয়ে যায় বাস ষ্টেশন, লঞ্চ ষ্টেশন ও ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র ও নদী বন্দর। এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক জীবন যাত্রায়ও পড়ে যায় দুরাবস্থার চাপ। এই স্থান হতে অগণিত ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন পেশাজীবি লোকজন অন্যত্র চলে যায়। এই দিকে মৌলিক গণতন্ত্রের আমলে প্রতিষ্ঠিত তুমব্রু ইউনিয়ন কাউন্সিলটিরও বিলোপ ঘটে সব অবস্থা মিলে এলাকাটি হয়ে যায় এক কোণে পড়ে থাকা অবস্থায়।

তৎকালীন জেলা সদর, মহাকুমা সদস, থানা সদর ও ইউনিয়ন সদর হতে অনেক দূরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এলাকার যোগযোগ, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন পিছিয়ে পড়ে যায়।

বর্তমানে অনেক দাবী-দাওয়া ও প্রচেষ্টার ফলে ঘুমধুম ইউনিয়ন কায়েম হলে সার্বিক অবস্থাতে প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে ও উন্নয়নের ছোঁয়াছ লেগেছে। ঐতিহ্যবাহী একটি স্থান তার উন্নয়ন যুক্তি যুক্ত বিধায় পড়েছে প্রশাসনের সুদৃষ্টি। বর্তমানে এলাকার সার্বিক অবস্থায়

একটি দ্রুত পরিবর্তন ও সকল প্রকার উন্নয়ন তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। পরিপূর্ণতা লাভ করতে চলেছে সকল ক্ষেত্রেও। এলাকার সর্বস্তরের জনগণ, অভিজ্ঞ মহল ও প্রতিবেশী ইউনিয়নগুলির জনগণ মনে করেন, নাইক্ষ্যংছড়ি থানা সদর ৫০ কিঃ মিঃ দূরে এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি সীমান্ত এলাকা বিধায় এই ইউনিয়নকে দুইটি ইউনিয়নে ভাগ করার প্রস্তাবকে বাস্তাবায়িত করে ঘুমধুমকে একটি প্রশাসনিক থানায় পরিণত করার জন্য। উল্লেখ্য যে এই মর্মে বর্তমান চট্টগ্রাম বিভাগের মাননীয় বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় বিগত ১৯/৫/৯৪ ইং এই এলাকা পরিদর্শন করে একই মত পোষণ করেন এবং পরিদর্শন লিপিতে তাহা লিখে গেছেন। আশা করা যায় বর্তমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এই এলাকা ফিরিয়ে পাবে তার হারানো ঐতিহ্য। তার জন্য প্রয়োজন জনগণের সহযোগিতা নেতৃবৃন্দের নিরলস প্রচেষ্টা ও সরকারের সুদৃষ্টি।

"ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহের সাথে সর্বত্র যোগাযোগ মাধ্যম সমূহের বর্ণনা"

১। জেলা সদর হইতে সরাসরি সড়ক পথে রামু হইয়া টেকনাফ-কক্সবাজার রোডে=১৪৮ কিঃ মিঃ ইউনিয়ন সদর।

২। নাইক্ষ্যংছড়ি থানা সদর হইতে সরাসরি বর্তমানে রামু মরিচ্যা রোড ধরে টেকনাফ-কক্সবাজার সড়ক (আরাকান রোড) হইয়া ৫০ কিঃ মিঃ ইউনিয়ন সদর।

৩। রামু, কক্সবাজার, লিংক রোড যে কোন স্থান হইতে সড়ক পথে মরিচ্যা ষ্টেশনে নেমে পূর্ব দিকে ৪ কিঃ মিঃ ইট বিছানো রাস্তা ধরে পাতাবাড়ী বাজার হইয়া পূর্ব দিকে ৩ কিঃ মিঃ পর রেজু বরইতলি, জামিরতলি, ও মংজাই পাড়া প্রভৃতি স্থানের সহিত যোগাযোগ। উত্তর দিকে বৈদ্যের ছড়া ও অন্যান্য স্থান এবং 'পাগলির' সহিত যোগাযোগ।

৪। কোর্ট বাজার ষ্টেশন হইতে পূর্ব দিকে ভালুকিয়া পালং হইয়া ইট বিছানো রাস্তা ৬ কিঃ মিঃ পর রেজু ফাত্রাঝিরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা।

৫। উখিয়া ষ্টেশন হইতে ৬ কিঃ মিঃ পূর্ব দিকে রেজু আমতলি ও পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহের সহিত যোগযোগ (মাটির রাস্তা)।

৬। কতু পালং স্কুলের সামনে নেমে পূর্ব দিকে ৩ কিঃ মিঃ ইট বিছানো রাস্তা ধরে উত্তর ঘুমধুম বড়বিল, আজুখাইয়া প্রভৃতি স্থান সমূহ।

৭। কচুবনিয়া নেমে ০ কিঃ মিঃ কচুবনিয়া গ্রাম ও কাঃ বিঃ খাঃ রাস্তা ধরে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ।

৮। উখিয়া ঘাট কাষ্টম চেক পোষ্ট বা পুরাতন বাস ষ্টেশন সংলগ্ন ঘুমধুম। টেকনাফ-কক্সবাজার সড়কের প্রায় ১ কিঃ মিঃ পাকা রাস্তা সহ আরাকান রোডের পরিত্যাক্ত বর্তমানে পাকা করা ১.৯৫ কিঃ মিঃ পাকা রাস্তার পার্শ্বে ও দুই পার্শ্বে অবস্থিত দঃ ঘুমধুম এলাকা। পুরাতন লঞ্চ ষ্টেশন, হাইস্কুল, বেতবুনিয়া বাজার প্রভৃতি হইয়া সরাসরি ৩ কিঃ মিঃ ইট বিছানো রাস্তা ধরে ইউ,পি অফিস, তুমব্রু বাজারসহ তুমব্রু, বাইশপারী প্রভৃতি এলাকা।

৯। জেলা সদর, থানা সদর ও ইউনিয়ন সদর হইতে ইউনিয়নের প্রত্যেক ওয়ার্ডের সাথে যোগাযোগ করার মত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

টেকনাফ-কক্সবাজার সড়ক হইতে পূর্ব দিকের সকল সংযোগ রাস্তাসমূহ ইট বিছানো, রিক্সা, বেবী টেক্সী ও জীপ চলাচল উপযোগী, জরুরী কাজে বড় যানবাহন ও চলাচল করতে পারে। কিছু কিছু সংযোগ রাস্তার সাথে সংযোগ মাটির রাস্তা ও রয়েছে।

বর্তমানে তুমব্রু হইতে রেজুর দিকে রাস্তা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও নাইক্ষ্যংছড়ি থানা সদর হইতে ঘুমধুম অভিমুখে সড়ক ও জনপথ বিভাগ দ্রুত নির্মাণ কাজ করে যাচ্ছে। ইহা বাস্তবায়িত হলে সরাসরি ইউনিয়ন সদরের সহিত প্রতিটি ওয়ার্ড ও থানা সদরের সহিত সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

একনজরে ঘুমধুম ইউনিয়ন (পরিসংখ্যান)

জেলা সদর হইতে দূরত্ব = ১৪৮ কিঃ মিঃ

থানা সদর হইতে দূরত্ব = ০৫০ কিঃ মিঃ

১।	নাম ঃ	০৩ নং ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদ
	থানাঃ	নাইক্ষ্যংছড়ি
	পোঃ	বালুখালী
	জেলাঃ	বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
২।	সীমানাঃ	উত্তরে-নাইক্ষ্যংছড়ি ইউনিয়ন দক্ষিণে-মায়ানমার পূর্বে- মায়ানমার পশ্চিমে-উখিয়া থানা ও রামু থানার অংশ বিশেষ।
৩।	আয়তনঃ	৬২.৭৪ বর্গ কিঃ মিঃ
৪।	মোট ওয়ার্ডঃ	০৩টি, ১ নং- তুমব্রু ওয়ার্ড, ২ নং- ঘুমধুম ওয়ার্ড ও ৩ নং - রেজু ওয়ার্ড।
৫।	মোট মৌজা ০৪টি ঃ	২৭১ নং তুমব্রু মৌজা ২৬৭ নং ঘুমধুম মৌজা ২৬৮ নং রেজু মৌজা ও ২৭৩ নং পাগলী মৌজা।
৬।	লোক সংখ্যাঃ	১৯৯১ ইং সনের আদম শুমারী মতে ১০,৭৬৬ জন। বর্তমান হিসাবে- ১১,৫,২৫ জন।
৭।	ভোটার সংখ্যাঃ	৫,৪৪৪ জন।
৮।	মোট পরিবার সংখ্যাঃ	১৯৯১ ইং সনের আদম শুমারী মতে- ১৭৭১টি। বর্তমান -২১৯৭ টি।
৯।	অধিবাসীঃ	মুসলিম, হিন্দু, বড়ুয়া, তংচইঙ্গ্যা ও মারমা। বাঙ্গালী = ৮,৬১৯ জন উপজাতি = ২,১৪৭ জন। (১৯৯১ ইং সনের আদম শুমারী মতে)

১০। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানঃ মসজিদ = ২১ টি, বৌদ্ধ মন্দির = ১০টি, হিন্দু মন্দির ০১টি

১১। বি,এস,কোয়াটারঃ ০২টি

১২। বি, ডি, আর, ক্যাম্পঃ ০৫টি।

১৩। বাজার সংখ্যাঃ ০৩টি তৎমধ্যে তুমব্রু ও ঘুমধুম বাজার দুইটি অনেক পুরাতন মধ্যে দুর্বল হয়ে যায় বর্তমানে পুনঃবাজারের মর্যাদায় চালু হয়েছে। একটি রেজু বরইতলি বাজার অনুমোদন প্রাপ্ত চালু হতে চলছে।

১৪। কম্যুনিটি সেন্টারঃ ০২টি,

১৫। পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রঃ ০১টি।

১৬। পশু চিকিৎসালয়ঃ ০১টি,

১৭। সমাজ কল্যাণ মিলনায়তনঃ ০১টি,

১৮। বাজার শেড-০১টি,

১৯। নার্সারী-০২টি,

২০। টিউব ওয়েল-তারা পাম্প ও ডি, এস, পি, সহ-৩১০টি,

২১। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-০৯টি,

২২। বেসরকারী রেজিষ্ট্রাট প্রাথমিক বিদ্যালয়-০৩টি,

২৩। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-০১টি।

২৪। জুনিয়র হাই স্কুল-০১টি,

২৫। উচ্চ বিদ্যালয়-০১টি

২৬। কে, জি, স্কুল-০১টি,

২৭। এবতেদায়ী মাদ্রাসা-০১টি

২৮। হাফেজিয়া মাদ্রাসা-০১টি,

২৯। গণ পাঠাগার-০১টি

৩০। যাত্রী ছাউনি-০১টি,

৩১। ফোরকানিয়া মাদ্রাসা - ১৫টি

৩২। মোট কাঁচা রাস্তা-৬০ কিঃ মিঃ

৩৩। মোট ইট বিছানো রাস্তা-১৪ কিঃ মিঃ

৩৪। মোট পাকা রাস্তা-২.৯৫ কিঃ মিঃ

৩৫। পাকা পুল-০২টি,

৩৬। পাকা কালভার্ট-২২টি
৩৭। কাঠের পুল-০৬টি,
৩৮। আধা পাকা পুল-০২টি
৩৯। বেরী বাঁধ-০৫ কিঃ মিঃ,
৪০। স্লুইচ গেট-০১টি
৪১। মৎস্য পুকুর-০২টি,
৪২। রিং ওয়েল-১৯টি
৪৩। সেচ প্রকল্প-১৭টি,
৪৪। সেচ নলকূপ-৩৭টি
৪৫। পুকুর-৩১টি,
৪৬। পাবলিক শৌচাগার-০২টি
৪৭। কবরস্থান-০৮টি,
৪৮। মজা পুকুর-০৪টি
৪৯। মৎস্যজীবি সমিতি-০১টি,
৫০। বেসরকারী চিংড়ী প্রকল্প-১৪টি,
৫১। বারাব প্লট-৭৮টি
৫২। বেসরকারী চিংড়ী ক্রয় ও সরবরাহ কেন্দ্র -০৮টি
৫৩। গ্রাম ডাক্তার-১১ জন,
৫৪। ফার্মেসী-০২টি
৫৫। ধান কল-০৮টি,
৫৬। স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা-১৪৭টি
৫৭। হর্টিকালচার প্লট-০৪টি
৫৮। পশু পালন খামার-০১টি
৫৯। গণ শিক্ষা কেন্দ্র, ইঃ ফাঃ পরিচালিত-০৯টি।
৬০। কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকা-৩৭ জন
৬১। কর্মরত মাধ্যমিক শিক্ষক-০৭ জন
৬২। কর্মরত হেডম্যান-০৪ জন
৬৩। কর্মরত কারবারী, সরকারী ভাতা ভোগী ও বেসরকারী মিলে মোট-১৪ জন
৬৪। নিকাহ রেজিস্ট্রার-০১ জন
৬৫। কর্মরত বি, এম,-০৩ জন
৬৬। কর্মরত এন, জি, ও, কর্মি-১৩ জন

৬৭। কর্মরত জন স্বাস্থ্য প্রকৌশল কর্মি-০৩ জন
৬৮। সমাজ কল্যাণ কর্মি-০১ জন
৬৯। স্বাস্থ্য পরিদর্শক-০১ জন
৭০। স্বাস্থ্য কর্মি-০৫ জন
৭১। রিক্সা গাড়ী-৫৫টি,
৭২। বেবী টেক্সী-০৩টি
৭৩। জীপ (চাঁদের গাড়ী)-০২টি
৭৪। বাস- ০২টি।
৭৫। মোটর সাইকেল-০৫টি,
৭৬। মোটর কার-০১টি
৭৭। টিভি সেট-১৪টি,
৭৮। ঠেলাগাড়ী-০৭টি

কৃষি তথ্যঃ

১। মোট আবাদী জমি-১৪০০ একর
২। এক ফসলি জমি-১১৫০ একর
৩। দু'ফসলি জমি-৭০০ একর
৪। তিন ফসলি জমি-৭০ একর
৫। আবাদ যোগ্য পতিত জমি-১৫০ একর

প্রধান প্রধান উৎপন্ন পণ্যঃ

ধান, পান, তরমুজ, কলা, আনারস, কুল ও অন্যান্য শাক-সবজী।

পরিবার পরিকল্পনা তথ্যঃ

১। মোট সক্ষম দম্পতির সংখ্যা-১৫০৫ জন
২। পদ্ধতি ব্যবহারকারীর সংখ্যা-৯০৪ জন
৩। পদ্ধতি ভিত্তিকঃ (ক) খাওয়ার বড়ি-৪৮০ জন, (খ) কনডম-২২০ জন (গ) কপারটি-৩৮ জন (ঘ) বন্ধ্যাকরণ-৪৮ জন (ঙ) ইনজেকশন-১১৮ জন। লক্ষ্য মাত্রা-৬০% (সি, ও, আর)

কর্মচারীঃ

১। চিকিৎসা সহকারী -০১ জন পদ শূন্য
২। পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা - ০১ জন
৩। পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক - ০১ জন
৪। পরিবার কল্যাণ সহকারী - ০১ জন
৫। পরিবার কল্যাণ সহকারী পদ শূন্য - ০২ জন
৬। আয়া-০১ জন পদশূন্য
৭। এম,এল,এস,এস - ০১ জন।

ইপিআইঃ

১। মোট শিশু - ৪৮২ জন
২। ডি, পি,টি, - ৪৫০ জন
৩। বি, সি, জি, - ৪৫০ জন
৪। হাম-৪০০ জন
৫। গর্ভবতী মহিলা - ২২৪ জন, টি,টি গ্রহণকারী -২০০ জন
সাধারণ মহিলা-১০০৫ জন।
৬। টি. টি. গ্রহণকারী - ৮৯৫ জন
৩০ শে আগষ্ট '৯৫ পর্যন্ত।
বর্তমান - ৫ বৎসর বয়সের শিশু সংখ্যা =১৮৩২ জন
১৯৯৫ ইং সনের পূর্ণ অগ্রগতির রিপোর্ট

ই, পি, আই ১৯৯৫ সনের অগ্রগতি

ডি,পি,ডি,			পোলিও						টি,টি,গর্ভবতী					টি,টি, সাধারণ	
১ম	২য়	৩য়	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	বি,সি,জি	হাম	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	১ম	২য়
৪৩৫	৪৬০	৩৩৫	৫২২	৫২২	৪১৮	৯৭	৫৬১	৪৪৫	২০০	১৯১	১১৩	১৫	৪	৬২৬	৬০৭

১। স্নাতকত্তোর ডিগ্রীধারী - ০৪ জন
২। স্নাতক ডিগ্রীধারী - ১২ জন
৩। এইচ,এস,সি - ১৮ জন
৪। এস,এস,সি - ৪২ জন
৫। এস,এস,সি পরীক্ষার্থী - ২৭ জন, ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে
৬। এইচ,এস,সি পরীক্ষার্থী - ০৭ জন
৭। স্নাতক ডিগ্রী পরীক্ষার্থী - ০৫ জন
৮। উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রী-২৭৫ জন (ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয় সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে)
৯। অধ্যয়নরত-কলেজ ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা -৩১ জন
১০। বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য - ০৩ জন
১১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত - ২০৪০ জন (কে,জি ও অন্যান্য সহ)
১২। কামেল পাশ - ০৬ জন
১৩। এফ, এম, পাশ -১৭ জন
১৪। কামেল ও এফ, এম, অধ্যয়নরত -১১ জন
১৫। ফোরকানিয়া মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রী -১৭০০ জন (অধ্যয়নরত)
১৬। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত -১১ জন (বিভিন্ন পর্যায়ে)
১৭। আইনজীবী - ০১ জন। ১৮। আইন অধ্যয়নরত - ০৫ জন
১৯। মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক - ০২ জন
২০। উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক - ০৫ জন
২১। প্রাথমিক কে,জি ও অন্যান্য প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক - ১৯ জন
২২। অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক - ০৩ জন। ২৩। অবসর প্রাপ্ত সৈনিক - ০৬ জন
২৪। চাকুরীরত সৈনিক - ০২ জন। ২৫। বি,এড পাশ - ০২ জন
২৬। প্রাইমারী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক - ০৫ জন। ২৭। সার্ভে কোর্স পাশ - ০১ জন
২৮। গাড়ীর ড্রাইভার - ১২ জন। ২৯। বেবী টেক্সী চালক - ০৫ জন

মোট পেশাজীবি পরিবারঃ

১। চাকুরীজীবি পরিবার - ৩৫
২। ব্যবসায়ী পরিবার - ৪৭
৩। মৎস্যজীবি পরিবার - ৫৫ জন
৪। মৃৎ কুটির শিল্পী (কুমার) পরিবার - ৪০
৫। শ্রমজীবী পরিবার - ৭০০
৬। কৃষিজীবি পরিবার - ৮৯৪
৭। বিত্তহীন সমবায় সমিতি - ০৪টি
৮। কৃষি সমবায় সমিতি - ০৯টি।

ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদের

১৯৯৫–৯৬ ইং অর্থ বৎসরের বাজেট

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	বরাদ্দকৃত টাকা	ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	বরাদ্দকৃত টাকা
১	বসত বাড়ীর উপর টেক্স	৩০,০০০	১	চেয়ারম্যানের সম্মান ভাতা	৩,৬০০
২	বিবিধ ট্যাক্স	২০,০০০	২	সচিবের বেতন	৩৬,০০০
৩	দোকান ব্যবসা লাঃ ফিঃ	২,০০০	৩	পিয়নের বেতন	১২,০০০
৪	বিবাহ ট্যাক্স	২,০০০	৪	মেম্বারদের ভাতা	১৪,৪০০
৫	বিনোদনের ট্যাক্স	১,০০০	৫	ট্যাক্স আদায় কমিশন	৭,৫০০
৬	খোয়ার নিলাম	৩,০০০	৬	কৃষি খাতে সাহায্য	২,০০০
৭	রিক্সা ও অন্যান্য লাঃ ফিঃ	২,০০০	৭	বিভিন্ন সেচ বাধে সাহায্য	৩,৫০০
৮	দালান নির্মাণ ফিঃ	১,০০০	৮	রাস্তাঘাট চলাচল ব্যবস্থা (রক্ষাণাবেক্ষণ)	২,০০০
৯	শালিসী ফিঃ	৫০০	৯	শিক্ষা (উদযাপন)	৪,০০০
১০	প্রত্যায়ন পত্র	২,৫০০	১০	অফিস খরচ	৪,৫০০
১১	সরকারী মজুরী	৩০,০০০	১১	অতিথি আপ্যায়ন	২,৫০০
১২	প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত	১,০০০	১২	ভ্রমণ ভাতা	২,০০০
				শেষ উদ্বৃত্ত	১,০০০
	মোট আয় (পঁচানব্বই হাজার টাকা)	৯৫,০০০		মোট ব্যয় (পচাঁনব্বই হাজার টাকা)	৯৫,০০০

সার্বিক উন্নয়নের ধারা

যোগাযোগঃ

এই ইউনিয়ন যদিও প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী একটি অঞ্চল, একটি পুরাতন জনপদ। দীর্ঘদিন যাবৎ এর যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে সেকেলে অবস্থায় পড়ে থাকে। বিগত পাঁচ বৎসরে এই পরিষদের প্রচেষ্টায় এই এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। তৎকালিন, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদ, বর্তমান থানা পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। শান্তকরণ কর্মসূচী, স্থানীয় সরকার পরিষদ, বান্দরবান পার্বত্য জেলা, কাঃ বিঃ খাঃ প্রকল্প, ইউ, এন, এইচ, সি, আর কার্য্যক্রম ও শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কার্য্যক্রমও তার অধীন ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প প্রভৃতির সহিত যোগযোগ ক্রমে ও সহায়তায় ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে ঘুমধুম পুরাতন আরাকান রোডের পরিত্যাক্ত অংশ বিশেষ ১.৯৫ কিঃ মিঃ রাস্তাটি পাকা করা হয়েছে। তুমব্রু হইতে ঘুমধুম রাস্তাটি ৭.০০ কিঃ মিঃ ইট বিছানো ঘুমধুম খালের পাকা ব্রীজ ও প্রয়োজনীয় কালভার্ট সমূহ সহকারে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুন্দর ভাবে স্থাপিত হয়েছে। কুতুপালং হইতে আজুখাইয়া গ্রাম পর্যন্ত ৩.০০ কিঃ মিঃ ইট বিছানো রাস্তা প্রয়োজনীয় বক্স ও পাইপ কালভার্টসহ নির্মাণের দ্বারা সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে। কচুবনিয়া হইতে উত্তর ঘুমধুম রাস্তা প্রয়োজনীয় কাঠের পুল ও পাকা পুল সহ সংস্কার সাধন সহ এখনও কাজ চলছে শীঘ্রই উক্ত রাস্তায় ইট বিছানোর কাজ শুরু হইবে। রেজু ফাত্রাজিরীর উচু পাহাড় কেটে অনেক নীচু করে উভয় প্বার্শের ড্রেইন, ইট বিছানো সহ প্রয়োজনীয় পাকা কালভার্ট সহ ফাত্রাঝিরীর সহিত সুন্দর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। রেজু বৈদ্যের ছড়া খালের উপর কাঠের সেতু নির্মাণের মাধ্যমে উত্তর রেজুর সহিত যোগাযোগ সাধিত হয়েছে। উত্তর ঘুমধুম রড় বিল, মগঘাট হইতে তমুব্রু পর্য্যন্ত অভ্যন্তরীণ রাস্তা সংস্কার ও পাকা কালভার্ট নির্মাণসহ শরনার্থী শিবির রাস্তা প্রায় ৩.০০ কিঃ মিঃ ইট বিচানো সহ, শিবিরের শেষ প্রান্ত হইতে তুমব্রুর সাথে কালভার্ট সহ সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ঘুমধুম পুরাতন লঞ্চঘাট রাস্তা কালভার্ট সহসংস্কার অনতিবিলম্বে ইট বিছানো হইবে। তুমব্রু পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পর্য্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানে সহ ঘুমধুম বি, ডি, আর, ক্যাম্প হইতে তুমব্রুর সংযোগ রাস্তা সংস্কার, ঘুমধুম গ্রামের মধ্য দিয়া দরবেশ আলীর বাড়ী হইয়া জলপাইতলি রাস্তার সংযোগ রাস্তা পাইপ কালভার্ট সহ সংস্কার। ইহা ছাড়াও ইউনিয়নের সর্বত্র ছোট ছোট পায়ে হাটবার গ্রামীণ সংযোগ রাস্তাসমূহ এবং ছোট ছোট কালভার্ট, কাঠের সেতু প্রভৃতি প্রতিটি ওয়ার্ডে উল্লেখযোগ্য ভাবে সংস্কার সাধন করা হয়েছে। বর্তমানে আরও যোগাযোগ ব্যবস্থার মান উন্নয়ন, সংস্কার সাধন নূতন রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতির যথেষ্ট কাজ করার আবশ্যকতা রয়েছে বিধায় এ সকল প্রকল্পগুলি হাতে নেওয়া

হয়েছে এবং প্রক্রিয়া ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আশা করা যায় এই উন্নয়নের ধারা ও প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হলে পুরো ইউনিয়ন এলাকার সর্বত্র উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হইবে এবং প্রতিটি পাড়া, গ্রাম তার আওতায় পড়ে যাবে। কর্তৃপক্ষের সুনজর এবং জনগণের সহযোগিতা ও নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টা আবশ্যক।

শিক্ষা ব্যবস্থাঃ

দীর্ঘদিন অত্র এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় যেমন স্থবিরতা নেমে এসছিল, তেমনি শিক্ষা ক্ষেত্রেও পশ্চাদপদতা কম ছিলনা। বর্তমানে ঘুমধুম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপ দেওয়া হয়েছে। ইহার পূর্ণাঙ্গতা ও উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য ভাবে সাধিত হয়েছে বার বার ঘূর্ণি বিধ্বস্ত হওয়া সত্বেও ০২টি নূতন ভবন নির্মাণ সহ সমস্থ ভবনগুলো সংস্কার, সিড়ি সংস্কার, বিদ্যুতায়ন, পানি সরবরাহের ব্যবস্থা সহ শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, শিক্ষক ডরমিটরী, ছাত্রাবাস, স্কুলের নামে স্থায়ী আমানত সহ উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। অত্র পরিষদের গত পাঁচ বৎসরের কার্য্যক্রমে এই স্কুলের উন্নয়নের লক্ষ্যে বার বার বিভিন্ন সংস্থা হইতে সাহার্য্য প্রদানের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। স্কুলের জমিতে পাহাড়গুলিতে গণস্বাস্থ্য কর্তৃক মুলি বাঁশের চাষ করা হয়েছে। জমিগুলি সংস্কারের জন্যনালা খননেন একটি প্রকল্পও বাস্তবায় করা হয়েছে। বিগত পাঁচ বৎসরে অত্র ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। ০৩টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, রেজিষ্ট্রেরী লাভসহ ০৩টি স্কুল গৃহ নির্মাণ করা হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ, শিক্ষার উপকরণ প্রদানসহ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আরও একটি বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল বর্তমানে চালু করা হয়। সরকারী রেজিষ্ট্রেরী পাওয়ার জন্য জোর প্রচেষ্টা চলছে। বর্তমানে আরও ০২টি প্রাঃ স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালনায় ০৯টি গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়।

বিগত ৫ বৎসরে ০৩টি বেসরকারী ও ০৯টি সরকারী বিদ্যারয় বারবার মেরামত সহ সবগুলি স্কুল পুনঃ নির্মাণ করা হইয়াছে। কেবল মাত্র ০৩টি স্কুল, সেও যে কোন সময় টেন্ডার সহ কাজ শুরু হওয়ার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তৎমধ্যেও বড় ধরনের মেরামত কাজ সাধিত হয়েছে। এই ছাড়া প্রায় স্কুলসমূহে খেলার মাঠ সংস্কার, সিড়ি, টিউবওয়েল, শৌচাগার প্রভৃতির সুব্যবস্থা করা হয় ও বাকীগুলি করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

কৃষি ও বনায়নঃ

এই পরিষদের প্রচেষ্টায় বিগত পাঁচ বৎসরে কৃষি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্য জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। প্রদর্শনী প্লট, কৃষকদের প্রশিক্ষণ, সার ও বীজ বিতরণ, স্প্রে মেশিন প্রদান, পাম্প মেশিন সরবরাহ সহ ঘূর্ণিঝড় উত্তর বিভিন্ন চারা বিতরণ, বীজ ও কীট নাশক ঔষধ বিতরণ, সামর্থ্য অনুসারে করা হয়েছে। এই ছাড়াও গণস্বস্থ্য এন, জি, ও'র উদ্যোগে

সড়ক পার্শ্বে বনায়ন, ৫০ একর পাহাড়র মূলি বাঁশের চাষ, খাল পাড়ে বরাক বাঁশের চাষ, ১.৫০ একর পাহাড়ে পরীক্ষামূলক সাগর কলার চাষ সহ একটি আধুনিক মানের নার্সারী স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে একটি আনারস ও ০১টি কাঁকরলের প্রকল্প পরীক্ষামূলকভাবে হাতে নেওয়া হয় ও কাজ চলছে। প্রতি বৎসর ইরি চাষের বাঁধসমূহের সহায়ক মঞ্জুরী হিসাবে অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। তুমব্রু এলাকায় একটি খাল খনন করে পুরো তুমব্রু এলাকাকে সেচ সুবিধা সহ জলাবদ্ধতা দূরিকরণের মাধ্যমে দ্বিগুণ ফসল উৎপাদনের আওতায় আনা হয়েছে। পরিত্যাক্ত উচ্চভূমি অর্থাৎ পাহাড়গুলিতে বিভিন্ন ফল মূল ও শাক-সবজির বাগান করার জন্য ব্যাপক ভাবে পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়। কৃষি বিষয়ক ও বিভিন্ন উৎপাদন ব্যাপারে সকল প্রকার সহযোগিতা ও উপদেশ প্রদান করার জন্য এবং এন,জি,ও কার্যক্রমগুলি পরিচালনা করার জন্য গণস্বাস্থ্যের একজন কৃষি বিষয়ক ০৪ বার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত কৃষিবিদ ইউ,পি অফিসে থেকে সার্বক্ষণিক জনগণকে সহযোগিতা করিয়া যাচ্ছেন। যে কোন সময় জনগণকে যে কোন ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কৃষি বিষয়ক উপদেশ প্রদানের জন্য তিনি সার্বক্ষণিক কাজ করে যাচ্ছেন। এই এলাকার অর্থকরী ফসল পান ও তরমুজ উল্লেখযোগ্য ভাবে উৎপাদন হয়। এইগুলিকে আধুনিককরণ সহ কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সহায়তাসহ সার্বিক সাহার্য্যের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি পড়লে কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে।

মৎস্যঃ

মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা সম্ভব না হলেও জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ঘুমধুম এলাকার ৫.০০ কিঃ মিঃ বেড়ী বাঁধটি প্রয়োজনীয় স্লুইচ গেট সহ নির্মাণের জন্য প্রকল্প অনুমোদন হইয়া পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক টেন্ডার ও কার্যাদেশের অপেক্ষায় আছে। ইহা বাস্তবায়িত হইলে রপ্তানীযোগ্য চিঙড়ী উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই এলাকায় একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে এবং দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। বর্তমানে একটি মৎস্য পুকুর সংস্কার করে ইউ, পি'র তত্ত্বাবধানে মৎস্য চাষ করা হইয়াছে। আরও কিছু মজা পুকুর সংস্কার করে মৎস্য চাষের আওতায় আনার জন্য এবং ছোট ছোট কিছু বাঁধ নির্মাণ করে কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টির মাধ্যমে মৎস্য চাষ, (সেচ সুবিধা ও জলকষ্ট নিবারণ) প্রভৃতির জন্য জোর চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টির ফলে এই প্রক্রিয়া চালু করা হইলে এলাকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে। অত্র পরিষদের সহযোগিতায় ও প্রচেষ্টায় নাইক্ষ্যংছড়ি থানা পরিষদ কর্তৃক বিনা মূল্যে পোনা বিতরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া আরও জোরদার করা হচ্ছে। এলাকার উল্লেখযোগ্য পুকুরসমূহে (অর্থাৎ মসজিদ পুকুর) প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের মাধ্যমে মৎস্য চাষের আওতায় আনার জন্য জোর প্রচেষ্টা

অব্যাহত রয়েছে। এলাকায় উল্লেখযোগ্য মৎস্য চাষ করার লক্ষ্যে এন, জি, ও, কার্য্যক্রম চালু করার জন্যও জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

কুটির শিল্পঃ

ঘুমধুম ও তুমব্রু এলাকার মৃৎ কুটির শিল্প দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে আসছে। বর্তমানে অর্থনৈতিক দূরাবস্থাও আধুনিকরণের অভাবে এই শিল্প বিলুপ্ত হতে চলেছে। ঘুমধুম এলাকায় বর্ষা মৌসুমে কাজ করার সুবিধার্থে একটি শেড নির্মাণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান না থাকায় তাদের অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন সম্ভব হয়নি। বিসিক এর তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষন প্রদান করা হলেও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ সহ সার্বিক সুবিধা প্রদান ও সাহার্য্যের জন্য এই পরিষদ জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হলে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এই এলাকার মৃৎ কুটির শিল্পীরা দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে।

এই এলাকার উপজাতিদের বাঁশ ও বেতের কাজ এবং বিলুপ্ত প্রায় কাপড় বুনার কাজ প্রভৃতিতে প্রয়োজনীয় সাহার্য্য প্রদান সহ আধুনিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে তাদের অর্থনৈতিক জীবন উন্নত হইবে। এই ব্যাপারে অত্র পরিষদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সরকারী সুদৃষ্টি আবশ্যক।

রাবার চাষ ও উচু ভূমি প্রসঙ্গেঃ

এই ইউনিয়নের পাহাড়গুলির মাটি রাবার চাষের জন্য উপযোগী বলিয়া প্রথম পর্যায়ে পরীক্ষা করে প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া প্রথম পর্যায়ে অগণিত রাবার প্লট বরাদ্দ এখানেই দেওয়া হইয়াছিল। তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে রাবার চাষের অগ্রগতি সাধিত হয় নাই। যদি সমস্ত প্লটগুলিতে রাবার চাষ ও উৎপাদন শুরু হয় এই এলাকা দেশের অর্থনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। পূর্বে এই এলাকার উচু ভূমিগুলিতে প্রচুর গাছ, বাঁশ সহকারে নিবিড় বন নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্য বিরাজ করে শোভা পেত। বর্তমান নানা কারণে ও অবৈধভাবে উজাড় এবং রেহিঙ্গ্যা শরনার্থীদের কবলে পড়ে বনসমূহ উজাড় হয়ে গেছে।

বর্তমানে বন বিভাগ কর্তৃক রেজু এলাকায় ব্যাপক ভাবে বনায়ন কাজ চালু হইয়াছে এবং অন্যান্য স্থানে গণ স্বাস্থ্য এন, জি, ও, কর্তৃক ব্যক্তি মালিকানাধীন পাহাড়সমূহে মুলি বাঁশের বাগান সহ অন্যান্য বাগান করা শুরু হইয়াছে। এ ব্যাপারে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণসহ সার্বিক প্রচেষ্টা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অত্র পরিষদ চালিয়ে যাচ্ছে। আশা করা যায় এই এলাকাতে আগামী দিনে দেশের পরিবেশ লালনের নিমিত্তে পূর্বের মত নয়নাভিরাম সবুজের সমারোহ পুনঃ গড়ে উঠবে।

চিকিৎসাঃ

দীর্ঘদিন যাবৎ জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে একটি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে। একটি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থাকলেও তাহা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ব্যাপারে কাজ-কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। তাই এই ইউনিয়নে একটি আধুনিক উন্নতমানের হাসপাতাল স্থাপন সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, তাই বারবার সরকারের নিকট এই ব্যাপারে তুলে ধরা হচ্ছে দাবী। গণস্বাস্থ্য এন,জি,ও, কর্তৃক একটি হাসপাতাল স্থাপন করার জন্য প্রস্তাব রয়েছে তাহা কার্যকরী করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চলছে। ইহা ছাড়াও কয়েকটি ফ্রি ফ্রাইডে প্রোগ্রাম সম্পন্ন সংস্থাকে অত্র এলাকাকে সংক্ষিপ্ত ভাবে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা ও চলছে। নাইক্ষ্যংছড়ি সদর হইতে একটি মফস্বল চিকিৎসক দল যাতে মাঝে মাঝে এই এলাকা ঘুরে যায় তার প্রস্তাব ও রাখা হয়েছে। এই ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কর্মিদের দ্বারা ই, পি, আই, কার্য্যক্রম এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্য্যক্রম খুবই সন্তোষজনক ভাবে লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করেছে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলঃ

অত্র পরিষদের বিগত পাঁচ বৎসরের প্রচেষ্টায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের সহযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তারা পাম্প, টিউবওয়েল, স্থাপনসহ রেজু ও বাইশপারী যেখানে টিউবওয়েল কৃতকার্য্য হয়না সেখানে রিংওয়েল স্থাপন সহ পানীয় জলের সমস্যা নিরসনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ইউ, এন, এইচ, সি, আর, কার্য্যক্রমের আওতায় অনেকগুলি রিং ওয়েল রেজু ও বাইশপারী এলাকায় বর্তমানে যার সংখ্যা দাড়িয়েছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগেরগুলি সহ ১৯টিতে। আরও প্রয়োজনীয় সংখ্যক তারা পাম্প, রিং ওয়েল, প্রভৃতি স্থাপনের জোর প্রচেষ্টা ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের সহিত সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত আছে। বর্তমানে অত্র পরিষদের প্রচেষ্টায় জনগণকে বিতরণ করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ দ্বারা থানা পরিষদের আর্থিক সহায়তায় একটি স্বাস্থ্য সম্মত পায়খান নির্মাণ কেন্দ্র ঘুমধুম পুরাতন লঞ্চঘাট এলাকায় স্থাপন করা হইয়াছে। পর্যায়ক্রমে এই প্রক্রিয়া জোরদার করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

পশু সম্পদঃ

বর্তমানে ঘুমধুম এলাকায় স্থাপিত পশু চিকিৎসালয়টিতে লোকের অভাবে কোন চিকিৎসক নাই। অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত চিকিৎসালয় মেরামত সহ চিকিৎসক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র চালু হইলে রীতিমত গবাদি পশুর চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক প্রদান করা হইবে। বর্তমানে নাইক্ষ্যংছড়ি থানা সদর হইতে রীতিমত এক দল কর্মি এই ইউনিয়নের সর্বত্র পরিষদের সার্বিক সহযোগিতায় গবাদি পশুর টিকা,

ইনজেকশন প্রভৃতি প্রদান করিয়া আসছেন। জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে অত্র পরিষদের সহযোগিতায় অত্র পরিষদের একজন সদস্যের উদ্যোগে তুমব্রু এলাকায় একটি আধুনিক ছাগলের খামার স্থাপন করা হয়েছে। এন, জি, ও, কার্য্যক্রমের মধ্যে মৎস্য চাষ করার পরিকল্পনা থাকিলেও তাদের সাথে অত্র এলাকাতে ব্যাপক ভাবে গবাদি পশুর খামার উন্নত জাতের গরুর খামার প্রভৃতি স্থাপন করার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অত্র এলাকায় কিছু উদ্যোক্তা বড় ধরনের ডেইরী ফার্ম স্থাপন করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তাহা বাস্তবায়িত হলে জনগণের উদ্বুদ্ধকরণ সহ অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হইবে। অত্র এলাকার মানুষের পুঁজি বিনিয়োগ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিয়া উক্ত মর্মে উদ্যোক্তাদেরকে প্রয়োজনীয় সকল সাহার্য্য সহযোগিতা ও ব্যাংক ঋণ গ্রহণের জন্য সম্ভাব্য সহযোগিতা প্রদান করার জন্য এই পরিষদ সর্বদা সচেষ্ট।

বিদ্যুতায়নঃ

বিগত পাঁচ বৎসরের কর্মকান্ডের মধ্যে অত্র পরিষদের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য কাজ হল সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে ঘুমধুম, তুমব্রু ও রেজু এলাকায় বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন ও সংযোগ করা, বর্তমানে প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ হইতে এলাকার সর্বত্র লাইন স্থাপন করে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের জন্য জোর প্রচেষ্টা চলছে। পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কাম্য।

ধর্ম বিষয়কঃ

বিগত পাঁচ বৎসরের কর্মকান্ডে অত্র পরিষদ ইউনিয়নের সর্বত্র কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নাই যে, যেখানে যৎসামান্য সাহর্য্য হলেও পৌছেনি। ১৯৯১ ইং ঘুর্ণিঝড় ও ১৯৯৪ ইং এর ঘুর্ণিঝড় উত্তর অবস্থাতেও অন্য সময়ে প্রতিটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ধর্ম মন্ত্রণালয় সহ স্থানীয় সরকার পরিষদের ও অন্যান্য সংস্থার সাহার্য্য সামর্থ্য অনুযায়ী পৌছানো হয়েছে। বর্তমানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ের উৎসকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠানগুলিতে পুকুর সংস্কার করে মৎস্য চাষের আওতায় আনার একটি পরিকল্পনা চালু করা হয়েছে। প্রত্যেক মসজিদ, মন্দির, বৌদ্ধ মন্দির যেই গুলিতে পুকুর আছে পর্যায়ক্রমে এইগুলি এর আওতায় পড়বে যেগুলিতে পুকুর খনন সহ প্রক্রিয়া চালু করা হইবে। এই ব্যাপারে অত্র পরিষদ নিরলস চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

ত্রাণ কার্য্যক্রমঃ

এই পরিষদের বিগত পাঁচ বৎসরের কর্মকান্ডের মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার একে একে বড় ধরনের দুইটি প্রলংকরী ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা করা। প্রতিবার অত্র পরিষদ, তৎকালিন উপজেলা পরিষদ, বর্তমান থানা পরিষদ, স্থানীয় সরকার পরিষদ, জেলা প্রশাসন জেলা ত্রাণ কার্য্যক্রমের মাধ্যমে ও গণস্বাস্থ্য এন,জি,ও'র সহায়তায় উল্লেখযোগ্য ভাবে

ঘূর্ণি দুর্গতদের মধ্যে ঢেউটিন, টাকা, কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী সামর্থ্য অনুযায়ী প্রদান করিতে সক্ষম হয় এবং ঘূর্ণি বিধ্বস্ত এলাকার সকল স্থাপনাসমূহকে পুনঃ মেরামত করে কার্য্যক্রম চালু করিতে সক্ষম হয়। সীমিত সম্পদ দিয়ে অফুরন্ত সমস্যা সমাধানে এই পরিষদের ত্রান কার্যক্রম বারবার সন্তোষজনক ছিল। ইহাছাড়া রীতিমত এই এলাকার ৩টি ওয়ার্ডের ৩০ জন দুঃস্থ মহিলাকে অত্র পরিষদ ভি, জি,ডি কর্মসূচীর আওতার সাহর্য্য প্রদান, সকলের মাসিক সঞ্চয় সহ কিছু কিছু মহিলার ছাগল ও হাঁস মুরগী ক্রয় করে লালন পালনের মাধ্যমে অবস্থার উন্নতির সকল কার্য্যক্রমের সার্বিক সহায়তা দিয়ে আসছে।

হাটবাজার উন্নয়নঃ

অত্র ইউনিয়নে উল্লেখযোগ্য বড় ধরনের হাট বাজার না থাকলেও ঘুমধুম বাজারে একটি গণ শৌচাগার, একটি ইউরিনাল সহ একটি টিউবওয়েল স্থাপন করে, তুমব্রু বাজারে বাজার শেডসহ গণ শৌচাগার ও পাকা ড্রেইন নির্মাণ হয়েছে। যেখানে যাহা প্রযোজ্য সামর্থ্য অনুযায়ী করে যাচ্ছে। রেজু এলাকায় একটি বাজার "রেজু বরইতলি বাজার" নামে অনুমোদন লাভ করে চালু হতে চলছে। এই গুলির সার্বিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রক্রিয়া পরিষদের উদ্যোগে অব্যাহত রয়েছে।

সমাজ কল্যাণঃ

সমাজ কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে অত্র পরিষদের সার্বিক সহযোগিতায় বিভিন্ন সেবামূলক সাহায্য, সেলাই মেশিন প্রদান, গৃহ নির্মাণ সাহায্য, ঋণ বিতরণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সাহায্য সহ বিভিন্ন কায্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। পল্লী অঞ্চলের পেশাজীবি মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই পরিষদ সকল প্রকার প্রক্রিয়া চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যঅহত রেখেছে।

বিবিধঃ

অত্র পরিষদের প্রচেষ্টায় বহু ধরনের বিবিধ কার্য্যক্রম যাহা একান্ত ভাবে মানুষের কল্যাণের জন্য সম্পাদন করা হয়েছে। প্রক্রিয়া চালু রয়েছে এবং প্রচেষ্টাও অব্যাহত আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সাহায্যে ইউনিসেফের অর্থপুষ্ট একটি কমিউনিটি সেন্টার রেজু এলাকায় স্থাপন করা হয়েছে। সুবিধাজনক স্থানে একটি ব্যাংকের শাখা স্থাপনের প্রচেষ্টা চলছে। বিগত ১৯/৫/৯৪ ইং তারিখে এই এলাকা পরিদর্শনের সময় মাননীয় বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম মহোদয়ও উক্ত ব্যাপারে এবং টেলিফোন লাইন সংযোগের ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন এবং পরিদর্শন লিপিতে লিখে যান। প্রস্তাবিত একটি পোষ্ট অফিসের

শাখা স্থাপনেরও জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বেকার যুবকদের কর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে একটি বহুমুখী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য এ পরিষদ কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যাহা সরকারী ভাবে হউক অথবা এন,জি,ও কার্য্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হউক। তার জন্য জোর প্রচেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে সরকারী সুদৃষ্টি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পদক্ষেপ কাম্য। আশা করা যায় এই গুলি বাস্তবায়িত হইলে এলাকায় একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে।

রোহিঙ্গ্যা শরনার্থী কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় লোকজনদের মধ্যে অত্র পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টা ও জোর তদবিরের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে ক্ষতি পূরণ আদায় করা হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্তরা পেয়েছেন। সরকারী নিরূপণকৃত হিসাব মতে ২৮% ভাগ প্রদান করা হয়। আরও ৭২% ভাগ পাওয়ার জন্য জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এই মর্মে এই পরিষদ সর্বত্র যোগাযোগ ও প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুনজর কাম্য। এছাড়াও বিগত সময়ে সীমান্ত পরিস্থিতি, শরনার্থী সমস্যা প্রভৃতিতে অত্র পরিষদ দেশ রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে ও প্রশাসনিক সহযোগিতা হিসাবে সরকারকে সার্বক্ষণিক সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

আইন শৃঙ্খলাঃ

নাইক্ষ্যংছড়ি থানা সদর দূরে হওয়ায় ও স্থানীয় দীর্ঘ দিনের পুলিশ ফাঁড়িটি তুলে নেওয়ায় এবং রোহিঙ্গ্যা সমস্যার কারণে এই এলাকার আইন শৃঙ্খলার অবনতির মূল কারণ। পূর্বে একটি স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি, ডি,এস, বি, শাখাসহ এই এলাকায় ছিল। ১৯৮৬ ইংরেজীর দিকে পুলিশ ফাঁড়িটি তুলে নিয়ে চেক পোষ্ট হিসাবে একজন সহ-দারোগা ও কয়েকজন কনবষ্টেবলকে অস্ত্র-সস্ত্র বিহীন অবস্থায় রাখেন। তাহাদের স্থায়ী ক্যাম্পটি বি. ডি. আর. বাহিনী দখল করিলে তাহারা স্থানীয় ইউ. পি. অফিসে স্থান নেয়। ১৯৯২ ইংরেজীর দিকে ইহাও তুলে নেওয়া হয়। বর্তমানে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে অত্র পরিষদ পুনঃ পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের জন্য জোর প্রচেষ্টে চালিয়ে আসছে। বর্তমানে একটি পরিপূর্ণ আই, সি, ক্যাম্প স্থাপন করার সকল আনুষঙ্গিক প্রাথমিক প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। প্রস্তাব, স্থান নির্বাচন সহ সব কিছু শেষ হয়েছে। শুধু জনগণ অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে আই, সি, ক্যাম্পের কর্মকান্ড শুরুর জন্য। এই ব্যাপারে এখনও প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমানে রীতিমত নাইক্ষ্যংছড়ি থানা হইতে পুলিশ দলের আগমন সহ টহল ব্যবস্থার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যাহা অত্র পরিষদ সকল সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। রেজু এলাকার আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের জন্য ০২ প্লাটুন সশস্ত্র গ্রাম প্রতিরক্ষা দল কাজ করে যাচ্ছে। আই, সি, ক্যাম্পটি জরুরী ভাবে স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় আই, জি, ও ডি, আই, জি মহোদয়ের সুদৃষ্টি কাম্য।

ইউনিয়নের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

৮/১০/০৭

মসজিদসমূহ

১। তুমব্রু বাইশপারী মসজিদ
২। তুমব্রু পুরাতন জামে মসজিদ
৩। তুমব্রু বাজার জামে মসজিদ
৪। তুমব্রু কুমার পাড়া মসজিদ
৫। তুমব্রু পশ্চিম কুল মসজিদ
৬। ঘুমধুম জলপাইতলি মসজিদ
৭। ঘুমধুম বেতবুনিয়া মসজিদ
৮। ঘুমধুম পুরাতন জামে মসজিদ
৯। উত্তর ঘুমধুম কচুবনিয়া মসজিদ
১০। উত্তর ঘুমধুম বড়বিল মসজিদ
১১। উত্তর ঘুমধুম আজুখাইয়া মসজিদ (১)
১২। উত্তর ঘুমধুম আজুখাইয়া মসজিদ (২)
১৩। রেজু ভালুকিয়া পাড়া মসজিদ
১৪। রেজু বৈদ্যের ছড়া মসজিদ
১৫। রেজু নূতন পাড়া মসজিদ
১৬। রেজু রিপুজি পাড়া মসজিদ
১৭। দঃ ঘুমধুম পুরাতন লঞ্চঘাট মসজিদ
১৮। দঃ ঘুমধুম ঘোনা পাড়া মসজিদ
১৯। তুমব্রু উত্তর পাড়া মসজিদ
২০। তুমব্রু ঘোনা পাড়া মসজিদ
২১। তুমব্রু মুহম্মদপুর মসজিদ

হিন্দু মন্দিরঃ

১। তুমব্রু বাজার পুরাতন হিন্দু মন্দির

বৌদ্ধ মন্দিরসমূহঃ

১। তুমব্রু বাইশপারী বৌদ্ধ মন্দির
২। তুমব্রু হেডম্যান পাড়া বৌদ্ধ মন্দির
৩। উত্তর ঘুমধুম বৌদ্ধ বিহার
৪। রেজু মগ পাড়া বৌদ্ধ মন্দির
৫। রেজু ফাত্রাঝিরী বৌদ্ধ মন্দির
৬। রেজু ভালুকিয়া পাড়া বৌদ্ধ মন্দির
৭। রেজু বরইতলি পাড়া বৌদ্ধ মন্দির
৮। রেজু জামিরতলি পাড়া বৌদ্ধ মন্দির
৯। রেজু হেডম্যান পাড়া বৌদ্ধ মন্দির
১০। রেজু চুল্লা পাড়া বৌদ্ধ মন্দির।

এবতেদায়ী হাফেজিয়া ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসাসমূহ

১। ঘুমধুম জলপাইতলি এবতেদায়ী মাদ্রাসা
২। তুমব্রু বাজার হাফেজিয়া মাদ্রাসা
৩। তুমব্রু বাইশপারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা
৪। তুমব্রু উত্তর পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা
৫। তুমব্রু ঘোনা পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা
৬। তুমব্রু বাজার ফোরকানিয়া মাদ্রাসা
৭। তুমব্রু পশ্চিমকুল ফোরকানিয়া মাদ্রাসা
৮। ঘুমধুম জলপাইতলি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা
৯। ঘুমধুম বেতবুনিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা
১০। ঘুমধুম দক্ষিন পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা
১১। উত্তর ঘুমধুম কচুবনিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা
১২। উত্তর ঘুমধুম বড়বিল ফোরকানিয়া মাদ্রাসা
১৩। উত্তর ঘুমধুম আজুখাইয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা
১৪। রেজু বৈদ্যের ছড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা
১৫। রেজু নূতন পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা
১৬। রেজু ভালুকিয়া পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা
১৭। তুমব্রু মধ্যম পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বান্দরবান পার্বত্য জেলা কর্তৃক পরিচালিত গণ পাঠাগার, গণ শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ ও শিক্ষকগণের নাম

১। তুমব্রু ইউ,পি অফিস সংলগ্ন গণ পাঠাগার। (চালু হবার পথে)

	কেন্দ্রঃ	শিক্ষকের নাম
১।	তুমব্রু পশ্চিমকুল কেন্দ্র	মৌঃ ছালেহ আহমদ
২।	তুমব্রু বাজার কেন্দ্র	মৌঃ জাফর আলম
৩।	তুমব্রু উত্তর পাড়া কেন্দ্র	কাজী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর
৪।	তুমব্রু পুরাতন জামে মসজিদ কেন্দ্র	মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী
৫।	দঃ ঘুমধুম পুরাতন জামে মসজিদ কেন্দ্র	মৌঃ মোঃ সেলিম উল্লাহ
৬।	ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র	মৌঃ মোঃ এনামুল হক
৭।	ঘুমধুম জলপাইতলি কেন্দ্র	মোঃ নূরুল কবির
৮।	ঘুমধুম নোয়াপাড়া কেন্দ্র	মৌঃ মোঃ আবদুল মালেক
৯।	ঘুমধুম বেতবুনিয়া কেন্দ্র	মৌঃ মোঃ নূরুল আমিন

বর্তমানে কর্মরত উচ্চবিদ্যালয়, কে.জি. ও প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের নাম ও প্রধান শিক্ষকগণের তালিকা

১। জনাব, মোঃ খাইরুল বশর, প্রঃ শিঃ ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়
২। জনাব মোঃ চালেহ আহমদ, অধ্যক্ষ তুমব্রু আজিজিয়া কে, জি, স্কুল
১। জনাব মোঃ রসিদ আহামদ, তুমব্রু প্রাঃ বিদ্যালয়
২। জনাব মোঃ সাজেদ উল্লাহ, দঃ ঘুমধুম প্রাঃ বিদ্যালয়
৩। জনাব মোঃ আবদুছ সালাম, বাইশপারী প্রাঃ বিদ্যালয়
৪। বাবু নির্মল কুমার, ভাজাবনিয়া বেঃ রেঃ প্রাঃ বিদ্যালয়
৫। বাবু রতন কুমার বড়ুয়া, কচুবনিয়া বেঃ রেঃ প্রাঃ বিদ্যালয়
৬। বাবু মিন্টু কুমার বড়ুয়া, রেজু বৈদ্যের ছড়া বেঃ রেঃ প্রাঃ বিদ্যালয়
৭। জনাব নূরুল ইসলাম, রেজু মগপাড়া প্রাঃ বিদ্যালয়
৮। বাবু সুদত্ত কুমার বড়ুয়া, রেজু ফাত্রাঝিরী প্রাঃ বিদ্যালয়

৯। জনাব মোঃ ইদ্রিচ, উঃ ঘুমধুম ১ নং প্রাঃ বিদ্যালয়
১০। জনাব গোলাম মোস্তফা, উঃ ঘুমধুম ২ নং প্রাঃ বিদ্যালয়
১১। জনাব মোস্তাক আহাং, রেজু হেডম্যান পাড়া প্রাঃ বিদ্যালয়
১২। জনাব কবির আহাং, রেজু বরইতলি প্রাঃ বিদ্যালয়
১৩। জনাব সৈয়দ হামজা, রেজু গর্জনবনিয়া বেঃ প্রাঃ বিদ্যালয়

বর্তমানে কর্মরত হেডম্যান বৃন্দ

১। জনাব মোঃ নূরুল হক হেডম্যান, ২৬৭ নং ঘুমধুম মৌজা
২। বাবু মংচাইনু (ভারপ্রাপ্ত) হেডম্যান ২৭১ নং তুমব্রু মৌজা
৩। বাবু চাটাঅং হেডম্যান, ২৬৮ নং রেজু মৌজা
৪। বাবু উক্যাচিং হেডম্যান, ২৭৩ নং পাগলি মৌজা।

এই ইউনিয়নের বাসিন্দা যারা চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করে গেছেন

১। জনাব মরহুম আবদুর রহিম, চেয়ারম্যান-সাবেক তুমব্রু ইউনিয়ন কাউন্সিল
২। বাবু নিলাপ্রু হেডম্যান (প্রয়াত), -ঐ-
৩। বাবু মাথাইনু চাকমা (প্রয়াত), -ঐ-
৪। ~~জনাব আলহাজ্ব আজিজুন হক মাষ্টার, বৃহৎ নাইক্ষ্যংছড়ি ইউ,পি~~
৫। বাবু অরবিন্দ বড়ুয়া, বর্তমান ঘুমধুম ইউ,পি।

এই ইউনিয়নের বাসিন্দা যারা মেম্বার পদে দায়িত্ব পালন করে গেছেন

ঘুমধুমঃ

১। জনাব আবদুল কাদের সিকদার
২। জনাব মরহুম ছিদ্দিক আহমদ
৩। জনাব আবদুল গণি
৪। জনাব কালামিয়া
৫। জনাব গোলাম চোবান সিকদার
৬। জনাব মরহুম মনছুর আলী সিকদার
৭। জনাব গোরা চাঁন কারবারী

তুমব্রুঃ

১। জনাব মরহুম আবুদল মজিদ
২। বাবু নিথামপ্রু চাকমা
৩। জনাব ঠান্ডামিয়া মেম্বার
৪। জনাব মরহুম আজিম উদ্দিন মেম্বার
৫। জনাব মোঃ আনোয়ার মেম্বার।

রেজুঃ

১। বাবু কিনা মোহন কারবারী
২। বাবু মিঅং হেডম্যান
৩। বাবু মাষ্টার নিতীপূর্ণ বড়ুয়া
৪। বাবু ক্ষেপুরি চাকমা।

এই ইউনিয়নে যারা হেডম্যান পদে দায়িত্ব পালন করে গেছেন

২৭১ নং তুমব্রু মৌজাঃ

১। মরহুম মোঃ আলী হেডম্যান
২। মরহুম ফজর আলী
৩। প্রয়াত অং কুয়াইঙ্গ্য হেডম্যান
৪। প্রয়াত ক্ষ্যায়জালা হেডম্যান।

২৬৭ নং ঘুমধুম মৌজাঃ

১। মরহুম আবদুল জলিল সিকদার
২। মরহুম মোঃ মাজুল হেডম্যান

২৬৮ নং রেজু ও ২৭৩ নং পাগরী মৌজাঃ

১। প্রয়াত বাবু কি চাইং হেডম্যান
২। প্রয়াত বাবু মি অং হেডম্যান
৩। প্রয়াত বাবু নিলাপ্রু হেডম্যান।

বর্তমান ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদ

১। জনাব আলহাজ্ব মোঃ খাইরুল বশর, চেয়ারম্যান

সদস্য

১ নং তুমব্রু ওয়ার্ড

১। জনাব আলী আকবর, মেম্বার
২। জনাব দিল মোহাম্মদ ছিদ্দিকী, মেম্বার
৩। জনাব সিরাজুল হক, মেম্বার

সদস্য

২ নং ঘুমধুম ওয়ার্ড

১। জনাব আলী চাঁন, মেম্বার
২। বাবু লক্ষ্মীকান্ত বড়ুয়া, মেম্বার
৩। জনাব রশীদ আহমদ , মেম্বার

সদস্য

৩ নং রেজু ওয়ার্ড

১। বাবু প্রদীপ কুমার বড়ুয়া
২। জনাব ফরিদ আলম
৩। বাবু উদিনা চাকমা

মনোনীত মহিলা সদস্যাগণ

১। আবিয়া খাতুন, তুমব্রু
২। মীনা বড়ুয়া, ঘুমধুম
৩। মাকিং চা, রেজু

সচিব

১। জনাব মোঃ হামিদুল হক বিগত জুলাই '৯৫ হইতে ইস্তফা দিয়েছেন। পদটি শূন্য।
২। আবদুল মালেক, পিয়ন হিসাবে দায়িত্বরত আছেন।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আলহাজ্ব মোঃ খাইরুল বশর

চেয়ারম্যান

নাইক্ষ্যংছড়ি থানার প্রথম বাঙ্গালী গ্রাজুয়েট জনাব আলহাজ্ব মোঃ খাইরুল বশর। ~~জন্ম ও শৈশব ২৭১ নং তুমব্রু মৌজা~~। শৈশবে তুমব্রু প্রাথমিক বিদ্রালয় ও মক্তবে, পরে ঘুমধুম, উখিয়া সহ কক্সবাজার ইলিয়াছ মিয়া চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখা পড়া করেন ও উক্ত বিদ্যালয় হইতে এস,এস,সি পাশ করেন। কক্সবাজার সরকারী কলেজ হইতে এইচ,এস,সি ও স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। চট্টগ্রাম বঙ্গবন্ধু 'ল' টেম্পলে আইন অধ্যয়ন করেন। ছাত্র জীবন হইতে নানা রকম সমাজ সেবা মূলক কাজে জড়িত এবং একান্ত শান্ত, নম্র, ধার্মিক, চরিত্রবান ও দেশ হিতৈষী এবং ~~সকলের~~ প্রিয়ভাজন। কলেজ জীবনে তৎকালিন ইউ,ও,টি,সি'র বর্তমান বি,এন,সি,সি'র একজন সক্রিয় ক্যাডেট ছিলেন। ~~বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান সহ, ঘুমধুম ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার জন্য রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা~~। বিলুপ্ত ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়কে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন সহ দীর্ঘদিন ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘদিন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে সাংবাদিকতার কাজ করে এই এলাকার সার্বিক অবস্থার বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরতে সমর্থ হন। ১৯৮৯ ইং সন হইতে ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। দীর্ঘদিন যাবৎ অনুন্নত অনগ্রসর এই এলাকার সার্বিক অগ্রগতির জন্য নিরলস ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এলাকার উন্নয়নের পথিকৃৎ হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন। যার বহুমুখী অবদান এলাকার সর্বক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভাবে বিরাজমান।

জনাব আলী আকবর

সদস্য

জন্ম ও শৈশব ২৭১ নং তুমব্রু মৌজা। শৈশবে তুমব্রু প্রাইমারী স্কুল ও মক্তবে এবং পরে উখিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। কিশোর বয়স হইতে নানা রকম সমাজ কর্মে লিপ্ত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন কারা নির্যাতীত মুক্তি যোদ্ধা। ১৯৭৭ ইং হইতে তৎকালিন নাইক্ষ্যংছড়ি ইউ, পি, বর্তমান ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পদে বার বার নির্বাচিত হইয়া দায়িত্ব পালন করিয়া আসছেন। স্বাধীনতার পর কিছু দিন পঞ্চায়েত চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন। একজন নিরলস সমাজ কর্মি।

জনাব, দিল মোহাম্মদ ছিদ্দিকী

সদস্য

জন্ম ও শৈশব ২৭১ নং তুমব্রু মৌজা। তুমব্রু প্রাঃ স্কুল ও মক্তবে লেখা পড়া শেষে উখিয়া উচ্চ বিদ্যালয় হইতে এস,এস,সি পাশ করেন। কক্সবাজার কলেজেও অধ্যয়ন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রাখেন ১৯৮৯ ইং হইতে অত্র পরিষদের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছেন। একজন শিক্ষিত তরুণ সমাজ কর্মি।

মোঃ সিরাজুল হক

সদস্য

জন্ম ও শৈশব উখিয়া, তুমব্রু প্রাঃ স্কুল মক্তব ও উখিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়া শুনা করেন। ১৯৮৯ ইং সন হইতে অত্র পরিষদের নির্ধারিত সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়া যাইতেছেন। একজন সরল শান্ত সমাজ কর্মি।

বাবু লক্ষ্মীকান্ত বড়ুয়া

সদস্য

জন্ম ও শৈশব ২৬৭ নং ঘুমধুম মৌজার উত্তর ঘুমধুম বড়ুয়া পাড়া। শৈশবে উত্তর ঘুমধুম প্রাঃ স্কুলে লেখা পড়া শেষে উখিয়া উচ্চ বিদ্যালয় হইতে এস,এস,সি পাশ করেন। কর্ম জীবনের প্রথমে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পরে নানা রকম সমাজ সেবা মূলক কাজে লিপ্ত হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রাখেন। স্বাধীনতার পর কিছু দিন ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটির চেয়ারম্যান পদেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৪ ইং হইতে অত্র পরিষদের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়া আসছেন। একজন যোগ্য সমাজ কর্মি।

জনাব রশিদ আহমদ

সদস্য

জন্ম ও শৈশব ২৬৭ নং ঘুমধুম এলাকার উত্তর ঘুমধুম। শৈশবে উত্তর ঘুমধুম প্রাঃ স্কুল ও মক্তবে লেখা পড়া শেষে উখিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। নানা সমাজ সেবা মূলক কাজে লিপ্ত থেকে বিগত ১৯৮৯ ইং সন হইতে অত্র পরিষদের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এক জন তরুণ সমাজ সেবক।

জনাব আলী চাঁন

বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য

জন্ম ও শৈশব ২৬৭ নং ঘুমধুম মৌজার দক্ষিণ পাড়া। শৈশবে দক্ষিণ ঘুমধুম প্রাঃ স্কুল ও মক্তবে পড়াশুনা করেন। নানা রকম সমাজ কর্মে লিপ্ত থেকে বিগত ১৯৭৭ ইং হইতে বৃহৎ নাইক্ষ্যংছড়ি ইউনিয়ন ও বর্তমান পরিষদের সদস্য পদে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সবচেয়ে বয়োজেষ্ঠ একজন সদস্য।

বাবু প্রদীপ কুমার বড়ুয়া

সদস্য

জন্ম ও শৈশব উখিয়া থানার রত্না পালং এর ভালুকিয়া গ্রাম। শৈশবে রত্না পালং ও পরবর্তীতে রামু খিজারী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় হইতে এস,এস,সি এবং চট্টগ্রাম হইতে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন ও আইনে অধ্যয়ন করেন। ১৯৮৯ ইং হইতে অত্র পরিষদের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। একজন উচ্চ শিক্ষিত তরুণ সমাজ সেবক।

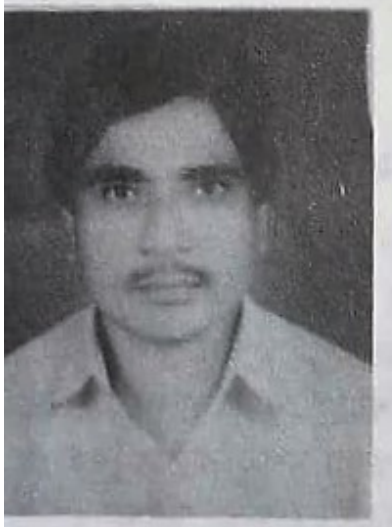

জনাব ফরিদ আলম

সদস্য

জন্ম ও শৈশব উখিয়া থানার করইবনিয়া গ্রাম। শৈশবে স্থানীয় প্রাঃ স্কুল ও মক্তবে লেখা পড়া শিখে পরে উখিয়া উচ্চ বিদ্যালয় হইতে এস, এস, সি, পাশ করেন। ১৯৮৯ ইং হইতে অত্র পরিষদের সদস্য পদে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। একজন শিক্ষিত তরুণ সমাজকর্মী।

বাবু উদিনা চাকমা

সদস্য

জন্ম ও শৈশব ২৬৮ নং রেজু মৌজা। শৈশবে রেজু প্রাঃ স্কুলে লেখাপড়া করেন। নানা রকম সমাজ কর্মে লিপ্ত থেকে ১৯৮৪ ইং হইতে অত্র পরিষদের সদস্য হিসাবে দায়িত্বে আছেন। ইউনিয়নের একজন ঐতিহ্যবাহী উপজাতীয় পরিবারের সদস্য ও যোগ্য সমাজ কর্মি।

আবিয়া খাতুন

সদস্যা

জন্ম ও শৈশব ২৭১ নং তুমব্রু মৌজা। মনোনীতা সদস্যা হিসাবে এই পরিষদের দায়িত্ব পালন করিতেছেন। বর্তমানে তিনি নাইক্ষ্যংছড়ি থানা পরিষদেরও মনোনীতা সদস্যা।

মীনা বড়ুয়া

সদস্যা

জন্ম ও শৈশব লোহাগাড়া থানায়। এক যুগেরও বেশী সময় ধরে এই এলাকায় বসবাসরত। তার স্বামী একজন গ্রাম্য ডাক্তার। বর্তমানে এই পরিষদের মনোনীতা সদস্যা হিসাবে দায়িত্বে আছেন।

মাকিংচা

সদস্যা

জন্ম ও শৈশব ২৬৮ নং রেজু মৌজা। বর্তমানে ৩ নং রেজু ওয়ার্ড হইতে মনোনীতা মহিলা সদস্যা হিসাবে এই পরিষদের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

আবদুল মালেক

অফিস সহকারী

মুক্তিযুদ্ধে ঘুমধুম

মোঃ হামিদুল হক, বি,এ

এখানেও মুক্তি পাগল মানুষগুলো,
হাতে তুলে নিয়েছিল হাতিয়ার
পড়েছিল নগ্নভাবে হানাদারের
অপবিত্র পা, হিংস্র ছোবল।
ঝরেছিল শহীদের তাজা রক্ত,
বেজে উঠেছিল মুক্তি যোদ্ধার
কাঁধে অস্ত্রের ঝনাৎকার।
কৈশোর, যৌবন ও তারুণ্য
মেতে উঠেছিল লভিতে
স্বাধীনতার স্বপ্ন সাধ।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। অনেক রক্ত ঝরার পর এদেশের স্বাধীনতা এসেছে। স্বাধীনতার স্বপ্ন সাধ লাভ করিতে ঝাপিয়ে পড়ে ছিল গ্রাম বাংলার সর্বস্তরের মানুষ। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ যে ভাবে রেখেছে স্বাধীনতার জন্য অবদান, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রেখেছে এই এলাকার জনগণও। মফস্বলের গৌরব গাঁথা হাজারো টুকরো ইতিহাস কেই বা মনে রেখেছে, কেইবা রাখছে কার খোজ। কিন্তু বিন্দু দিয়েই যে সিন্ধু।

গুরুত্বপূর্ণ একটি সীমান্ত অঞ্চল বান্দরবান পার্বত্য জেলার সর্ব দক্ষিণ নাফ নদীর শেষ মাথায় অবস্থিত ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত এই জনপদের অধিবাসীরা যেমনি সাক্ষী নানা ঘটনা প্রবাহের তেমনি যুগ যুগ ধরে রেখে আসছে দেশ রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের গৌরবময় অবদান। অনুরূপ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসেও উজ্জ্বল স্মৃতির স্বাক্ষর হিসাবে থাকবে এই এলাকার মানুষের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও উৎসর্গের কথা।

এই এলাকার মানুষ দেখেছে জাপান বৃটিশের যুদ্ধ সারা দুনিয়ার অগণিত বিভিন্ন জাতীয় যোদ্ধা, সৈনিকের কাঁধে ও হাতে কত রকমের অস্ত্রের ঝনাৎকার। আরাকানবাসীর স্বাধিকার আন্দোলনের কত ঘাত-প্রতিঘাতের চিহ্ন ও কত নির্যাতনের করুণ কাহিনী। স্বাধীনতা সংগ্রামেরও নানা ঘটনা প্রবাহ। অগণিত শরনার্থীদের প্রাণের ভয়ে পলায়ে আসার নিদারুণ দৃশ্য। বিপদগ্রস্ত মানুষের হাহাকার রোল। কিভাবে দিয়েছে দেশের স্বাধীনতার অন্তরালে নারী পুরুষ ও শিশুরা অজোরে অশ্রু বিজর্সন। আবার বিজয়ের আনন্দে সৃষ্টি

সুখের উল্লাসে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দৃশ্যও। মানুষ মানুষের জন্য দিয়েছিল হাত বাড়িয়ে সার্বিক সহযোগিতার ও সুখে দুঃখের সাথী হওয়ার। পরিস্থিতি পরিবেশ ও অবস্থান বাধ্য করে আসছে বারবার মানুষকে বহন করতে জীবনের ঝুকি। তাই এই এলাকার মানুষগুলো হয়ে উঠেছে সাহসী, উদার ও সকল কিছু সহ্য করার মত অনুভূতিশীল।

১৯৭১ ইং সনের ৭ই মার্চের জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর যখন দেশের সর্বত্র উক্ত ডাকে সাড়া দিয়ে গ্রামে গঞ্জে, মহল্লায় লেগেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের ঢেউ, গড়ে উঠেছিল সংগ্রাম পরিষদ ও ঘরে ঘরে দুর্গ। প্রস্তুতি চলছিল শত্রুর মোকাবিলার। এই এলাকার মানুষের গায়ে লেগেছিল সেই হাওয়া বাধ্য করেছিল তখনকার পরিস্থিতি। যথা সময়ে এখানেও গড়ে উঠেছিল সংগ্রাম পরিষদ। এখানকার তারুণ্যের চোখে মুখেও দেখা দিয়েছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন সাধ লভিতে, অগ্নি স্ফুলিঙ্গ।

তৎকালিন এলাকার অন্যতম ছাত্রলীগ কর্মী অকুতভয় তরুণ, দেশপ্রেমিক, বর্তমানে ~~ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদের সুযোগ্য চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব মোঃ খাইরুল বশর ও সেদিনের তার [redacted] জনাব দিল মোহাম্মদ সিদ্দিকী বর্তমান ইউ,পি সদস্য। উভয়ে যথাক্রমে তৎকালীন নাইক্ষ্যংছড়ি থানা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। গড়ে তুলেন সংগ্রাম পরিষদ~~। সংগঠিত করে তরুন সমাজকে গড়ে তুলেছিল স্বাধীনতার চেতনায় দ্বীপ্ত দুর্ভেদ্য প্রাচীর। তাদেরকেও সংগ্রাম পরিষদকে সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান উপদেশ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন তৎকালীন ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যিনি হানাদারের হাতে শহীদ হন। কক্সবাজার জেলার স্বনামধন্য খ্যাতিমান জ্ঞান তাপস শিক্ষক, অন্যতম শিক্ষাবিদ বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, শহীদ মোঃ ইলিয়াছ মিয়া, বি,এ/বি,এড সাহেব। সকল রকম সাহায্য সহযোগিতা দিয়েছিল এলাকার সকল বিশিষ্ট শিক্ষিত লোকজন ও সর্বস্তরের মানুষ। এই সংগ্রাম পরিষদের সমস্ত কার্য্যক্রম পরিচালনায় সেদিন গুরু দায়িত্ব পালন করেছিলেন তৎকালীন সরকারী চাকুরী জীবি ~~তরুণ দেশ হিতৈষী বর্তমানে এলাকার বিশিষ্ট~~ শিক্ষিত ~~সমাজ সেবক আলহাজ্ব মোঃ নূরুল বশর~~। ~~সার্বিক ভাবে সহযোগিতা ও কঠোর পরিশ্রম করে কাজ করেছিলেন~~ মরহুম জনাব জাকের হোসেন মাষ্টার। জনাব মৌঃ রশিদ আহমদ ও কতিপয় শিক্ষক, ছাত্র ও এলাকার তরুণ সমাজ।

১৯৭১ এর ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষনার পর এই এলাকাতে সংগ্রাম পরিষদ প্রথম উড়ান স্বাধীন বাংলাদেশের নূতন পতাকা। তৎক্ষণাৎ ভাবে তৎকালীন ঘুমধুম ও তুমব্রু ক্যাম্পে চাকুরীরত বাঙ্গালী ই. পি. আর. বাহিনীর সদস্যরা সংগ্রাম কমিটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে ও সার্বিক সাহায্য, সহযোগিতায় অগ্রসর হন সশস্ত্র ভাবে চট্টগ্রাম অভিমুখে রণাঙ্গন। এলাকার

শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সংগ্রাম পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে যৌথ ভাবে কাজ করার জন্য কিছু কিছু ই. পি. আর, সদস্যদেরকে ক্যাম্পসমূহে রেখে দেওয়া হয়। তাদের যাবতীয় খাদ্য রসদ সরবরাহ সহ সকল দায়িত্ব পালন করেছিল ~~সংগ্রাম পরিষদ~~। কল্পনাতীত ভাবে দায়িত্ব বেড়ে গিয়েছিল সেদিন ~~সংগ্রাম পরিষদের~~ কিন্তু এলাকার সর্বস্তরের জনগণ মুক্তি পাগল মন দিয়ে সকল রকম সাহায্য রীতিমত প্রদান করেছিল পরিষদকে।

পরবর্তীতে কিছু দিনের মধ্যে কালুরঘাট ডিফেন্স ভাঙ্গিয়া গেলে অগণিত বীর মুক্তি যোদ্ধারা পুনঃ সংগঠিত হওয়ার জন্য দিক বিদিক ছুটে পড়ে তখন অত্র এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে এসে সমবেত হয়েছিল অনেক মুক্তি যোদ্ধা। তুমব্রু ও ঘুমধুম এর পাহাড়ী এলাকা ধরে পুনঃ সংগঠিত হয়ে তারা ছুটে পড়েছিল দেশের বিভিন্ন রণাঙ্গাণের দিকে। তাদেরকে সংক্ষিপ্ত সময়ে মূল্যবান সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেছিল সেদিন এই ~~সংগ্রাম পরিষদ~~। যে সকল মুক্তি যোদ্ধাদের পরিবার পরিজন ছিল তাদের পরিবার পরিজনদেরকে সযত্নে বার্মায় আশ্রয়ের ব্যবস্থা সহ সকল সহযোগিতা ও সাহায্য করে ~~সংগ্রাম পরিষদ~~। সেই দিন দেখা গিয়েছিল সংগ্রামী তরুণদের চোখে ঘুম ছিল না হাড় ভাঙ্গা খাটুনি ও নজীর বিহীন কর্ম তৎপরতা।

যখন অগণিত শরনার্থীরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে প্রাণের ভয়ে পলায়ে বার্মায় আশ্রয়ের খোজে ছুটে আসে এই এলাকায়, প্রথমে সমবেত হয় উখিয়া হতে পাহাড়ী পথ ধরে তাদের জান মাল ও ইজ্জত রক্ষা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল পরিষদ এলাকার সংগঠিত তরুণদের সহযোগতিায়। সামর্থ্য অনুযায়ী হলেও সেদিন এই এলাকার মানুষের সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতার কথা ঐ সকল লোকদের স্মৃতির পাতায় এখনও উজ্জ্বল ভাবে বিরাজমান।

১৪ই মে ১৯৭১ সাল এই এলাকার মানুষের জন্য একটি স্মরণীয় দিন। উক্ত দিন হানাদারেরা সর্ব প্রথম কক্সবাজারের দক্ষিণাঞ্চল সহ এই এলাকাতে পৌছেও চালায়েছিল তান্ডব কান্ড। তার পূর্ব রাত্রিতে সংগ্রাম পরিষদ নেতাদের সহযোগিতায় ও কমান্ডে সংগঠিত তরুণ সমাজ, তৎকালীন ই.পি.আর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যদের পরিচালনায় কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কের কচুবনিয়ার গিরী পথে বর্তমানে যেখানে রেহিঙ্গ্যা শরনার্থী শিবির অবস্থিত রাস্তার যেই অংশটুকু ঘুমধুম এলাকায় পড়েছে ঐ স্থানে হানাদারদের গতিরোধ করার জন্য দক্ষিণাঞ্চলের প্রথম ও একমাত্র ডিফেন্স দিয়েছিল। এই ক্ষুদ্র এলাকার গুটি কয়েক তরুণদের সেদিনের অসীম সাহসিকতা ও স্বদেশ প্রেমের আদর্শ

এবং একতা প্রশংসনীয় ও গৌরবময়। যাহা প্রজন্ম পরম্পরায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি হয়ে থাকবে।

১৪ই মে এই ডিফেন্স ব্যর্থ হলে হানাদারেরা এলাকায় প্রবেশ করে এবং সর্বত্র চালায়েছিল নারকীয় কান্ড। উক্ত দিন দুপুর সমস্ত এলাকা তছনছ করার পর সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও এলাকার অন্যতম বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আলহাজ্ব মাষ্টার আজিজুল হক সাহেবের বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করে ভষ্মিভূত করে। পর পর পুরো তুমব্রু বাজারে অগ্নি সংযোগ করে এবং হানাদারের সহযোগিরা ইচ্ছামত লুট-পাট চালায়েছিল উক্ত বাজারে। পুরাতন স্মৃতি বিজড়ীত শতাব্দীর সাক্ষ্য বহনকারী এই বাজারটির অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে।

মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য প্রদান, সংগ্রাম পরিষদকে সহযোগিতা, শরনার্থীদের সেবা প্রভৃতির জন্য হানাদারদের ভয়ে সমস্ত এলাকাবাসী সাময়িক ভাবে তাদের বাড়ী ঘর, ক্ষেত খামার, চাষাবাদ, গরু ছাগল, প্রভৃতি ফেলে বার্মায় চলে যায় এবং আশ্রয় গ্রহণ করে। পুরো এলাকায় ছিলনা জন মানবের সাড়া শব্দ। যার ফলে এলাকাবাসীর হয়েছিল প্রভূত ক্ষতি সাধন। যেই ক্ষতির পরিমাণ কখনও কোন দিন কেউ শোধ করতে পারবেনা।

এমতাবস্থায় হানাদারদের দোসর জনৈক গোলাম রসুল খাঁন প্রকাশ কান কাটা নামক পশ্চিমা নাগরিক ও তার সহযোগিরা শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু জনাব মোঃ ইলিয়াছ মিয়া বি,এ/বি,এড সাহেবকে ঘুমধুম এলাকা হতে ধরে অমানুষিক বির্যাতন করে নিয়ে গিয়েছিল কক্সবাজারস্থ হানাদারদের কেন্দ্রে। সেখানে তাকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি প্রাণ বিসর্জন দিলেন। যার স্মৃতি এখনও উজ্জ্বল ভাবে কথা বলছ এখানকার মাটি ও মানুষের সাথে। যদিও তার জন্মস্থান ও স্থায়ী ঠিকান ছিল কক্সবাজারের ঈদগাঁও এলাকার পোকখালী। কিন্তু তিনি তখন এই এলাকায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করতেন এবং এই এলাকাকে প্রাণ দিয়ে ভাল বাসতেন এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের জন্যও রেখেছেন অবদান। তার স্মৃতিকে স্থায়ী ভাবে ধরে রাখার জন্য তারই প্রিয় ছাত্র বর্তমানে ইউ,পি চেয়ারম্যান ও স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ খাইরুল বশর সাহেব কমিটির সদস্যবৃন্দ, তার গুণগ্রাহীরা, শিক্ষক, ছাত্র ও এলাকাবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বর্তমানে শহীদ ইলিয়াছ ছাত্রাবাস নামে উক্ত বিদ্যালয়ে একটি ছাত্রাবাস চালু করে। এই এলাকার মানুষ তথা গোটা দেশ ও জাতি তার নিকট কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

অপর দিকে দীর্ঘ নয় মাস মুক্তি যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তৎকালীন বার্মার বিদ্রোহী কুখ্যাত পুরিক্ষা বাহিনীরা যারা রীতিমত মুক্তি যোদ্ধা ও শরনার্থীদেরকে বার্মায় গিয়েও সময় সময় নির্যাতন করত যেহেতু তারা ছিল হানাদারদের বিশ্বস্থ দোসর। তুমব্রু এলাকার বাইশপারী

হতে অস্ত্রশস্ত্র সহ তুমব্রু গ্রামের মরহুম নাজির আহমদ ও বর্তমান ইউ,পি সদস্য জনাব আলী আকবর কে ধরে হানাদারের নিকট সর্ম্পন করে। তারা কারা নির্যাতিত অবস্থায় কৌশলে প্রাণে বেঁচে যায়।

তৎকালীন ঘুমধুম গ্রামে অবস্থানরত পশ্চিমা নাগরিক মনোয়ার খাঁ প্রকাশ কঁইল্যা ও তার ছেলেরা গোলাম রসুল খাঁ প্রকাশ কান কাটা তাদের দোসরেরা ও কিছু কিছু কর্মরত রাজাকাররা চালিয়ে ছিল একটানা এই এলাকাতে ত্রাসের ও লুঠের রাজত্ব। সর্বস্তরের জনগণ পরিণত হয়েছিল এই শিকারে। এলাকার মানুষ নীরবে সহ্য করেছিল সে দিন তাদের অত্যাচার। এই ঘুমধুম ইউনিয়নের বাসিন্দাদের মধ্যে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে মুক্তি যুদ্ধে অংশ নেয় অনেক তরুণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তৎকালীন বার্মা সরকার আশ্রয় দিয়েছিল কিন্তু রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ ছিল এবং কড়াকড়ি ছিল গতিবিধিতে তাই বহু মুক্তি যোদ্ধারা আটকা পড়ার মত থাকে বার্মাতে দেশের বিভিন্ন স্থানের বড় বড় নেতৃবৃন্দরাও পর্যন্ত এই অবস্থাতে পড়ে যায়। যারা এলাকার বাহিরে কর্মরত অবস্থায় মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয় তারা পাড়ি জমায়েছিল ভারতে। ভারতের দেমাগ্রী সহ বিভিন্ন স্থান হতে প্রশিক্ষণ নিয়ে দীর্ঘ নয় মাস মরণপণ যুদ্ধ করেছিল শত্রুর সাথে বিভিন্ন সেক্টরে।

এই ভাবে এই এলাকার গুটি কয়েক মানুষ দেশের এক কোণে পড়ে থাকলেও স্বাধীনতা সংগ্রামে রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। আজ সবে প্রতিক্ষার প্রহর গুণছে, একদিন মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নির্ভুল ভাবে প্রণীত হবে, স্থান পাবে দেশের মফস্বলের এই টুকরো অবদানের কথা। যাহা থাকবে স্মৃতি ও ইতিহাসের পাতায়, জানবে প্রজন্ম পরম্পরায়।

হারিয়েছি যা তা পাব না
পেয়েছি যা হবে না তুলনা,
ধরণীর কোন কিছুর সাথে
স্বাধীনতা আমার প্রিয় স্বাধীনতা।

"উন্নয়নে ঘুমধুম"

মোঃ নূরুল হক হেডম্যান
২৬৭ নং ঘুমধুম মৌজা

পুরাতন স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক এই ঘুমধুম এলাকার উন্নয়ন সম্পর্কে বলতে গেলে ও লিখতে গেলে মনে পড়ে যায় সেদিনের কথা। এখানকার যোগাযোগ সহ সকল অবস্থা কত যে পিছিয়ে পড়ছিল এবং উন্নয়নের ছোঁয়াছের বাহিরে সেকেলে অবস্থায় পতিত হওয়ার কথা। মৌলিক গণতন্ত্রের আমলে এই এলাকাতে তৎকালীন তুমব্রু ইউনিয়ন কায়েম হওয়ার সাথে সাথে উন্নয়ন কর্মকান্ড শুরু হতেই বাতিল হয়ে যায় ইউনিয়ন। সেই থেকে এলাকার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ও অগ্রগতি হয়নি বললে চলে।

ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ড ও পাড়া গ্রামগুলির সাথে যাতায়াত ব্যবস্থা যে কত কষ্টদায়ক ছিল তা বলে শেষ হবে না। বাস ষ্টেশনে নেমে দীর্ঘ আঁকা বাঁকা পাহাড়ের গা ঘেষে ঝুকি নিয়ে যেতে হত তুমব্রু এলাকায়। পথে ছিল অগণিত খাল, নালা, ছড়া, কখনও জুতা খুলে কখনও কাপড় বেঁধে, বর্ষার মৌসুমে ছিল সবচেয়ে বেশী দুঃসাধ্য। অনুরূপ কতুপালং নেমে আজুখাইয়া, উত্তর ঘুমধুম ও বিভিন্ন স্থানের অবস্থাও ছিল একই। রেজু এলাকার ফাত্রাঝিরী পাহাড় অতিক্রম করা এবং ভিতরে বিভিন্ন স্থানের সহিত যোগাযোগ করাও ছিল একই অবস্থা।

দীর্ঘদিন এই এলাকার উন্নয়ন বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য কত যে লেখা লেখি ও দাবী দাওয়া করা হয়েছে তার হিসাব নেই, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন উন্নয়ন তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি। ফলে এলাকাটি সর্ব ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া অবস্থায় পড়ে যায়। বর্তমানে এই ইউনিয়ন পরিষদ কায়েম হওয়ার পর বিশেষ করে বিগত কয়েক বৎসরে এলাকায় এসেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অপূর্ব উন্নতি সাধন। আজ এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডের সাথে ইট বিছানো রাস্তা, ঘুমধুম আরাকান রোডের পরিত্যক্ত রাস্তাটিও পাকা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্রীজ, কালভার্ট স্থাপিত হয়েছে, ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ড এখন সুন্দর যোগাযোগের আওতায় এসেছে। গড়ে উঠেছে অভূত পূর্ব পরিবর্তন। আজ সত্যিই ভাবতে অবাক লাগে যে একটি গাড়ীতে উটে সর্বত্র যাওয়া আসার অপূর্ব সুযোগ সত্যিই আনন্দের ও গৌরবের। অনুরূপভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও এসেছে পরিবর্তন ও অগ্রগতি। আজ সর্বত্র লেগেছে একটি প্রশংসনীয় ভাবে সার্বিক উন্নয়নের ছোঁয়াছ। এলাকায় বিদ্যুতের ব্যবস্থা সহ সকল বিভাগীয় কার্যক্রম দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। জেলা প্রশাসন ও থানা প্রশাসনের সকল দিকগুলি ছাড়াও ইউ, এন,এইচ,সি,আর কার্যক্রম

রেখেছে এখানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। এল,জি,ই,ডি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, শান্তকরণ কর্মসূচী, গণস্বাস্থ্য এন,জি,ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রভৃতি অর্জন করেছে এখানে উল্লেখযোগ্য ভাবে সফলতা। একটি অনুন্নত এলাকাকে সার্বিকভাবে রূপ দিতে দীর্ঘ দিন যিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি হলেন তরুণ ব্যক্তিত্ব ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের প্রতিকৃৎ বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব মোঃ খাইরুল বশর ও তার বিজ্ঞ পরিষদবর্গ। তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেও বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে সম্পৃক্ত থেকে তুলে ধরেছেন এলাকার একটি বাস্তাব চিত্র। বর্তমানে নিজের হাতে সব করে যাচ্ছেন। যাকে ঘিরে রয়েছে সৎ ইচ্ছা ও দেশ প্রেমের আদর্শ এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের নেশা। অদূর ভবিষ্যতে আশা করা যায় এই উন্নয়ন প্রক্রিয়া ধরে রাখতে পারলে, সভ্যতার সকল আলো এখানে পৌছবে এবং এলাকার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

অতীতকে স্মরণ করলে আজ মনে হয় একটি নূতন সোপানে পা রাখছি এবং দেখতে পাচ্ছি ভবিষ্যতের আরও সুন্দর নূতন স্বপ্ন।

"মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারে ঘুমধুম"

মোঃ খাইরুল বশর

প্রধান শিক্ষক, ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়।

এই এলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের কোন সু-ব্যবস্থা ছিল না। উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে প্রাথমিক শিক্ষার পরে আবশ্যক মাধ্যমিক শিক্ষার সোপান অতিক্রম করা। মাধ্যমিক শিক্ষা জাতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ। কেননা একজন নাগরিক অন্ততঃ মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করে হলেও নিজকে শিক্ষিত হিসাবে পরিচয় দিয়ে দেশ জাতির কাজে নিয়োজিত হইতে পারে।

এই এলাকার মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরা হইল। দীর্ঘদিন যাবৎ সুদূর অতীতকাল হইতে এই অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ না থাকাতে স্থানীয় ছেলে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকতে হত। দূর-দূরান্তে গিয়ে অনেক কষ্টে তা অর্জন করতে হতে যার ফলে অনেক প্রতিভাবান ছেলে মেয়ে ও গরীব সন্তানদের লেখা পড়া অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এখান হতে দুর্গম এলাকা হেঁটে বাসে চড়ে উখিয়া হাই স্কুলে এবং হোষ্টেলে কিংবা লজিং বাড়ীতে থেকে এলাকার মুষ্টিমেয় ছেলেরা লেখা পড়া শিখিত, তার থেকেও অনেকের লেখা পড়া মাঝপথে বন্ধ হয়ে যেত নানা কারণে।

এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে এই এলাকার তৎকালীন মুরুব্বীরা, সচেতন শিক্ষিত লোকজন, মিলে তৎকালীন পুলিশ ফাঁড়ির কর্মকর্তা, ডি, এস, বি'র দারোগা ও ই.পি.আর বাহিনীর সদস্যরা ও বান্দরবান, রাঙ্গামাটির সর্বস্তরের সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দের সুদৃষ্টির ফলে তৎকালীন মৌলিক গণতন্ত্রের মেম্বার জনাব আবদুল কাদের সিকদারের নেতৃত্বে ও নিরলস প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল ১৯৬৮ ইং সনে ঘুমধুম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। তৎকালীন উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের যোগাযোগ মাধ্যম ঘুমধুম ছিল বলিয়া অল্প দিনের মধ্যে এই স্কুল যথেষ্ট ছাত্র/ছাত্রী সমৃদ্ধ একটি পূর্ণাঙ্গ হাই স্কুলে রূপ নেয়। তখন স্কুলে ছাত্রাবাস হইতে শুরু করে সব মিলে একটি মাধ্যমিক শিক্ষার পূর্ণ জোয়ার এসেছিল এলাকাতে। তৎকালীন কক্সবাজার জেলার স্বনাম ধন্য জ্ঞান তাপস শিক্ষক মরহুম শহীদ ইলিয়াছ বি,এ/বি,এড সাহেব দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এই স্কুলকে একটি আধুনিক পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হইলে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে তিনি নির্মম ভাবে প্রাণ হারান। পরবর্তীতে নানাকারণে স্কুলটির গতি কখনও চলমান কখনও রুদ্ধ এই অবস্থাতে যেতে যেতে এক পর্যায়ে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। এক পর্যায়ে নাইক্ষ্যংছড়ি থানার মাননীয় সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন)জনাব আছাহাব উদ্দিন সাহেব স্কুলটি চালু করার জন্য প্রচেষ্টা চালান কিন্তু দুর্ভাগ্য এই প্রচেষ্টটা ও ব্যাহত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৮ ইংরেজীতে এলাকার সচেতন লোকজনের ও সরকারী কর্মকর্তাদের তৎকালীন ঘুমধুম পুলিশ ফাঁড়ির কর্মকর্তা সহ, স্কুল প্রতিষ্ঠাতা জনাব আবদুল কাদের সিকদারের একান্ত অনুরোধে জনাব আলহাজ্ব মোঃ খাইরুল বশর বর্তমান ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও দীর্ঘদিন যাবৎ স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি স্কুলটি পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য কর্মতৎপরতা শুরু করেন। এলাকার সর্বস্তরের মানুষের পূর্ণ আস্তা সাহায্য সহযোগিতা ও আন্তরিকতা অর্জন করে সর্বোপরি প্রশাসনের সকল স্তরের কর্মকর্তাদের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করে, কতিপয় শিক্ষিত তরুণদেরকে উদ্বুদ্ধ করে সহকারী শিক্ষক হিসাবে তাদের সহযোগিতা অর্জন করে, তাহার তাকে দিয়েছিল একান্ত অন্তরঙ্গতা, সহযোগিতা এবং সার্বিক সাহায্য। তিনি স্কুলটি পুনঃ প্রতিষ্ঠার অভিভাবক ও প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং অল্প সময়ে স্কুলটিকে পুনরায় একটি পরিপূর্ণ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় রূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ১৯৭৮ ইং হইতে ১৯৮২ পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে জনাব বাদশা মিয়া দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি স্কুলের সকল প্রকার সরকারী মঞ্জুরী উদ্ধারের জন্য কাজ করে যান। তার পরবর্তীতে স্থানীয় শিক্ষিত তরুণ জনাব মোঃ ইলিয়াছ শাহ, (বর্তমান এডভোকেট লামা কোর্ট) প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি স্কুলের উন্নয়নের জন্য সকল প্রচেষ্টা এবং পূর্ণাঙ্গ একটি উচ্চ বিদ্যালয় করার জন্য সার্বিক কর্মকান্ড চালাইয়া যান। স্কুলের জন্য

স্থায়ী ভিটা ও ১৫ (পনর) একর জমি বন্দোবস্তি নিয়ে স্কুলের জন্য একটি স্থায়ী আয়ের উৎস সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম হন। তার পরবর্তীতে বর্তমান প্রধান শিক্ষক স্থানীয় শিক্ষিত তরুণ জনাব মোঃ খাইরুল বশর প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সর্বস্তরের জনগণ ছাত্র অভিভাবকবৃন্দ ও পরিচালনা কমিটির বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সাহায্যে সকল স্তরের সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সুদৃষ্টির ফলে তিনি বর্তমানে স্কুলটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ হাই স্কুলে রূপ দিতে সক্ষম হন। চলতি বৎসর ১৯৯৬ ইং সনে প্রথম বারের মত দীর্ঘ ২৮ বৎসর পর এস,এস,সি পরীক্ষাতে ১৮ জন ছাত্র/ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে।

বর্তমানে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টা, পরিচালনা কমিটির বলিষ্ট পরিচালনায় সরকারী ও বিভিন্ন সংস্থার সু-দৃষ্টির ফলে স্কুলের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশা করা যায় এই প্রক্রিয়া ধরে রাখতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে এই এলাকাতে উচ্চ মাধ্যমিক সহ উচ্চ শিক্ষার পথও সুগম হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় ঘুমধুম ইউনিয়ন

এম, শাজেদ উল্লাহ

প্রধান শিক্ষক, দক্ষিণ ঘুমধুম প্রাথমিক বিদ্যালয়।

প্রাথমিক শিক্ষা একটি দেশের ভবিষ্যত কর্মক্ষম, আদর্শ ও উৎপাদনমুখী সমাজ কাঠামে তৈরীতে মূখ্য বূমিকা পালন করে। এ কারণে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সব দেশেই প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে সব নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর অর্পন করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গন শিক্ষাকে জাতীয় উন্নয়নে প্রধান উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করে সবার জন্য শিক্ষার সংবিধানগত রাষ্টীয় দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা বিভাগ নামে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পৃথক একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। এবং ১৯৯৬ ইং থেকে দেশ ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক বলে আইন প্রণীত হয়।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার সর্ব দক্ষিণে বহমান নদী নাফের পাদদেশে মায়ানমার পাশ ঘেঁষে সর্পিল গতিতে আঁকা বাঁকা ছায়া ঢাকা, পাখী ডাকা সুউচ্চ পর্বতমালার নয়নাভিরাম ঘুমধুম ইউনিয়ন। দেশ ব্যাপী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালুর পাশাপাশি আমাদের অত্র ইউনিয়নেরও এই কার্য্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নে দায়িত্বশীল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, অভিভাবক ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করছে। ইতি মধ্যে বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে শতকরা ৭০% জন শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো

হয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির ঘুমধুম ইউনিয়নের সম্মানিত সভাপতি জনাব খাইরুল বশরের সুযোগ্য পরিচালনায় ও ০৩টি ওয়ার্ড কমিটির সক্রিয় সহযোগিতায় ভর্তির বর্তমান হারে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করে জনগণের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি করে একটি নিরক্ষর মুক্ত কাংখিত সমাজ নির্মাণে শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

অত্র ইউনিয়নে বর্তমানে ০৯টি সরকারী ও ০৩টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত একটি কে, জি, স্কুল রয়েছে। জনাব খাইরুল বশর সাহেবের বিশেষ প্রচেষ্টায় এবং সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতায় বর্ণিত বিদ্যালয়সমূহের ভৌত সুবিধাদির ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। দক্ষিণ ঘুমধুম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির গৃহ সম্প্রসারণের কাজ যে কোন সময় শুরু হবার অপেক্ষায় আছে এবং ইহাতেও বারবার মেরামত কাজ সহ পাকা সিঁড়ি নির্মাণ ও অন্যান্য বিদ্যালয়সমূহের ভৌত সুবধির বৈপ্লবিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

বর্তমানে অত্র ইউনিয়নে ০৪ জন শিক্ষিকাসহ মোট ২৫ জন সরকারী ও ০৩টি বেসরকারী বিদ্যালয়ে ১২ জন সহ ৩৭ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছে। চেয়ারম্যান সাহেবের ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরও ০২টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জোর তৎপরতা চলছে তৎ মধ্যে ০১টি চালু করা হয়েছে।

অত্র ইউনিয়নের দক্ষিণ ঘুমধুম প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৯২ ইং সনে থানার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসাবে পুরস্কৃত হয় এবং প্রধান শিক্ষক এম, শাজেদ উল্লাহ জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হন এবং জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কৃত হন। ১৯৯৫ ইং সনে উত্তর ঘুমধুম প্রাথমিক বিদ্যালয়টি থানার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসাবে ঘোষিত হয়। ভাজাবনিয়া রেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে এই পর্য্যন্ত টেলেনপুল সহ অল্প সময়ে ১০ জন ছাত্র/ছাত্রী বৃত্তি লাভ করে। উক্ত স্কুলটি নূতন।

শিক্ষার্থীদের তুলনায় শিক্ষক স্বল্পতা অত্র ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে প্রধানতম সমস্যা। অভিভাবক, শিক্ষক এবং বাধ্যতামূলক ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটিসমূহের সক্রিয় সমন্বিত তৎপরতার ফলে আগামীতে অত্র ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা তার কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সবাইর সার্বিক সহযোগিতা যথার্থ প্রয়োজন।

অত্র পরিষদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিদর্শন

আজ ১৯/৫/৯৪ ইং গুমধুম ইউনিয়ন ভিজিট করিলাম। নাইক্ষ্যংছড়ি থানার নির্বাহী অফিসার ও স্থানীয় চেয়ারম্যান ও পরিষদ সদস্যগণ আমার সাথে ছিলেন।

২/৫/৯৪ তারিখের ঝড়ে ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, স্থানীয় তুমব্রু বাজার এর টিনের শেড ও এলাকার জনগণের অনেক ঘরবাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করি ও সামান্য ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করি।

জরুরী ভিত্তিতে পরিষদ অফিস ও বাজরের শেড এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি মেরামত করা প্রয়োজন। বিদ্যুতের সংযোগও পুনরায় স্থাপন করা প্রয়োজন। এসব এবং অন্যান্য বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য থানা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এবং উপস্থিত জনসাধারণ, ঘুমধুম, সোনাইছড়ি, নাইক্ষ্যংছড়ি রাস্তা সংস্কার, তুমব্রু বাজারে একটি পি,সি,ও, স্থাপন নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে একটি ব্যাংকের শাখা স্থাপন এবং সর্বোপরি ঘুমধুমকে একটি প্রশাসনিক থানা করার জন্য প্রস্তাব রাখেন। থানা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসক পরীক্ষাক্রমে এ সব বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছেন।

স্বাক্ষর- অস্পষ্ট
১৯/৫/৯৪ ইং

(মোঃ শফিকুল ইসলাম)
কমিশনার
চট্টগ্রাম বিভাগ।

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী হিসাবে এই ইউ,পি অফিস পরিদর্শন করিলাম। পরিদর্শন কালে ইউ,পি চেয়ারম্যান জনাব খাইরুল বশর উপস্থিত ছিলেন। অন্য সদস্যারাও উপস্থিত ছিলেন। পরিষদটি নাইক্ষ্যংছড়ি হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত বিধায় আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয় বলে ইউ,পি চেয়ারম্যান জানালেন। বিষয়টি সম্পর্কে জাতীয় সরকারের নিকট প্রস্তাবও আছে। এ বিষয়টি ত্বরান্বিত হলে জনগণ উপকৃত হবে।

স্থানীয় জনগণের আয়ের উৎস বাড়াবার জন্য কতিপয় পদক্ষেপ নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা হলো। তারা কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে জানালেন। এ সম্পর্কে গণস্বাস্থ্য কর্মসূচী উল্লেখ্য। পরিষদের সার্বিক কার্য্যক্রম সন্তোষজনক।

আমি এই পরিষদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

স্বাক্ষর -অস্পষ্ট

২৭/৯/৯৫

(লতিফুর রহমান)

উপ-সচিব স্থানীয় সরকার বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

আজ আমি ঘুমধুম এলাকার বিভিন্ন স্থাপনা/প্রতিষ্ঠান সমূহ পরিদর্শ করি। আমার সহিত X.En.PWD বান্দরবান, SDE, PWD Lama. T.N.O. নাইক্ষ্যংছড়ি, জামানুল ইসলাম R.R.R.C Office সহ অনেক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ঘুমধুম ইউ, পি, চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন। এলাকায় বেশ উন্নয়ন মূলক কাজ চলছে। বহু N.G.O. কাজ করছে। ঘুমধুম উ বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে খুব ভাল লাগল। স্কুলটিতে পানির সাপ্লাই এর ব্যবস্থা করার জন্য T.N.O. সাহেবের সহযোগিতায় কাজ করার জন্য U.P Chairrman সাহেবকে অনুরোধ জানানো হইল। রাস্তা নির্মাণের কাজ দ্রুত চলছে। CHTDB R & H. T.N.O কার্যালয়, UNHCR এর সহযোগিতায় রাস্তার কাজ চলছে। এই সব প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানানো হইল। ম্যাপ, তথ্য Information board. U.p. অফিসে রক্ষিত আছে, এই জন্য U.P. Chairman জনাব খাইরুল বশর সাহেবকে ধন্যবাদ জানানো হইল।

স্বাক্ষর- অস্পষ্ট

২২/১১/৯৫

মোঃ দেলোয়ার হোসেন

এ.ডি.সি. (রাজস্ব) বান্দরবান।

অদ্য ০২/৪/৯৬ ইং ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় পরিদর্শন করি। পরিদর্শন কালে নাইক্ষ্যংছড়ি থানা নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। ইহা একটি পুরাতন ভবনে অবস্থিত। জানা গেছে জুলাই থেকে অত্র ইউ,পি কার্যালয়ে কোন সচিব কর্মরত নাই। বর্তমানে কাজের বিঘ্ন ঘটছে। তিনি স্কুলে চাকুরি পেয়ে পদত্যাগ করে চলে গেছেন। এ বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে দেখা হবে। তথ্য বোর্ড সংরক্ষিত হচ্ছে যা অত্যন্ত উৎসাহ ব্যাঞ্জক বলে আমার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকান্ড আরও উৎসাহের সঙ্গে পরিচালিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। ইউ,পি চেয়ারম্যান জনাব খাইরুল বশর একজন কর্মতৎপর নবীন ব্যক্তি। পরিদর্শনের সময় তিনি স্বয়ং এবং তিনজন ইউ, পি, সদস্য উপস্থিত ছিলেন। আমি এ ইউ,পি'র উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
০২/৪/৯৬ ইং

(মোঃ আতিকুল ইসলাম চৌধুরী)
জেলা প্রশাসক,
বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

কক্সবাজার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঘুমধুম ইউনিয়নে উন্নয়ন কার্যক্রম

নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান।

সুব্রত সেনগুপ্ত
কর্মসূচী সংগঠক
কক্সবাজার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র

১৯৯২ সনে রোহিঙ্গ্যা আগমনের দরুণ রোহিঙ্গ্যা কার্যক্রম নিয়ে বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ঘুমধুম ইউনিয়নে কক্সবাজার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়। ইউনিয়ন চেয়ারম্যান জনাব খাইরুল বশর সাহেবের সহযোগিতায় ঘুমধুম ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র সড়ক, বনায়ন, বাঁশ চাষ কার্যক্রম, নার্সারী স্থাপন, কৃষি সম্প্রসারণে কলা চাষ, আনারস চাষ, করলা চাষ, ঘূর্ণিঝড় পরবর্তীতে ত্রাণ কার্যক্রম, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ কার্যক্রমে মশারী বিতরণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনঃনির্মাণ, মৎস্য চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

সড়ক বনায়ন কর্মসূচীঃ

সড়ক বনায়ন কর্মসূচী কক্সবাজার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঘুমধুম ইউনিয়নে উল্লেখযোগ্য অংশ। অত্র ইউনিয়নে লক্ষাধিক রোহিঙ্গ্যা আগমনের ফলে জ্বালানী কাঠের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক বাগান ধ্বংসে ক্রমাগত বৃক্ষ শূন্য হয়ে পড়ছে, উক্ত অভাব পূরণে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র বনায়ন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ঘুমধুম ক্যাম্পের আর্মি সড়কে ৩ কিঃ মিঃ এবং বালুখালী তুমব্রু সড়কে ৩ কিঃ মিঃ মহিলা কেয়ারটেকারদের পরিশ্রমে মেহগনি, রেনট্রি, অর্জুন, একাশিয়া গাছ দ্বারা সফল সড়ক বনায়ন করা হয়েছে। উক্ত সড়কে ৮৫০৩টি জীবিত মাথা ছাড়ানো চারা আমাদের সাফল্যের মাপকাঠি।

বাঁশ চাষ কার্যক্রমঃ

কক্সবাজার জেলার উখিয়া, টেকনাফ, বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ঘুমধুম এলাকায় রোহিঙ্গ্যা আগমনের ফলে অত্যাবশ্যকীয় গৃহ নির্মাণ কাঁচামাল বাঁশের প্রচুর ঘাটতি রয়েছে। এমতাবস্থায় কক্সবাজার গনস্বাস্থ্য কেন্দ্র বাঁশ চাষ সম্প্রসারণ ও বনজ বাঁশ সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ বন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও দিক নির্দেশনা অনুযায়ী কঞ্চি কলম দিয়ে বাঁশ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাঁশ চাষ কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ঘুমদুম ইউনিয়নে ৫০ একর পাহাড়ে বরাক বাঁশ ও মুলী বাঁশ চাষ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো ব্যাপকভাবে বাঁশ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

অভিজ্ঞতার আলোকে অর্জিত ফলাফল

বাঁশের প্রজাতি	জমির পরিমাণ	জীবিত ঝাড়
মুলী বাঁশ	৫০ একর	৫৫,৮৬০টি
বরাক বাঁশ	৪ কিঃ মিঃ পাহাড়ের পাদদেশে	৩,৮৫০টি

নার্সারীঃ

চারার সহজ লভ্যতা এবং সড়ক, সামাজিক বনায়নের জন্য ঘুমধুম এলাকার তুমব্রুতে ১টি বাঁশ ও ফলজ বনজ চারা উত্তোলনের জন্য নার্সারী স্থাপন করা হয়। উৎপাদিত চারা দ্বারা অত্র এলাকায় বনায়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

কৃষি সম্প্রসারণঃ

কলা চাষঃ গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিগত বনায়ন কার্যক্রমের সফলতায় কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। একজন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত কৃষি উপদেষ্টার সরাসরি তত্ত্বাবধানে ঘুমধুম ইউনিয়নে ২ একর পাহাড়ে অমৃত সাগর কলা চাষ করা হয়েছে। বর্তমানে গাছের বৃদ্ধি সন্তোষজনক। আগামী ৩ মাসে ফল সংগ্রহ করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। উক্ত ফল অত্র এলাকায় এবং কক্সবাজারে বাজারজাত করা হবে এবং উৎপাদিত চারা দ্বারা ঘুমধুম ইউনিয়নে কলা চাষ সম্প্রসারণ করা হবে। বর্তমানে আরো ৩ একর পাহাড়ে কলা চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জাত	স্থান	জমির পরিমাণ	গাছের সংখ্যা
অমৃত সাগর কলা	ঘুমধুম	১ একর	১৮৭৫টি

করলা চাষঃ

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ঘুমধুমের বিস্তর্ণ পাহাড়ে কৃষি কার্যে স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রাথমিক ভাবে ১ একর পাহাড়ে করলা চাষ করেছে। উক্ত কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে কৃষি সম্প্রসারণে।

আনারস চাষ (প্রস্তাবিত)ঃ

আনারস পাহাড়ী এলাকায় সহজে ফলানো যায়। ঘুমধুম ইউনিয়নে অনেক পতিত পাহাড়ী এলাকা আছে যার মধ্যে অতি সহজে আনারস ফলানো যাবে। বর্তমানে গনস্বাস্থ্য কেন্দ্র ঘুমধুম পাহাড়ী এলাকায় ২ একর পাহাড়ে আনারস চাষ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ইহাতে স্থানীয় জনগণের প্রচুর আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষা কার্যক্রমঃ

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র শিক্ষা কার্যক্রমে ১৯৯৪ সনের ২রা মে'র ঘুর্ণিঝড়ে বিধ্বস্থ ইউনিয়নের একমাত্র উচ্চ বিদ্যালয় ঘুমধুম আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের পুনঃ নির্মাণে ১,২৫,০০০/- (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা ব্যয় করেছে। উক্ত পুনঃ নির্মাণে অত্র বিদ্যালয়টি পুনঃ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

ত্রাণ কার্যক্রমঃ

২রা মে ১৯৯৪ সনের ঘুর্ণিঝড়ে বিধ্বস্থ ইউনিয়নে স্থানীয় জনগণের প্রাথমিক আশ্রয়ের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের ১০০০ পরিবারের মধ্যে ঘরের ছাউনির জন্য উন্নত মানের পলিথিন সিট বিতরণ করা হয়। উক্ত বিতরণ কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার পরিষদের তৎকালীন চেয়ারম্যান সাচিং প্রু জেরী, জেলা প্রশাসক জনাব আব্দুল হক, থানা নির্বাহী অফিসার বাবু অরবিন্দু বড়ুয়া, তৎকালীন সংসদ সদস্য বীর বাহাদুর, মহিলা সাংসদ ম্যঅমাইচিং, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান খাইরুল বশর এবং গণস্বাস্থ্য প্রতিনিধি সুব্রত সেনগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য বিভাগঃ

(ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ কার্যক্রম)ঃ

ম্যালেরিয়া পার্বত্য এলাকায় একটি দূরারোগ্য ব্যাধি। এই রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ঘুমধুম ইউনিয়নে চেয়ারম্যান সাহেবের তত্ত্বাবধানে ২০টি চাকমা পরিবারে ১টি করে মশারী বিতরণ করা হয়। অত্র এলাকায় একটি ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে রয়েছে।

মৎস্য চাষঃ

ঘুমধুম ইউনিযনে প্রাকৃতিক ঝর্ণাকে বাধ দিয়ে কৃত্রিম লেক স্থাপন করে মৎস্য চাষ করার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে একটি বৃহৎ মৎস্য চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে জায়গা নির্বাচন করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী মৌসুম হতে মৎস্য চাষ করা হবে।

বিবিধঃ

ঘুমধুম ইউনিয়ন সহ বৃহত্তর নাইক্ষ্যংছড়ি থানার উপজাতি ও অ-উপজাতি শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের অগ্রধিকার ভিত্তিতে অত্র প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক স্বাস্থ্য কর্মী হিসাবে নিয়োগ প্রদান করে কক্সবাজার সহ পার্বত্য অঞ্চলে চিকিৎসা সেবা প্রদান করার জন্য নিয়োগ করা হবে। আগ্রহীগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঘুমধুম ইউনিযনের সার্বিক উন্নযনে কৃষি, বনায়ন, মৎস্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সমস্ত ইউনিয়ন এলাকায় ব্যাপক সাড়া জাগানোর লক্ষ্যে ইউ,পি চেয়ারম্যান এর সহযোগিতায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র কর্তৃক বিভিন্ন বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টাদের নিয়ে জনগণকে অবহিত করণ কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে অত্র সংস্থার বর্তমান উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান খাইরুল বশর, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণের সার্বিক সহযোগিতায় ঘুমধুম ইউনিয়নকে একটি স্বনির্ভর ইউনিয়ন হিসাবে গড়ে তোলার পথ সুগম হবে।

ছোটখাট কাজকর্ম ছাড়া বিগত বৎসরগুলোতে এই পরিষদের প্রচেষ্টায় বাস্তাবায়িত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সমূহের খাতওয়ারী তালিকা।

পরিবহন ও যোগাযোগঃ

১।	তুমব্রু বাজার হইতে মুহাম্মদপুর হইয়া উত্তর ঘুমধুম বড়বিল পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ।	০.৫২ মেঃ টঃ	কাঃ বিঃ খাঃ
২।	রেজু চুল্লা পাড়া হইতে জামিরতলি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ।	৪১,৯৬৩ মেঃ টঃ	-ঐ-
৩।	উত্তর ঘুমধুম "কচুবনিয়া হইতে বড়ুয়া পাড়া পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ সংস্কার।	১২,৯০৭ মেঃ টঃ	-ঐ-
৪।	তুমব্রু বাজার হইতে বাইশপারী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ সংস্কার।	৩২,২০০ মেঃ টঃ	-ঐ-
৫।	উত্তর ঘুমধুম শীলপাড়া হইতে বড়ুয়া পাড়া রাস্তা পুনঃ সংস্কার।	৮,৪৩৮ মেঃ টঃ	-ঐ-
৬।	"ঘুমধুম হইতে তুমব্রু রাস্তা" (ঘুমধুম বিডিআর ক্যাম্প হইতে তুমব্রু রাস্তার সংযোগ রাস্তা)	১১,৫২৫ মেঃ টঃ	-ঐ-
৭।	ঘুমধুম হইতে তুমব্রু পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো, পাকা পুল, ড্রেইন ও কালভার্ট নির্মাণ।	৪৮,০০,০০০/-	UNHCR (ABF)
৮।	কতুপালং হইতে উত্তর ঘুমধুম আজুখাইয়া রাস্তায় ইট বিছানো ও পাকা কালভার্ট নির্মাণ।	৩৭,০০,০০০/-	UNHCR
৯।	দক্ষিণ ঘুমধুম আরাকান রোডের অংশ মেকাডম কাজ ও অন্যান্য কাজ।	২২,০০,০০০/-	RRRRC UNHCR
১০।	দক্ষিণ ঘুমধুম আরাকান রোডের অংশ বিটুমিন কাজ সহ সংস্কার।	৪২,০০,০০০/-	RRRRC (UNHCR) (R&H)
১১।	তুমব্রু ঘুমধুম রাস্তা পার্শ্ব বৃদ্ধিকরণ, বিডিআর ক্যাম্প হইতে রেজুর দিকে রাস্তা ৪.০০ কিঃ মিঃ ইট বিছানো, পাকা ড্রেইন নির্মাণ ও কালভার্ট নির্মাণসহ।	৫৫,০০,০০০/-	
১২।	ঘুমধুম হইতে তুমব্রু আর্মি রোড মেরামত ও ইট বিছানো।	২৪,০০,০০০/-	UNHCR

ম-তুমব্রু আর্মি রোড প্রথম নির্মাণ/ মাটির কাজ ঠের ব্রীজ সহ।	৩০,০০০/-	শান্তকরণ কর্মসূচী নাঃ ছঃ জোন।
ঘুমধুম হইতে তুমব্রু ইউ,পি স পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ মেরামত।	৩,০০,০০০/-	UNHCR (ABV)
ঘুমধুম মগঘাট রাস্তায় পাকা ভার্ট নির্মাণ।	৪৮,০০০/-	নাইক্ষ্যংছড়ি থানা পরিষদ
ফাত্রাঝিরী রাস্তায় ১ম দপে পাহাড় কাটা, বিছানো ও কালভার্ট নির্মাণ।	৬,৫০,০০০/-	পাঃ চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
ফাত্রাঝিরী রাস্তায় ২য় দপে পাহাড় কাটা, বিছানো, পাকা ড্রেইন নির্মাণ।	১৮,৫০,০০০/-	-ঐ-
ব্রীজ হইতে বাজার পর্যন্ত রাস্তার র্তিত রাস্তা নির্মাণ।	৫০,০০০/-	নাইক্ষ্যংছড়ি থানা পরিষদ
ম হাইস্কুল মাঠ হইতে পুরাতন লঞ্চ ঘাট রাস্তা সংস্কার ও পাইপ কালভার্ট নির্মাণ।	৪৪,০০০/-	নাইক্ষ্যংছড়ি থানা পরিষদ
ঘুমধুম কচুবনিয়ায় পুল মেরামত।	৭০,০০০/-	-ঐ-
ঘুমধুম কচুবনিয়ায় পুল নির্মাণ ০২টি (কাঠের)।	৭৪,০০০/-	-ঐ-
বৈদ্যের ছড়া খালের উপর কাঠের ব্রীজ নির্মাণ।	৪৪,০০০/-	-ঐ-
গর্জনবনিয়া খালের উপর কাঠের ব্রীজ নির্মাণ।	৪৪,০০০/-	-ঐ-
বাইশপারী খালের উপর কাঠের ব্রীজ নির্মাণ।	৫০,০০০/-	শান্তকরণ কর্মসূচী, নাঃ ছঃ জোন
আর্মি রোড হইতে সংযোগ রাস্তা , পাইপ কালভার্ট সহ।	২৫,০০০/-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
মংজোই পাড়া রাস্তায় কাঠের পুল নির্মাণ।	৭০,০০০/-	শান্তকরণ কর্মসূচী, নাঃ ছঃ জোন
মংজোই পাড়া রাস্তায় কাঠের পুল নির্মাণ।	২৫,০০০/-	-ঐ-
ফকিরা ঘোনা পাইপ কালভার্ট নির্মাণ।	৩৪,০০০/-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
পশ্চিমকূল নজির আহং খলিফার র নিকট পাইপ কালভার্ট নির্মাণ।	৩৪,০০০/-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
ঘুমধুম বৌদ্ধ মন্দির রাস্তায় পাকা কালভার্ট নির্মাণ।	১,০৪,০০০/-	-ঐ-
ঘুমধুম রাস্তায় পাইপ কালভার্ট নির্মাণ।	৩২,০০০/-	-ঐ-
ঘুমধুম জারুলতলি খালের পাকা কালভার্ট।	২,৪০,০০০/-	স্থাঃ সঃ পঃ বাঃ পাঃ জেঃ
ব্রীজ হইতে বাজার রাস্তায় প কালভার্ট নির্মাণ ০২টি।	৩৪,০০০/-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ

৩৪।	তুমক্র হেডম্যান পাড়া খালের কাঠের পুল।	.০৮ মেঃ টঃ	স্থাঃ সঃ পঃ বাঃ পাঃ জেঃ
৩৫।	রেজু জামিরতলি খালের উপর কাঠের পুল।	.০৪ মেঃ টঃ	-ঐ-
৩৬।	উত্তর ঘুমধুম রাস্তায় আজুখাইয়া কাঠের পুল, পাইপ কালভার্ট সহ।	২৫,০০০/-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
৩৭।	উত্তর ঘুমধুম রাস্তায় মগঘাট কাঠের পুল নির্মাণ।	-	-ঐ-
৩৮।	উত্তর ঘুমধুম রাস্তায় ভেলুয়ার বাপের বাড়ী নিকট কাঠের পুল নির্মাণ।	-	-ঐ-
৩৯।	তুমক্র কাঠের ব্রীজ মেরামত।	.০৮ মেঃ টঃ	স্থাঃ সঃ পঃ বাঃ পাঃ জেঃ
৪০।	তুমক্র কাঠের ব্রীজের উভয় পার্শ্বে মাটি ভরাট, হেডম্যান পাড়ায় ভাঙ্গা রাস্তা মেরামত ও কাঠের কালভার্ট বসানো।	-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
৪১।	উত্তর ঘুমধুম কচুবনিয়া রাস্তায় শ্মশান সংলগ্ন পাকা কালভার্ট নির্মাণ।	৪০,০০০/-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
৪২।	তুমক্র বাজার হইতে কোনা পাড়া রাস্তা নির্মাণ।	.০৩ মেঃ টঃ	স্থাঃ সঃ পঃ বাঃ পাঃ জেঃ
৪৩।	তুমক্র আজিম উদ্দিন রোড সংস্কার, পাইপ কালভার্টসহ।	২৫,০০০/-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
৪৪।	ঘুমধুম বিডিআর ক্যাম্প হইতে তুমক্র সংযোগ রাস্তা মেরামত, পাহাড় কাটা ও কাঠের পুল নির্মাণ।	২৮,০০০/-	শান্তকরণ কর্মসূচী, নাঃ ছঃ জোন।
৪৫।	তুমক্র বাজার হইতে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রাস্তা সংস্কার।	-	টি. আর. প্রকল্প, নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
৪৬।	রেজু ফাত্রাঝিরী আধা পাকা পুল সংস্কার।	৩০,০০০/-	শান্তকরণ কর্মসূচী, নাঃ ছঃ জোন।
৪৭।	তুমক্র বাজার হইতে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রাস্তায় ইট বিছানো।	-	পাঃ চঃ উঃ বোর্ড
৪৮।	রেজু ফাত্রাঝিরী হইতে গর্জন বনিয়া রাস্তায় কাঠের সেতু মেরামত।	-	টি. আর. প্রকল্প নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
৪৯।	রেজু বরইতলি-জামিরতলি রাস্তা সংস্কার।	-	-ঐ-
৫০।	বাস্তবায়নাধীন উত্তর ঘুমধুম হইতে কচুবনিয়া রাস্তার পাইপ কালভার্ট নির্মাণ।	১৫,০০০/-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
৫১।	উত্তর ঘুমধুম বৌদ্ধ মন্দির রাস্তা মেরামত।	-	টি. আর. প্রকল্প, নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
৫২।	তুমক্র ব্রীজ হইতে সংযোগ রাস্তা সংস্কার।	-	-ঐ-
৫৩।	তুমক্র উত্তর পাড়া হইতে ডলু বনিয়া হইয়া রাস্তা সংস্কার।	-	-এ-
৫৪।	ইউনিয়ন পরিষদের সংযোগ রাস্তার পাকা কাজ।	১০,০০০/-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ

৫৫।	তুমক্রু বাজার এ.ঘ.উ. রোডে পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে এবং কাঃ বিঃ খাঃ রোড দরবেশ আলীর বাগানের সন্নিকটে=০৪টি পাইপ কালভার্ট।	৫০,০০০/-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
৫৬।	রেজু খেপাছড়ি খালের উপর কাঠের পুল নির্মাণ।	১৪,০০০/-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
৫৭।	উত্তর রেজু কালুর বাড়ীর সন্নিকটে কাঠের পুল নির্মাণ।	-	-ঐ-

শিক্ষা খাতঃ

১।	ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ সংস্কার, সরঞ্জাম ক্রয় এবং সিড়ি নির্মাণ।	৭৫,০০০/-	স্থাঃ সঃ পঃ বাঃ পাঃ জেঃ
*	ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয় ঘুর্ণিঝড় '৯১ পর মেরামত।	২৫,০০০/-	নাঃ থাঃ পঃ
২।	ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয় পাহাড়ে মাটি কাটা ও অপসারণ।	০৪ মেঃ টঃ	-ঐ-
৩।	ঘুমদুম উচ্চ বিদ্যালয় তহবিল স্থায়ী আমানত, অনুদান।	৯৬,০০০/-	-ঐ-
৪।	ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয় ঘূর্ণিঝড়ের পর মেরামত ০১টি।	৫০,০০০/-	-ঐ-
৫।	ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ০২টি।	৬০০,০০০/-	UNHCR (ABV)
৬।	ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয় মেরামত কাজ ঘূর্ণিঝড় '৯৪ পর।	১,২৫,০০০/-	গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
৭।	ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয় ক্ষতিপুরণের টাকা প্রদান।	৫৬,০০০/-	UNHCR
৮।	ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয় অসম্পূর্ণ সিড়ি নির্মাণ।	৭,০০০/-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
৯।	দঃ ঘুমধুম প্রাঃ স্কুলের সিড়ি নির্মাণ।	-	স্থাঃ সঃ পঃ বাঃ পাঃ জেঃ
১০।	দঃ ঘুমধুম প্রাঃ স্কুলের অসম্পূর্ণ সিড়ি নির্মাণ।	১৮,০০০/-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
১১।	উত্তর ঘুমধুম প্রাঃ স্কুল নং-০১ পুনঃ নির্মাণ।	৪,৮৫,০০০/-	(LGED)
১২।	তুমক্রু প্রাঃ স্কুল পুনঃ নির্মাণ।	৩,৬৫,০০০/-	-ঐ-
১৩।	তুমক্রু বাজাবনিয়া বেঃ রেঃ প্রাঃ স্কুল পুনঃ নির্মাণ।	৪,২০,০০০/-	-ঐ-
১৪।	উত্তর ঘুমধুম কচুবনিয়া রেঃ বেঃ প্রাঃ স্কুল পুনঃ নির্মাণ।	৩,৬৫,০০০/-	-ঐ-
*	উত্তর ঘুমধুম ০১ নং প্রাঃ স্কুলের মাঠ সংস্কার।	-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
১৫।	রেজু বৈদ্যের ছড়া রে, বে, প্রাঃ স্কুল পুনঃনির্মাণ।	৩,৬৫,০০০/-	(LGED)
১৬।	রেজু মগপাড়া সরকারী প্রাঃ স্কুল পুনঃ নির্মাণ।	৩,৬৫,০০০/-	-ঐ-
১৭।	রেজু বরইতলি সরকারী প্রাঃ স্কুল পুনঃ নির্মাণ।	৪,২০,০০০/-	-ঐ-
১৮।	রেজু ফাত্রাঝিরী প্রাঃ স্কুল মেরামত ঘূর্ণিঝড় '৯১ পর।	৫০,০০০/-	নাঃ থাঃ পঃ
১৯।	রেজু ফাত্রাঝিরী প্রাঃ স্কুল পুনঃ নির্মাণ রাস্তা বাস্তবায়নাধীন।	৩,৬৫,০০০/-	(LGED)
২০।	তুমক্রু কে, জি, স্কুল নির্মাণ।	৩০,০০০/-	শান্তকরণ কর্মসূচী, নাঃ ছঃ জোন
২১।	রেজু হেডম্যান পাড়া প্রাঃ স্কুল মেরামত ঘূর্ণিঝড় '৯১ পর।	-	(LGED)

২২।	উত্তর ঘুমধুম ০২ নং প্রাঃ স্কুল মেরামত।	-	-ঐ-
২৩।	দঃ ঘুমধুম প্রাঃ স্কুল মেরামত।	-	-ঐ-
২৪।	দক্ষিণ ঘুমধুম প্রাঃ স্কুল মেরামত ঘূর্ণিঝড় '৯৪ পর।	২৪,০০০/-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
২৫।	উত্তর ঘুমধুম ০১ নং প্রাঃ স্কুল মেরামত ঘূর্ণিঝড় '৯৪ পর।	১০,০০০/-	-ঐ-
২৬।	উত্তর ঘুমধুম ০২ নং প্রাঃ স্কুল মেরামত ঘূর্ণিঝড় '৯৪ পর।	১০,০০০/-	-ঐ-
২৭।	তুমব্রু প্রাঃ স্কুল মেরামত ঘূর্ণিঝড় '৯৪ পর।	১০,০০০/-	-ঐ-
২৮।	বাইশপারী প্রাঃ স্কুল মেরামত ঘূর্ণিঝড় '৯৪ পর।	১০,০০০/-	-ঐ-
*	বাইশপারী প্রাঃ স্কুলের মাঠ সংস্কার (বাস্তবায়নাধীন)	১০,০০০/-	-ঐ-

কৃষি ও মৎস্য উন্নয়ন খাতঃ

১।	পাহাড়ে পরীক্ষামূলক সাগর কলার চাষ।	৫০,০০০/-	গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র।
২।	তুমব্রু চিকনছড়ি খাল পুনঃ খনন। (০.৬৬ মেঃ টঃ)	০.১৮ মেঃ টঃ	সঃ খাঃ খঃ কঃ সূচী
৩।	তুমব্রু বাজার ইউ,পি মৎস্য পুকুর পুনঃ খনন।	৩০,০০০/-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
*	দঃ ঘুমধুম মসজিদ পুকুর সংস্কার।	১০,০০০/-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
৪।	তুমব্রু এলাকায় নার্সারী স্থাপন।	১,৫০,০০০/-	গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
*	ঘুমধুম উঃ বিঃ জমিতে পানি নিষ্কাষণের নালা খনন।	১৫,০০০/-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
৫।	মাছের পোনা বিতরণ (বিনামূল্যে)	-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
৬।	মৎস্য চাষের প্রশিক্ষণ	-	মৎস্য বিভাগ, নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
*	প্রতি বৎসর সেচ বাঁধসমূহে আর্থিক সাহায্য	-	মৎস্য বিভাগ, নাঃ ছঃ থাঃ পঃ

৭। কৃষি তথ্য=কৃষি বিভাগ নাইক্ষ্যংছড়ি থানা কর্তৃক।

১। প্রদর্শনী সংখ্যা (ক) এ,এস,এস,পি-৪০টি।
(খ) সমন্বিত উন্নয়ন প্রদর্শনী-১৪০টি।

২। (ক) এ,এস,এস,পি প্রদর্শনীর আওতায় পুরুষ-৪০ জন, মহিলা-১৫ জন।
(খ) সমন্বিত উন্নয়ন আওতায়-১৪০ জন।

৩। কৃষক প্রশিক্ষণ পুনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ, চারা, কলম, সার, কীট নাশক ঔষধ সরবরাহ। হস্ত চালিত স্প্রে মেশিন প্রদান=২০টি, ফুট পাম্প=০১টি পাওয়ার পাম্প=০১টি উক্ত কর্মসূচীর আওতায় বিতরণ করা হয়।

কুটির শিল্পঃ

১।	দঃ ঘুমধুম কুমার পাড়ায় মৃৎ কুটির শিল্পের জন্য ০১টি শেড নির্মাণ।	১,৩০,০০০/-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ

ভৌত কর্মসূচীঃ

১।	তুমক্র বাজার শেড নির্মাণ, পাকা ড্রেইন ও শৌচাগার নির্মাণ।	৪,৮০,০০০/-	(LGED)
২।	দঃ ঘুমধুম বেতবুনিয়া বাজার গণ শৌচাগার নির্মাণ।	১৯,০০০/-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
*	দঃ ঘুমধুম বেতবুনিয়া বাজার টিউবওয়েল বসানো।	-	-ঐ-
৩।	ইউনিয়ন পরিষদ অফিস মেরামত '৯১ ঘূর্ণিঝড় পর।	.০৪ মেঃ টঃ	স্থাঃ সঃ পঃ বাঃ পাঃ জেঃ
৪।	ইউনিয়ন পরিষদ অফিস মেরামত '৯৪ ঘূর্ণিঝড় পর।	৫০,০০০/-	-ঐ-
*	ঘুমধুম যাত্রী ছাউনি নির্মাণ।	৭০,০০০/-	-ঐ-
৫।	রেজু ফাত্রাজিরী কমিউনিটি সেন্টার লিঃ।	২,৫০,০০০/-	পাঃ চঃ উঃ বোঃ (ইউনিসেফ)
*	দঃ ঘুমধুম ঘোনা পাড়া মহিলা সদস্যা বিঃ দ্রঃ মীনা বড়ুয়ার সন্নিকটে প্ল্যাটফরম সহ টিউবওয়েল স্থাপন।	১০,০০০/-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ

১৯৯১ ইং সনের ঘূর্ণিঝড়ের পর ইউনিয়নের সর্বত্র সকল প্রকার প্রতিষ্ঠান সমূহে মেরামতের জন্য স্থানীয় সরকার পরিষদ, উপজেলা পরিষদ (তৎকালীন) শান্তকরণ কর্মসূচী ও অন্যান্য সংস্থা হইতে প্রাপ্ত সাহায্যে গম, চাউল দিয়া ছোট ছোট মেরামত কার্য্যসমূহ সম্পাদন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন ছাড়াও এই প্রক্রিয়া বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে।

গণস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগঃ

১।	রেজু এলাকায় নূতন রিংওয়েল স্থাপন ১২টি	৯,০০,০০০/-	UNHCR (ABV)
২।	বাইশপারী ও রেজু এলাকায় রিংওয়েল স্থাপন (২+৫)=৭টি	৪,৮০,০০০/-	জঃ স্বাঃ প্রঃ বিঃ
৩।	বিভিন্ন স্থানে টিউবওয়েল, রিংওয়েল তারা পাম্প, ডি,এস,পি প্রভৃতি স্থাপন পুনঃ স্থাপন ও মেরামত কাজ।	১৫,৫৮,০০০/-	জঃ স্বাঃ প্রঃ বিঃ
৪।	স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নির্মাণ প্রকল্প।	২৮,০০০/-	নাঃ ছঃ থাঃ পঃ
৫।	স্বাস্থ্য বিষয়ক স্যানিটেশন সপ্তাহ ও বিভিন্ন সভা ও জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ সর্মসূচী রীতিমত।	-	জঃ স্বাঃ প্রঃ বিঃ নাঃ ছঃ
৬।	পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন তারা পাম্প, টিউবওয়েল, রিংওয়েল মেরামত কাজসমূহ।	-	-ঐ-

বনায়ন কর্মসূচীঃ গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এন,জি,ও কর্তৃক

১।	ঘুমধুম-তুমক্র আর্মি সড়ক পার্শ্বে বনায়ন।	
২।	ঘুমধুম-তুমক্র রাস্তায় সড়ক পার্শ্বে বনায়ন।	৩,৫০,০০০/-

৩।	ঘুমধুম আরাকান রোডের উপর সড়ক পার্শ্বে বনায়ন।		
৪।	জনগণকে চারা বিতরণ।		
৫।	খাল পাড়ে বরাক বাঁশের চাষ।	৫,০০,০০০/-	
৬।	তুমব্রু বাজার হইতে রাস্তার সড়ক পার্শ্বে বনায়ন।		
৭।	ঘুমধুম হাই স্কুল পাহাড় ও অন্যান্য ৫০.০০ একর জমিতে মুলি বাঁশের চাষ।		
৮।	জনসাধারণকে বিনা মূল্যে চারা বিতরণ।	১০,০০০/-	স্থাঃ সঃ পঃ বাঃ পাঃ জেঃ

বিদ্যুতায়ন, ধর্মী কাজ ও বিবিধঃ

১।	ঘুমধুম ইউনিয়নে বিদ্যুতায়ন প্রকল্প নির্মাণ।	৪৫,০০,০০০/-	বিঃ উঃ বোঃ, (নির্মাণ) বাংলাদেশ
২।	বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে এককালীন অনুদান হিসাবে প্রদত্ত।	৬৫,০০০/-	স্থাঃ সঃ পঃ বাঃ পাঃ জেঃ
৩।	বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে এককালীন অনুদান হিসাবে প্রদত্ত।	১৬,০০০/-	(এম,পি) ধর্ম মন্ত্রণালয়
৪।	রোহিঙ্গ্যা কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত জমি জমার মালিকদের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান ২৮% হিসাবে।	১৫,০০,০০০/-	UNHCR(RRRRC)

ত্রাণ কার্যক্রমঃ

১। ভি,জি,ডি ভুক্ত ৩০ জন দুঃস্থ মহিলা রীতিমত সঞ্চয়সহ সাহায্যপ্রাপ্ত। (প্রতি দুই বৎসরের জন্য পর্যায়ক্রমে)

২। বিগত পাঁচ বৎসরে কয়েকবার দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে ত্রাণ স্বরূপ চাউল বিতরণ।

৩। **১৯৯১ইং ঘূর্ণিঝড় উত্তর-**

(ক)	সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত-১বাঃ ঢেউটিন, নগদ মোট =	৫০০/-	০৮৭ পরিবার
(খ)	আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত= প্রতি পরিবার নগদ মোট =	১০০০/-	১০৩ পরিবার
(গ)	নগদ অর্থ সাহায্য=	১২,০০০/-	টাকা ও বিভিন্ন প্রকার ত্রাণ সামগ্রী

৪। **১৯৯৪ইং ঘূর্ণিঝড় উত্তরঃ**

(ক) ০১জন মৃতের পরিবারকে সাহায্য = ৩,০০০/-

(খ) ঢেউটিন বিতরণ= ২৭৬ বাঃ মোট = ২৭৬ পরিবার (পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত)

(গ) নগদ টাকা বিতরণ= ২০০/- হারে মোট = ৭১২ পরিবার আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত।

(ঘ) নগদ টাকা বিতরণ ৫০/- হারে মোট = ৮১২ পরিবার আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত।

(ঙ) ১ পিস পলিথিন বিতরণ মোট ৮১২ পরিবার আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত।

নগদ টাকা ৮৭.০০০/-, চাউলসহ, বিভিন্ন প্রকার ত্রাণ সামগ্রী, প্রত্যেক ওয়ার্ডে মোট জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে বিতরণ করা হয়েছে ও প্রত্যেক ঘূর্ণিঝড়ের পর চিকিৎসা ব্যবস্থা, খাওয়ার স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ টেবলেট এবং পরবর্তিতে ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান সহ বিভিন্ন ত্রাণ কার্য। আরও ম্যালেরিয়া রোগীদেরকে সহায়ক অনুদান উপজাতিদের মধ্যে গণস্বাস্থ্যের (এন,জি,ও) উদ্যোগে ঔষধ মাখা মশারী বিতরণ। রোহিঙ্গ্যা ডাকাতদের অত্যাচারে কবলিত গ্রামবাসীদের মধ্যে ঢেউটিন বিতরণ (১০ বান্ডিল) ও প্রাণ রক্ষাকারী বিস্কুট এবং নগদ টাকা বিতরণ

বিশেষ স্মৃতিমূলক কাজঃ

অত্র পরিষদ এলাকার নিবেদিত প্রাণ সমাজ কর্মী দেশ প্রেমিক, শিক্ষাবিদ যারা এলাকার জন্য ও দেশের জন্য অবদান রেখেছেন তাদের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেঃ প্রথম পর্যায়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে শহীদ তৎকালীন ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শহীদ মোঃ ইলিয়াছ মিয়া সাহেবের স্মৃতির স্মারক হিসাবে ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি ছাত্রাবাস চালু করে। ২য় পর্যায়ে দীর্ঘ দিনের একজন সমাজ কর্মী এলাকার নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি মরহুম জনাব আজিম উদ্দিন মেম্বার মৃত্যু বরণ করিলে তার বাড়ীর নিকট হইতে তুমব্রু-ঘুমধুম প্রধান সড়ক পর্যন্ত একটি রাস্তর নামকরণ করে "আজিম উদ্দিন রোড নামে" বর্তমানে উক্ত রাস্তার সংস্কার কাজ সম্পন্ন করেছে। এ ভাবে পর্যায়ক্রমে বিশেষ স্মৃতিমূলক কাজ করার প্রক্রিয়া চালু থাকবে।

বাস্তবায়নের অপেক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহঃ

কৃষি ও মৎস্য উন্নয়নঃ

১। ঘুমধুম রেড়ী বাঁধ নির্মাণ। — পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ

২। ঘুমধুম বেড়ী বাঁধ স্লুইচ গেট নির্মাণ। — -ঐ-

যোগাযোগ ও পরিবহনঃ

৩। ঘুমধুম বেতবুনিয়া বাজার হইতে পশ্চিম পাড়া হইয়া পুরাতন লঞ্চ ঘাট পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ।

৪। ঘুমধুম-বেতবুনিয়া বাজার হইতে ঘোনা পাড়া হইয়া কচুবনিয়া রাস্তা পুনঃ সংস্কার।

৫। উত্তর ঘুমধুম কচুবনিয়া হইতে বড়বিল রাস্তার ইট বিছানো।

৬। দক্ষিণ ঘুমধুম হাই স্কুলের মাঠ হইতে পুরাতন লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো।

৭। উঃ ঘুমধুম বড়ুয়া পাড়া হইতে মগঘাট রাস্তা পুনঃ সংস্কার।
৮। উত্তর ঘুমধুম বড়বিল হইতে তুমব্রু রাস্তা ইট বিছানো (কালভার্ট ব্রীজ সহ)
৯। তুমব্রু পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র হইতে ভাজাবনিয়া রাস্তা পুনঃ সংস্কার।
১০। তুমব্রু হইতে বাইশপারী হইয়া রেজু হইতে নাইক্ষ্যংছড়ি সীমা পর্যন্ত রাস্তা ইট বিছানো, প্রয়োজনীয় ব্রীজ কালভার্ট সহ।
১১। উঃ ঘুমধুম আজু খাইয়া স্কুল হইতে গ্রামের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ইট বিছানো।
১২। তুমব্রু আর্মি রোড সংযোগ রাস্তায় ইট বিছানো ও রাস্তায় মাটি ভরাট কাজ।
১৩। রেজু ফাত্রাজিরী খালের উপর ব্রীজ।
১৪। রেজু পাগলির ছড়ার উপর ব্রীজ।
১৫। রেজু জামিরতলি খালের উপর ব্রীজ।
১৬। রেজু বৈদ্যের ছড়া-পাতাবাড়ী রাস্তা সংস্কার।
১৭। তুমব্রু কুমার পাড়া ও কোনার পাড়ায় পুল নির্মাণ।
১৮। কতু পালং হইতে আজু খাইয়া রাস্তা পার্শ্ব বৃদ্ধি করণ।

শিক্ষাঃ

১। দক্ষিণ ঘুমধুম প্রাথমিক স্কুল পুনঃ নির্মাণ।
২। উত্তর ঘুমধুম ০২ নং প্রাথমিক স্কুল পুনঃ নির্মাণ।
৩। রেজু হেডম্যান পাড়া প্রাথমিক স্কুর পুনঃ নির্মাণ।
৪। ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়ে পাকা ভবন নির্মাণ।
৫। তুমব্রু বাজার কে, জি, স্কুল পুনঃ নির্মাণ।
৬। রেজু গর্জনবনিয়া বেসরকারী প্রাঃ স্কুল পুনঃ নির্মাণ।

অন্যান্যঃ

১। ঘুমধুম রেষ্ট হাউস নির্মাণ।
২। ঘুমধুম পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন।
৩। ঘুমধুম ও তুমব্রু এলাকায় টেলিফোন লাইন সম্প্রসারণ কাজ।
৪। হাসপাতাল স্থাপন (ইউনিয়ন পর্যায়ে)।
৫। পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খান বিতরণ।
৬। উঃ ঘুমধুম ও রেজু এলাকায় গণ শিক্ষা কেন্দ্র চালু (ইঃ ফাঃ)
৭। প্রত্যেক ওয়ার্ডে আরও প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিউবওয়েল, তারা পাম্প ও রিংওয়েল স্থাপন।
৮। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পুকুরসমূহ পর্যায়ক্রমে সংস্কার করে মৎস্য চাষের আওতায় আনা।

আরও বিভিন্ন খাতওয়ারী জনহিতকর কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য অত্র পরিষদ সর্বদা সচেষ্ট এবং প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনঃ

১। মাননীয় চেয়ারম্যান, স্থানীয় সরকার পরিষদ, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

২। মাননীয় বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ।

৩। মাননীয় জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

৪। মাননীয় সংসদ সদস্য ও মাননীয়া সংসদ সদস্যা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

৫। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।

৬। রোহিঙ্গ্যা শরনার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, ক্যাম্প কক্সবাজার।

৭। ইউ,এন,এইচ,সি, আর ও ক্ষতিগ্রস্থ গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প।

৮। মাননীয় থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, নাইক্ষ্যংছড়ি।

৯। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র (এন,জি,ও)

১০। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বান্দরবান।

১১। জেনাল হেড কোয়াটার, নাইক্ষ্যংছড়ি।

১২। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ।

১৩। জন স্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ।

১৪। সকল বিভাগীয় কার্য্যক্রম।

১৫। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।

১৬। এলাকার শিক্ষক, সমাজ কর্মী, সচেতন ব্যক্তিরা, হেডম্যান, কারবারী, গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্যরা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ। শিক্ষিত তরুণ সমাজ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী ও পার্শ্ববর্তী কক্সবাজার, উখিয়া ও বান্দাবানের সাংবাদিকবৃন্দ।

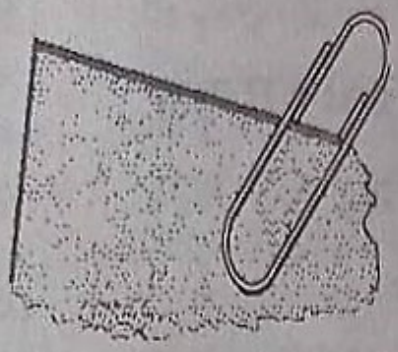

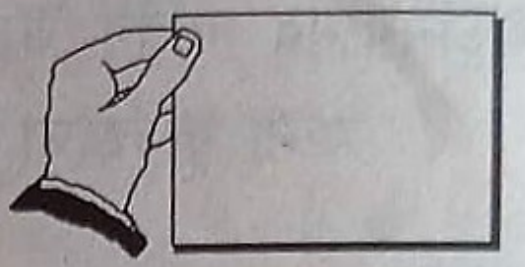

এলবাম

মাননীয় জেলা প্রশাসক বান্দরবান পার্বত্য জেলা জনাব, আতিকুল ইসলাম চৌধুরী ক
ঘুমধুম ইউ,পি পরিদর্শন।

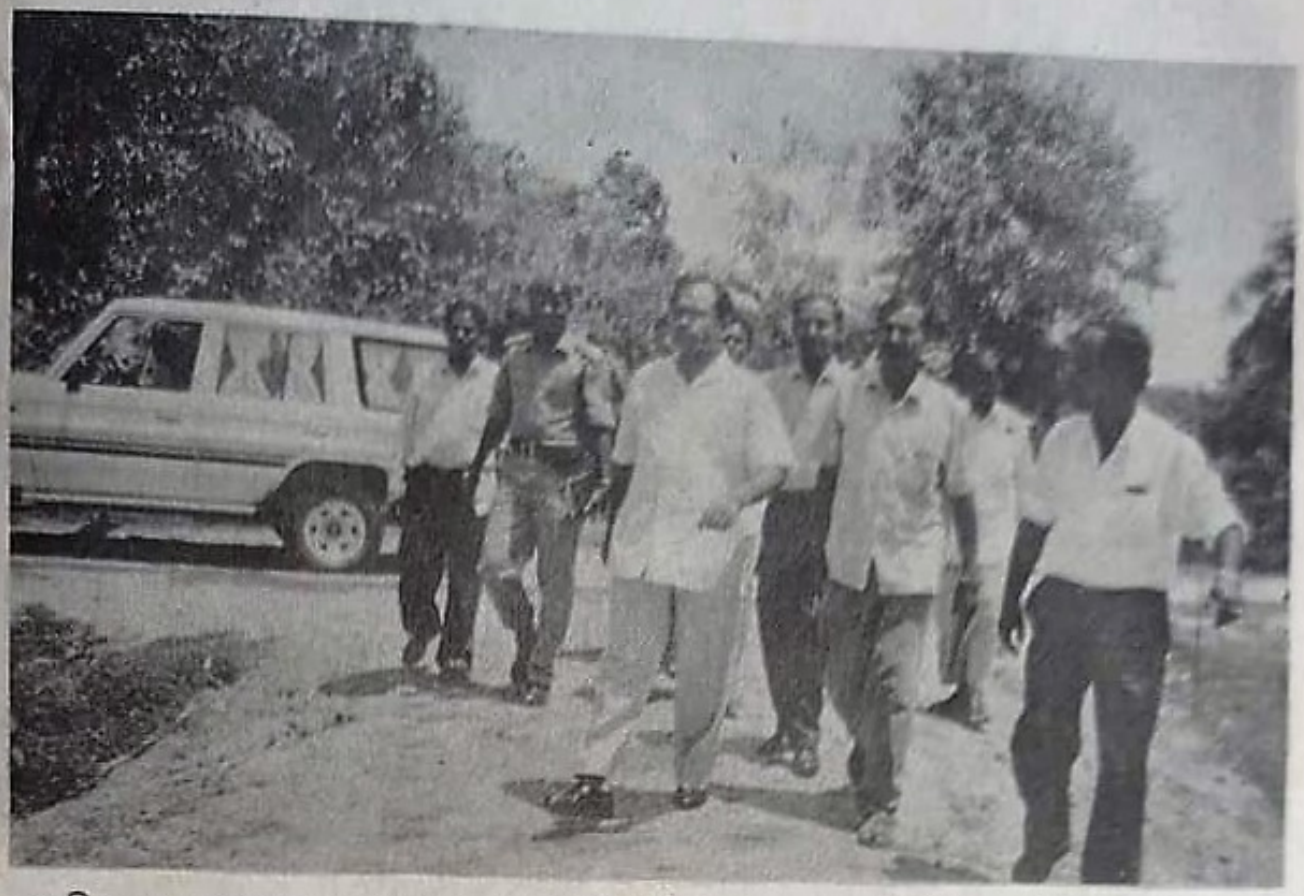

মাননীয় জেলাপ্রশাসক ঘুমধুম এলাকা পরিদর্শন, সাথে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা নাইক্ষংছড়ি, পি,আই,ও ইউ,পি চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

মাননীয় জেলা প্রশাসকের চলতি বৎসরের কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর রাস্তা পরিদর্শন। (ঘুমধুম হইতে তুমব্রু রাস্তা)। পিছনে তুমব্রু-ঘুমধুম ইট বিছানো পাকা ড্রেইন রাস্তার একাংশ ও বিদ্যুৎ লাইনের একাংশ দেখা যাচ্ছে।

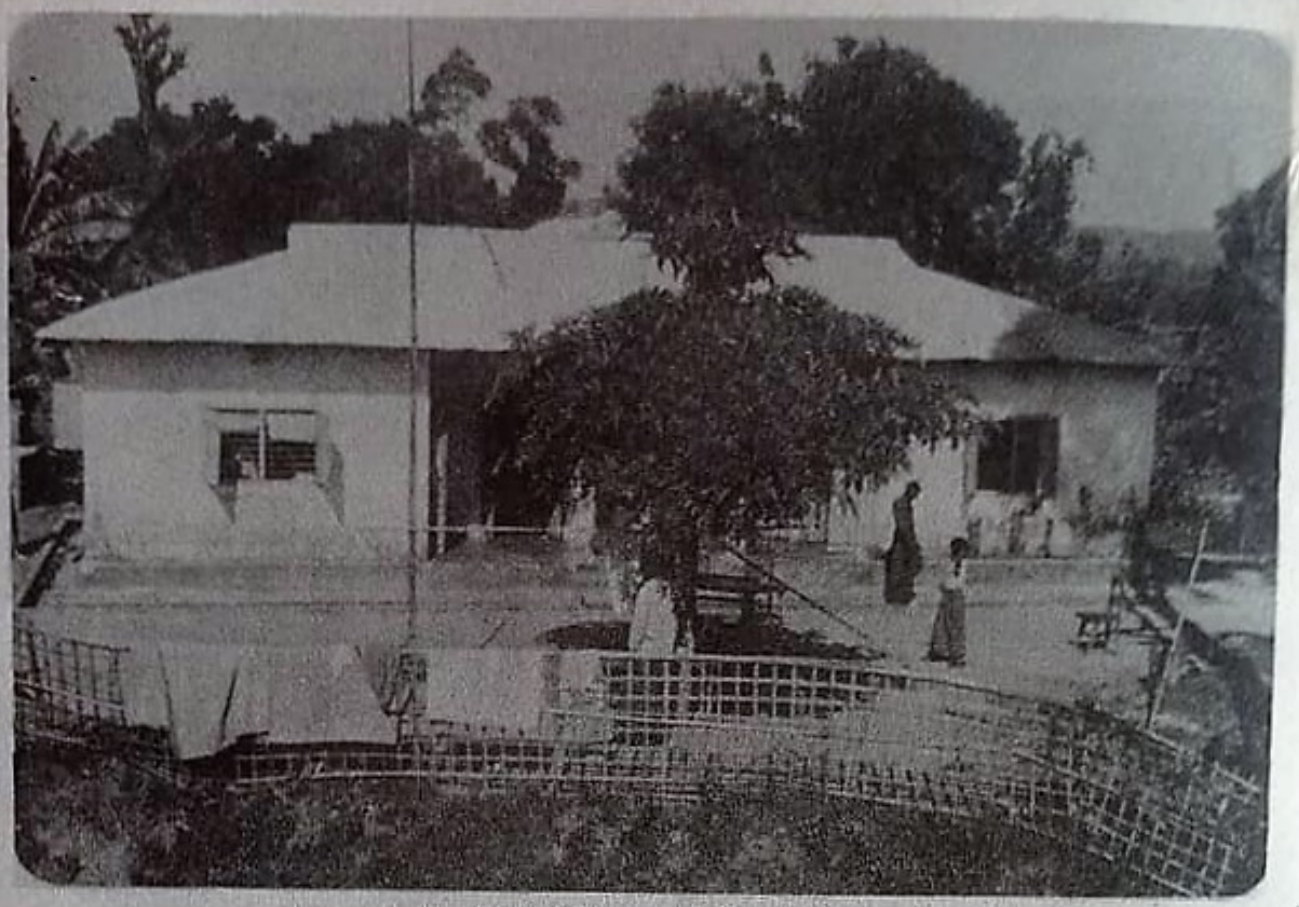

ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদ ভবন।

ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদের অভ্যান্তর ভাগ কর্মরত ইউ,পি,চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের শপথানুষ্ঠানের দৃশ্য।

ইউনিয়নের স্যানিটেশন সপ্তাহ উদযাপন।

খাল খনন কর্মসূচীর উদ্বোধন।

ইউ,এন, এইচ, সি, আর এর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
কতিপয় এন,জি,ও কর্মকর্তাদের সাথে উন্নয়ন কর্মকা
নিয়ে সাক্ষাৎরত ইউ,পি চেয়ারম্যান।

ঘূর্ণি ঝড়োত্তর রেডক্রিসেন্ট বান্দরবানের ত্রানতৎপরতা।

অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রান ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, ডক ইয়ার্ডের স্থাপত্য প্রকৌশলী, আর, আর, সি'র প্রকৌশলী, ঠিকাদার ও সাংবাদিকবৃন্দের ঘুমধুম এলাকা সফর ও রাস্তা পাকা করার জন্য পুরাতন আরাকান রোডের অংশ পরিদর্শন

বিবিসি সাংবাদিক জনাব আতাউস সামাদ কে সাক্ষাৎদানরত ঘুমধুম ইউ,পি চেয়ারম্যান।

নাইক্ষংছড়ি যোগাযোগ মন্ত্রীর আগমন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দানরত ঘুমধুম ইউ,পি চেয়ারম্যান।

কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের ঘুমধুম একটি প্রদর্শনী পরিদর্শনে ইউ,পি চেয়ারম্যান।

ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত, ইউ,পি চেয়ারম্যান ও অন্যান্যরা।

ঘুমধুম হইতে তুমব্রু রাস্তার পাকা ব্রীজ ও ইট বিছানোর একাংশ।

তুমব্রু ভাজাবনিয়া বেসরকারী রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নব নির্মিত ভবন।

তুমব্রু আজিজিয়া কে, জি, স্কুল ছাত্র/ছাত্রী শিক্ষক, অভিভাবক ও নেতৃবৃন্দ।

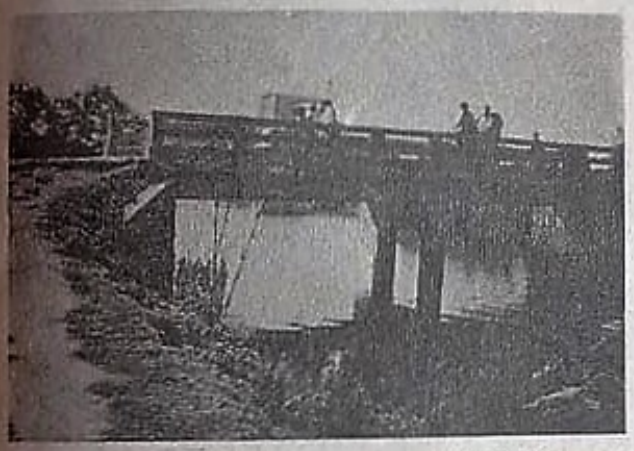

ইউ, এন, এইচ, সি, আর এর সাহার্য্যে নির্মিত তুমব্রু পাকা ব্রীজ

ইউ, এন, এইচ, সি, আর, এর সাহার্য্যে তুমব্রু -ঘুমধুম সড়কে ইট বিছানোর একাংশ ও গণস্বাস্থ্য কর্তৃক সড়ক বনায়নের দৃশ্য।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নির্মিত ইট বিছানোর রাস্তার একাংশ।

নির্মাণাধীন গণ পাঠাগার ইসলামিক (ফেডারেশনের পরিচালনায়)।

ইউ,পি অফিসে, ভি, জি, ডি, বিতরণের দৃশ্য। (দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে)

ঘুমধুম প্রাইমারী স্কুলের পাহাড়ে উঠার পাকা সিড়ী।

ঘুমধুম পুরাতন লঞ্চঘাটে নির্মাণাধীন স্বাস্থ্য) সম্মত পায়খানার নির্মাণকেন্দ্র ।

ঘুমধুম পুরাতন আরাকান রোডের অংশ ইউ, এন, এইচ, সি, আর এর সাহার্য্যে সড়ক ও জনপথ বিভাগ কর্তৃক পাকা করা রাস্তার দৃশ্য।

উত্তর ঘুমধুম ইট বিছানো রাস্তা ও পাকা কালভার্ট নির্মাণের একাংশ।

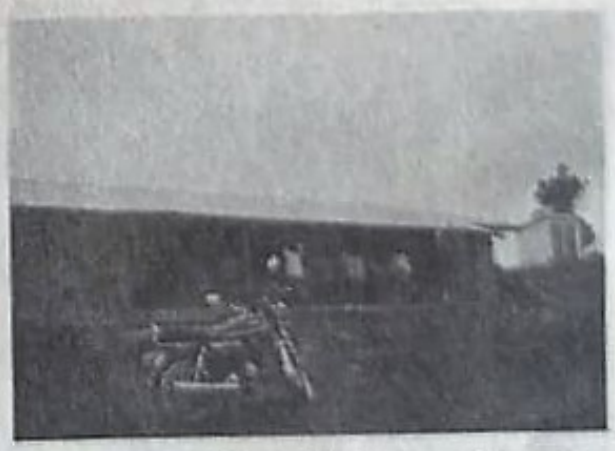

উত্তর ঘুমধুম কচুবনিয়া রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (নব নির্মিত)

উত্তর ঘুমধুম নব নির্মিত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

রেজু যাত্রাঝিরী পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় নবনির্মিত পাহাড় কাটা, ইট, বিছানো রাস্তা, ও পাকা ড্রেইন নির্মাণের দৃশ্য।

রেজু এলাকায় থিংছড়ি খালের উপর শান্তকরণ কর্মসূচীর নব নির্মিত কাঠের ব্রীজ।

রেজু গর্জন বনিয়া খালের উপর নির্মিত কাঠের ব্রীজ।

রেজু গর্জন বনিয়া নূতন চালুকৃত বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল।

তুমব্রু ভাজাবনিয়া বেসরকারী প্রাঃ স্কুলের টেলেনপুলসহ বিভিন্ন পর্যায়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীগণ।

ইউ, এন, এইচ সি, আর, কার্যক্রম এর নবনির্মিত ঘুমধুম উঃ বিদ্যালয় ভবন ও গণস্বাস্থ্য এবং স্থানীয় সরকার পরিষদের সাহার্য্যে ঘূর্ণিঝড়ের পর মেরামতকৃত ভবন।

ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

ঘুমধুম উঃ বিদ্যালয়ের বিজয় দিবস উদযাপনের একাংশ।

ঘুমধুম উঃ বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের দৃশ্য।

গণস্বাস্থ্যের সাগর কলার চাষ ।

গণস্বাস্থ্যের মুলি বাঁশের চাষ ।

গণস্বাস্থ্যের খাল পাড়ে বরাক বাঁশের চাষ ।

গণস্বাস্থ্য নার্সারী ।

গণস্বাস্থ্য ত্রান তৎপরতা, ঘূর্ণিঝড়োত্তর '৯৪

গণস্বাস্থ্য ত্রান তৎপরতা উপজাতীদের মধ্যে মশারী বিতরণ।

অর্কিটেকচার ইঞ্জিনিয়ার চট্টগ্রাম ডক ইয়ার্ড আর. আর, আর, সি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। ঠিকাদার ও সাংবাদিক, ঘুমধুম ইউ,পি চেয়ারম্যান হতে তথ্য সংগ্রহ করছেন রাস্তা উন্নয়নের জন্য। (ঘুমধুম পুরাতন আরাকান রোডের অংশ বিশেষ)।

ইউনিয়ন বাসীর প্রতি

১। অধিক গাছ লাগান খালি জায়গা ফেলে রাখবেন না।

২। ফলজ ও বনজ গাছের চারার জন্য ইউনিয়নস্থ গণস্বাস্থ্য নার্সারীতে যোগাযোগ করুন।

৩। সকল প্রকার কৃষি ও বনায়ন কাজে রাষ্ট্রপতি পুরুস্কার প্রাপ্ত গণস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ আপনার ইউনিয়নে অবস্থান করছেন। তার সকল পরামর্শ গ্রহণ করুন।

৪। পুকুর, ডোবা ও স্থায়ী বাঁধ সমূহে মাছের পোনা ছাড়ুন। হাঁস, মুরগী ও গবাদি পুশুর সংখ্যা বৃদ্ধি করুন।

৫। আপনার স্কুল গামী শিশুকে স্কুলে পাঠান তার লেখা পড়ার যত্ন নিন। শিক্ষার ব্যাপার মাঝে মধ্যে স্কুলে গিয়ে শিক্ষকদের সাথে পরামর্শ করুন।

৬। শিশুদের টিকা দিন। কোন শিশুর টিকা যাতে বাদ না যায় সতর্ক থাকুন।

৭। গর্ভবতী মা বোনদের টি,টি, দিন। সকল ব্যাপারে প্রতিবেশীকে পরামর্শ দিন ও সহযোগিতা করুন।

৮। এলাকার রাস্তা ব্রীজ, কালভার্ট ও সড়ক বনায়নের গাছের চারাগুলির যত্ন নিন। এগুলির ব্যাপারে সচেতন দৃষ্টি রাখুন। রাস্তার ইটগুলির দিকে দৃষ্টি রাখুন।

৯। প্রতিষ্ঠান সমূহের যত্ন নিন। মনে রাখবেন ইউনিয়নের সব কিছু আপনার সম্পদ।

১০। সামাজিক জীবন যাপনে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হউন। সম্প্রীতি বজায় রাখুন।

১১। প্রত্যেক কাজে টিউব ওয়েলের পানি ব্যবহার করুন। এলাকার সমস্থ টিউবওয়েলগুলি এলাকার ও প্রত্যেকের সম্পদ। যত্ন করুন। চুরি প্রতিরোধ করুন।

১২। সকল ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদকে সৎ ও মূল্যবান পরামশ

১৪। জন প্রতিনিধি সহকারে সকল কিছুর সমাধান করার জন্য সুন্দর মন মানসিকতা গড়ে তুলুন। মনে রাখবেন এরা আপনাদের নির্বাচিত, আপনাদের প্রদত্ত, কাজ করার জন্য আপনাদেরই প্রতিনিধি।

১৫। ঘাতক ম্যালেরিয়া হতে সাবধান থাকুন। সময় সময় স্বাস্থ্য কর্মির পরামর্শ নিন।

১৬। দেশের একজন সৎ দায়িত্ববান দেশ প্রেমিক নাগরিক হিসাবে নিজেকে মনে করুন।

১৭। এখনও আপনার চারিদিকে যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে পানের বরজ ও তরমুজসহ অর্থকরি নানা রকমের ক্ষেতখামার চাষাবাদ ও বনায়ন করার মত। সময়কে কাজে লাগান।

১৮। সংসার ছোট রাখুন, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।

ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদ
নাইক্ষ্যংছড়ি,
বান্দরবান পার্বত্যজেলা।

কোনদিন ভাবিনি যে,
একদিন এখানে জ্বলবে বিজলির আলো,
পাখীর গানে সুর মিলিয়ে
যন্ত্র যানের হরনে, ভাঙ্গবে ভোরের ঘুম,
বিটুমিনের কালো সড়ক ধরে
লাল ইটের বাধানো জনপথ বেয়ে
চলবে নানা চক্র যান।
বিজয় দিবসের সকালে
কুচকাওয়াজের তালে, তালে,
বেজে উঠবে বয় স্কাউটের ব্যান্ড
পাকা ব্রীজের পার্শ্বে
সড়ক বনায়নের শাখায়
দখিনা সমিরণে গেয়ে উঠবে
নানা পাখীরা সুমধুর গান।
হারানো স্মৃতির মালা নিয়ে
বর্তমানের সোপানে পা রেখে
ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে
পথ চলবে পথিক সুজন।

"ইউনিয়নে নাম ঘুমধুমঃ

এই প্রকাশনাকে সাদরে সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি উল্লেখযোগ্য
উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য।

ঘুমধুম ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যানকে
ও তার বিজ্ঞ পরিষদবর্গকে।

ইউনিয়নে সর্বস্তরের মানুষের উন্নতি ও
সমৃদ্ধি কামনা করছি।

শেখ রফিক উদ্দিন

উখিয়া, কক্সবাজার।

"ঘুমঘুম ইউনিয়নের এই প্রকাশনাকে
জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ
এই উদ্যোগের জন্য ও উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের
অগ্রগতির জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি বন্ধুবর
চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব মোঃ খাইরুল বশর
সাহেব ও পরিষদবর্গকে।

হাজী ফজলুল করিম সিকদার

প্রাঃ চেয়ারম্যান
হলদিয়া পালং ইউ, পি,উখিয়া, কক্সবাজার।

"ইউনিয়নের নাম ঘুমঘুমঃ
"এই প্রকাশনার জন্য অহরহ ধন্যবাদ"
ফজল করিম সওদাগর

দিদার ষ্টোর

মরিচ্যা বাজার, উখিয়া, কক্সবাজার।

"এই প্রকাশনা বয়ে আনুক সমৃদ্ধি"

এটি হোক ইউনিয়নবাসীর দিক নির্দেশনা

মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত কৃষি ও বনায়ন বিশেষজ্ঞ

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র

কর্মস্থল ঘুমধুম ইউনিয়ন।

সর্বস্তরের মানুষের প্রতি অনুরোধ, আপনার চারিদিকে যথেষ্ট খালি জায়গা রয়েছে। বিভিন্ন রকমের ফলজ ও বনজ চারা লাগান। নানা রকমের শাক-সবজীর আবাদ করুন। গণস্বাস্থ্যের কৃষি বিশেষজ্ঞ আপনার এলাকায় আছে, সকল রকম পরামর্শ গ্রহণ করুন। দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনুন।

"ইউনিয়নের নাম ঘুমধুম"

এই এলাকার মাটি ও মানুষের সাথে সম্পৃক্ত একটি আশা আখাংকার প্রতিফলন ও জীবন দর্পন।

এই প্রকাশনাকে স্বাগত জানাচ্ছি

উল্লেখ্যযোগ্য উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি বর্তমান ইউ, পি, চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব মোঃ খাইরুল বশর ও পরিষদবর্গকে। ইউনিয়নের মানুষের উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

আলহাজ্ব নূরুল আবছার

ঘুমধুম বেতবুনিয়া বাজার, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান।

"ইউনিয়নের নাম ঘুমঘুম"

এই প্রকাশনাকে আন্তরিক ভাবে
ধন্যবাদ ও স্বাগত জানাচ্ছি।

মেসার্স হোছাইন মেডিক্যাল হল

সর্ব প্রকার ডাক্তারী ঔষধ বিক্রেতা

প্রোঃ আলহাজ্ব মোহাম্মদ তাহের
তুমব্রু বাজার, পোঃ বালুখালী, নাইক্ষ্যংছড়ি
বান্দরবান।

"ইউনিয়নের নাম ঘুমঘুম"

"প্রকাশনার উদ্যোগ সফল হউক"

মেসার্স-ঔষধ বিতান, ফার্মেসী

যাবতীয় ডাক্তারী ঔষধ সুলভ মূল্যে বিক্রী করা হয়।

প্রোঃ-মোঃ চৈয়দ হোসন
তমুব্রুবাজার, ডাকঘর-বালুখালী
নাইক্ষংছড়ি, বান্দরবান।

"ইউনিয়নের নাম ঘুমধুম"

এই প্রকাশনার উদ্যোগ সফল হউক

মোঃ ফোরকান সওদাগর

ঘুমধুম বেতবুনিয়া বাজার

বর্তমান ঘুমধুম ইউনিয়ন একটি গর্ব,
একটি কাহিনী, একটি গৌরবময় অতীত।
একটি আগামীর সুন্দর সফল হাতছানি।

এই প্রকাশনাকে স্বাগতম, ধন্যবাদ
চেয়ারম্যান ও পরিষদবর্গকে।

সুভাষ চন্দ্র আইচ

তুমব্রু বাজার, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান।

"ইউনিয়নের নাম ঘুমঘুম"

প্রকাশনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি

মেসার্স, বিনিময় ষ্টোর

সর্ব প্রকার বাজেমাল ও বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রেতা

প্রোঃ -সুনিল কুমার ধর

তুম্রু বাজার, পোঃ বালুখালী,

নাইক্ষংছড়ি, বান্দরবান।

"ইউনিয়নের নাম ঘুমঘুম"

প্রকাশনাকে স্বাগতম

মেসার্স মদিনা ষ্টোর

প্রোঃ -মৌঃ ইসহাক,

তুমব্রবাজার, নাইক্ষংছড়ি, বান্দরবান।

ইউনিয়নের নাম ঘুমঘুম

এর প্রকাশনার উদ্যোগ সফল হউক

মোহাম্মদ আবদুর রহিম

প্রোঃ-মেসার্স শরিফ এন্টারপ্রাইজ

(খান ফার্মেসী)

মারিষ্যা বাজার, উখিয়া, কক্সবাজার।

ইউনিয়নের নাম ঘুমঘুম

এই প্রকাশনাকে সাদরে অভিনন্দন জানাচ্ছি

নারায়ন চন্দ্র বিশ্বাস

২৮০ পশ্চিম বাকলিয়া, ডি,সি, রোড, চট্টগ্রাম।

ঠিকাদার

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

"ইউনিয়নের নাম ঘুমঘুম"

বান্দরবান জেলার নাইক্ষংছড়ি থানাধীন সর্বদক্ষিণ

ঘুমঘুম ইউনিয়নের মানুষের জীবন দর্পণ।

এর প্রকাশনাকে অভিনন্দন।

মেসার্স জামান ট্রেডার্স

ইসলামিয়া ম্যানসন পূর্ব বাজারঘাটা

কক্সবাজার।

এই প্রকাশনাকে স্বাগতম ও

উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ

ডাঃ আবুল হোছেন

বেতবুনিয়া বাজার, ঘুমধুম, নাইক্ষ্যংছড়ি,

বান্দরবান।

"ইউনিয়নের নাম ঘুমধুম"

আমার প্রিয় জন্মস্থান ঘুমধুম ইউনিয়নের মানুষের জীবনদর্পণ; সফল হউক প্রকাশনা বয়ে আনুক ভবিষ্যতের সুন্দর নূতন জীবন।।

গোলাম চোবান সিকদার

প্রাক্তন ইউ, পি, সদস্য
ঘুমধুম ইউ, পি, নাইক্ষংছড়ি
বান্দরবান।

"ইউনিয়নের নাম ঘুমধুম"

নামক প্রকাশনা উদ্যোগ সফল হউক

মোহাম্মদ হাসেম সওদাগর

২৬৮ নং রেজু মৌজা

ইউনিয়নের নাম ঘুমধুম

এর প্রকাশনাকে, স্বাগত জানাচ্ছি

কামনা করছি অত্র এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, বর্তমান বিজ্ঞ চেয়ারম্যান ও পরিষদ বর্গকে। সর্ব সাধারণের প্রতি আমাদের অনুরুধ আপনাদের শিশুকে স্কুলগামী করুন। একজন আদর্শ শিশু হিসাবে গড়ে তুলুন।

আলহাজ্ব মোঃ নুরুল বশর – সভাপতি

মৌঃ মোঃ ছারেহ আহমদ – অধ্যক্ষ

তুমব্রু আজিজিয়া কে, জি, স্কুল

(একটি আদর্শ শিশু শিক্ষা নিকেতন)

ঘুমধুম ইউনিয়ন, নাইক্ষংছড়ি, বান্দরবান পাঃ জেলা।

ঐতিহাসিক স্থান ও আমার জন্মস্থান, ঘুমধুম ইউনিয়নের, শিক্ষা, প্রসার ও উন্নয়নের পথিকৃৎ, জনাব আলহাজ্ব মোঃ খায়রুল বশর সাহেবের সৎ উচ্চ দেশ প্রেম ও নিরলস প্রচেষ্টায়, এলাকার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সত্যিই প্রশংসনীয়, এলাকার অতীত বর্তমান, ভবিষ্যৎ চিন্তা করলে তার মধ্যে সৎ দক্ষ, নিষ্ঠাবান, ও নিরলস, কর্মীর প্রয়োজন। আমি তার ও পরিষদবর্গের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও ইউনিয়নের নাম ঘুমধুম প্রকাশনাকে, স্বাগত জানাচ্ছি।

রণমিত্র বড়ুয়া

পরিদর্শক কৃষি ব্যাংক

গোরকঘাটা শাখা, মহেশখালী, কক্সবাজার।

"ইউনিয়নের নাম ঘুমধুম"

প্রকাশনার উদ্যোগ সফল হউক

এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও অবগতির জন্য ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদকে ধন্যবাদ।

পরিচালনা কমিটি

ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়

স্থাপিত-১৯৬৮ ইংরেজী।

✠ সুন্দর, মনোরম, নৈসর্গিক শোভায় ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে অবস্থিত। ✠ অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলি দ্বারা পরিচালিত।

✠ সুন্দর ছাত্রাবাসের সু- ব্যবস্থা। ✠ দক্ষ পরিচালনা কমিটির সার্বিক পরিচালনা ও সু-নজর।

✠ গরীব, মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিশেষ সুযোগ। ✠ কোচিং ক্লাশের সু -ব্যবস্থা।

✠ ছাত্র/ছাত্রীদের মানোন্নয়নের সার্বিক ব্যবস্থাপনা।

✠ এস,এস,সি পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কোচিং ব্যবস্থা।

"ইউনিয়নের নাম ঘুমধুম"

প্রকাশনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি

১। মোঃ আবদুল কাদের
(প্রাঃ বি.ডি.আর. হাবিলদার) দোকানদার তুমব্রু বাজার

২। আবুল হোসেন

৩। মোঃ কালু

৪। উমর হামজা

৫। দুলাল চন্দ্র সেন।

"খুচরা মাছ, তরিতরকারী ও সবজী বিক্রেতা"

তুমব্রু বাজার।

"ইউনিয়নের নাম ঘুমধুম" এর

প্রকাশনা সফল হউক

"মনি রেকর্ডিং স্টোর"

বেতবুনিয়া বাজার, ঘুমধুম,

নাইক্ষংছড়ি, বান্দরবান।

প্রোঃ-কবির আহমদ সওদাগর।

সর্ব প্রকার রেকর্ডিং, গানেরস ক্যাসেট, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বিক্রেতা রেডিও, টেপ, টি ভি মেরামত করার একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

"ইউনিয়নের নাম ঘুমঘুম"

এই প্রকাশনাকে আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি।

এবং

অহরহ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি

এলাকার শিক্ষা প্রসার ও উন্নয়নের পথিকৃৎ

জনাব আলহাজ্ব মোঃ খায়রুল বশর চেয়ারম্যান

ও তার পরিষদবর্গকে।

ঘুমঘুম ইউনিয়নের মানুষের সমৃদ্ধি ও উন্নতি

কামনা করছি।

"দুঃস্থ ও আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত

ডাঃ মনির আহমদ

ডি,এইচ,এম, এস, ঢাকা

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

কক্সবাজার ফ্রি ফ্রাইন্ডে হোমিও ক্লিনিক

পূর্ব বড় বাজার, কক্সবাজার।